বাংলা ওয়ার্ক বুক

ষষ্ঠ শ্রেণি

চয়নিকা

আজাদি কা
অমৃত মহোৎসব
এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা ওয়ার্কবুক

প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা
সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়,
সিপাহীজলা জেলা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

রতন লাল নাথ

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি তৈরি করেছেন

শ্রী পরিমল চন্দ্র সরকার, শিক্ষক

পরিমার্জনায়

শ্রীমতি অর্পিতা সাহা, শিক্ষিকা
শ্রীমতি এমেলি নাগ, শিক্ষিকা
শ্রী গৌতম রুদ্রপাল, শিক্ষক

সূচিপত্র

পদ্যাংশ

১। লব-কুশের রামায়ণ গান
কৃত্তিবাস ওঝা — ৭

২। তাল গাছ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ১৩

৩। সাগর তর্পণ
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত — ২২

৪। মা
কাজী নজরুল ইসলাম — ৩৪

৫। সবার আমি ছাত্র
সুনির্মল বসু — ৪৫

৬। খোকার আকাঙ্ক্ষা
জসীম উদ্দীন — ৬০

৭। বিয়ে বাড়ির মজা
সুকান্ত ভট্টাচার্য — ৭৩

৮। পথের গল্প
বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী — ৮৬

সূচিপত্র

গদ্যাংশ

১। বজরায় ডাকাতি
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ৯৭

২। ইতর প্রাণীদের দয়া
জগদীশ চন্দ্র বসু — ১০৮

৩। ছেলেবেলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ১১৯

৪। লালু
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ১৩২

৫। নিশাচর
সুকুমার রায় — ১৪৪

৬। আমের কুসি
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৫৪

৭। পরিবেশ দূষণ ও পরিণাম — ১৬৭

৮। পত্র রচনা, অনুচ্ছেদ — ১৭৭
আদর্শ প্রশ্নপত্র - ১ — ১৮৫
আদর্শ প্রশ্নপত্র - ২ — ১৮৯
আদর্শ প্রশ্নপত্র - ৩ — ১৯৩

পদ্যাংশ

লব-কুশের রামায়ণ গান

কৃত্তিবাস ওঝা

জন্ম - (আনুমানিক ১৩৮১ খ্রিস্টাব্দ)

মৃত্যু - (আনুমানিক ১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ)

উৎস গ্রন্থ ঃ কৃত্তিবাস ওঝা রচিত 'শ্রীরাম পাঁচালি' বা কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড' এর অংশ বিশেষ।

কবিতার মর্মার্থ :

বীণা হাতে শ্রীরামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ গান পরিবেশন করতে লব-কুশ দুই ভাই প্রবেশ করল। শ্রীরামচন্দ্রসহ বহু গুণীজ্ঞানী তাদের গান শুনতে বসলেন। লব-কুশের সুমিষ্ট রামায়ণ গানের সুরে সকলে আনন্দিত এবং রামচন্দ্রের মতো আকৃতি প্রকৃতি দেখে সকলেই বিস্মিত। ফুলের মতো সুন্দর জটা-বাকল-ধারী লব-কুশের বর্ণময় পাণ্ডিত্য সকলেই অবিভূত হলেন।

শব্দার্থ লেখো :

আগমন — আসা,	ত্রিভূবন —	অবসর —
বীণা —	সংসার —	

১। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর: (মান - ৫)

ক) 'অমাত্যের প্রতি রাম করেন আদেশ।'

অ) উদ্ধৃতাংশটি কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) 'অমাত্য' বলতে কি বোঝ?

ই) রাম অমাত্যকে কি আদেশ করেন? ১+২+২=৫

উত্তর : অ) উদ্ধৃতাংশটির কবির নাম কৃত্তিবাস ওঝা, 'লব-কুশের রামায়ণ গান' কবিতার অংশ।

আ) 'অমাত্য' বলতে মন্ত্রণাদাতা বা মন্ত্রির কথা বলা হয়েছে।

ই) শিশু মুখে মিষ্টি গান শোনার জন্য যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করতে রাম অমাত্যকে আদেশ করেন।

খ) কৃত্তিবাস ওঝা-র 'লব-কুশের রামায়ণ গান' অবলম্বনে লব ও কুশের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) "শুনিয়া সর্ব লোক আপনা পাসরে।

চারিভাই রঘুনাত গীতে দেন মন।।"

অ) 'পাসরে' শব্দের অর্থ কি?

আ) চারিভাই কে কে?

ই) সর্বলোক গীতে কেন মন দেন? **১+২+২=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) "যুদ্ধ করে ত্রিভুবন না পারে সহিতে।

সংসার মোহিত করে রামায়ণ গীতে।।"

অ) যুদ্ধ করে ত্রিভুবন কেন সইতে পারলো না?

আ) কীভাবে রামায়ণ গানে সংসার মোহিত হল? **২ + ৩ = ৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

২। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ **(মান-১)**

ক) 'লব-কুশের রামায়ণ গান' মূল রামায়ণের কোন্ কান্ডের অন্তর্গত?

উত্তর : 'লব-কুশের রামায়ণ গান' মূল 'রামায়ণে'র 'উত্তরকান্ড'-এর অন্তর্গত।

খ) সংস্কৃত রামায়ণ রচয়িতা কে?

উত্তর : ....

গ) 'শ্রীরাম পাঁচালি' কার লেখা?

উত্তর : ....

ঘ) রামায়ণে মোট কয়টি কান্ড রয়েছে?

উত্তর : ....

ঙ) কৃত্তিবাস ওঝা-র পিতা ও মাতার নাম কি?

উত্তর : ....

চ) কৃত্তিবাস ওঝা কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

ছ) সুমিষ্ট স্বরে কারা রামায়ণ গান গাইলেন?

উত্তর : ....

৩। সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : **(মান-১)**

ক) লব-কুশ কি হাতে নিয়ে সভায় বসল?

(১) ঢাক(২) বীণা (৩) কাঁসর

(৪) হারমোনিয়াম

উত্তর : (২) বীণা

খ) শ্রীরাম সভায় কি বেশে বসলেন?

(১) বিশুদ্ধ　　(২) শুদ্ধ　　(৩) চিত্তশুদ্ধি

(৪) মুখশুদ্ধি

উত্তর : ....

গ) কি শুনে লোক মোহিত হল?

(১) রামায়ণ　　(২) মহাভারত　　(৩) বেদ

(৪) এদের কোনোটিই নয়

উত্তর : ....

৪। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : **(মান-১)**

(ক) পদ পরিবর্তন করো :

মিষ্ট — মিষ্টি,　　নিবাসী—　　আগমন—

সমান—　　অনুমানি—

(খ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো :

বালক — বালিকা,　　রক্ষ—

(গ) বিপরীত শব্দ লেখো :

শিশু-বার্ধক্য,　　প্রবেশ—　　জ্ঞানী—

আকৃতি—

(ঘ) বাক্য রচনা করো :

উচিত— সদা সত্য কথা বলা উচিত।

অবসর—

পন্ডিত—

ত্রিভুবন—

(ঙ) শুদ্ধ রূপটি লেখো :

১। রামায়ণ / রামায়ন / রামায়নো

২। আগমন / আগমণ / আগমনি

৩। রন / রণ / রনো

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : (মান - ২)

(ক) 'রামায়ণ'-এর কয়টি কান্ড ও কি কি? ১+১

উত্তর: 'রামায়ণ' এর সাতটি কান্ড।

১। আদিকান্ড ২। অযোধ্যা কান্ড ৩। অরণ্যকান্ড ৪। কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড ৫। সুন্দর কান্ড   ৬। লঙ্কাকান্ড

৭। উত্তর কান্ড

(খ) লব-কুশের গুরু কে ছিলেন? তিনি কোথায় বসবাস করতেন? ২

উত্তর : ....

....

....

(গ) 'মোহিত হইল লোক শুনে রামায়ণ।'— রামায়ণ গান শুনে সকলে মোহিত হলেন কেন? ২

উত্তর : ....

....

....

(ঘ) কারা বীণা হাতে, কার সভায় রামায়ণ গান পরিবেশন করল? ২

উত্তর : ....

....

....

(ঙ) একবিংশ শতাব্দীতেও রামায়ণ জনপ্রিয়তার কারণ কী? ২

উত্তর : ....

....

....

৬। **নীচের অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ে, প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :** **(প্রতিটি প্রশ্নেরমান - ২)**

মধ্যযুগে বাংলা রামায়ণের কালজয়ী কবি কৃত্তিবাস ওঝা। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরের ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাস ওঝা জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম বনমালী ওঝা এবং মাতার নাম মালিনী। বিদ্যার্জন শেষে তিনি জনৈক হিন্দুরাজার রাজসভায় রাজসংবর্ধনা লাভ করেন। মহাকবি বাল্মীকির সংস্কৃত ভাষায় লেখা মহাকাব্য 'রামায়ণ' এর তিনি বাংলা ভাষায় ভাবানুবাদ করেন। কৃত্তিবাসের রচিত মহাকাব্যটির নাম 'শ্রীরাম পাঁচালি'। কৃত্তিবাসের রামায়ন সাতটি কান্ডে রচিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণটি শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮০২ খ্রিঃ মুদ্রিত হয়। কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণটি আজও বাঙালির 'জাতীয় মহাকাব্য' রূপে চিরস্মরণীয়।

ক। মধ্যযুগের কালজয়ী করি নাম কি?

উত্তর : ....

খ। কৃত্তিবাসের পিতা ও মাতার নাম লেখো?

উত্তর : ....

গ।	কবি কৃত্তিবাস কার লেখা রামায়ণের অনুবাদ করেন?

উত্তর : ....

ঘ।	কবি কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণ মহাকাব্যটির নাম লেখো?

উত্তর : ....

ঙ।	কত সালে, কোথায় থেকে কৃত্তিবাসের রামায়ণটি মুদ্রিত হয়?

উত্তর : ....

তালগাছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ)

উৎস গ্রন্থ ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

মর্মার্থ :

তালগাছ খুব লম্বা ও সোজা প্রকৃতির হয়। আশপাশের গাছ-গাছালি মাথার উপর তালগাছ যেন আকাশ ছুঁতে চায়। কবি তাঁর কল্পনার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন যে, তালগাছ যেন একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে আকাশের দিকে উঁকি মারছে। সে আকাশে উড়তে চায়। কিন্তু পারে না। একসময় প্রবল বাতাসে মাথার ওপর থাকা পাতাগুলো যখন কাঁপে, তখন সে এই পাতাগুলোকেই পাখা হিসেবে কল্পনা করে। কালোমেঘ ফুঁড়ে তারার দেশ এড়িয়ে তালগাছের উড়বার সাধ জাগে। কিন্তু হাওয়া কমে গেলে গাছের কল্পিত ডানারূপী পাতার কাঁপনিও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আকাশচারী মনটি আবার মাটির বুকেই ফিরে আসে। এই মাটিই যে লালন-পালনকারী জননী।

শব্দার্থ লেখো :

১। দাঁড়িয়ে — দন্ডায়মান হয়ে।	২। সব—	৩। গাছ—
৪। ছাড়িয়ে—	৫। উঁকি —	৬। ফুঁড়ে—
৭। উড়ে —	৮। কোথা —	৯। পাখা —
১০। মাথাতে —	১১। গোল গোল—	১২। পাতা —
১৩। ইচ্ছা—	১৪। মেলে —	১৫। ভাবে —
১৬। বাসাখানি —	১৭। ফেলে —	১৮। সারাদিন—
১৯। থত্থর —	২০। কাঁপে —	২১। তারাদের —
২২। এড়িয়ে —	২৩। যেই —	২৪। নেমে —
২৫। মা —	২৬। পৃথিবী —	২৭। কোনটি—

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : (মান — ১)

ক) 'তালগাছ' কবিতাটি কার লেখা?

উত্তর: 'তালগাছ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

খ) ‘তালগাছ’ কবিতাটি কোন্ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর : ....

গ) ‘একপায়ে দাঁড়িয়ে’ - কে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে?

উত্তর : ....

ঘ) তালগাছ কোথায় উঁকি মারে?

উত্তর : ....

ঙ) কার মনে, কী সাধ রয়েছে?

উত্তর : ....

চ) তালগাছ উড়তে পারে না কেন?

উত্তর : ....

ছ) তালগাছের পাতা কোথায় থাকে?

উত্তর : ....

জ) “ইচ্ছাটি মেলে তার”—‘তার’ বলতে কার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : ....

ঝ) কার, কী ইচ্ছাটি মেলার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : ....

ঞ) তালগাছ মনে মনে কাকে ডানা ভাবে?

উত্তর : ....

ট) “ভালো লাগে আরবার”— কার, কী ভালো লাগে?

উত্তর : ....

ঠ) ‘তালগাছ’ কবিতায় কাকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর : ....

ড) “ফেরে তার মনটি”—কখন এই অবস্থা হয়?

উত্তর : ....

ঢ) “ফেরে তার মনটি” — কার মন কোথায় ফিরতে চায়?

উত্তর : ....

ন) “হাওয়া যেই নেমে যায়”—হাওয়া কমে গেলে কী হয়?

উত্তর : ....

ত) তালগাছ কাদের এড়িয়ে অন্য কোথাও উড়ে যাবে?

উত্তর : ....

থ) "কাঁপে পাতা পত্তর"—কখন পাতা কাঁপে?

উত্তর : ....

দ) "বাসাখানি ফেলে তার"—এখানে কার বাসার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : ....

ধ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

২। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ **(মান — ৫)**

ক) "কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়;

একেবারে উড়ে যায়—"

অ) লাইনটি কোন্ কবিতার?

আ) কবির নাম কি?

ই) কোন্ সময় তালগাছের আকাশে উড়ার সাধ হয়?

ঈ) তালগাছ উড়তে না পারলেও — একথা বলার কারণ কী? **১+১+১+২=৫**

উত্তর : অ) লাইনটি 'তালগাছ' কবিতার।

আ) কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ই) আকাশ কালো মেঘ জমে প্রবল বাতাস বইতে থাকলে তালগাছের আকাশে ওড়ার সাধ হয়।

ঈ) বাস্তবিক পক্ষে তালগাছ আকাশে উড়তে পারে না। এখানে কবি বলেছেন, প্রবল বাতাসে তালগাছের মাথার ওপরের কাঁপতে থাকা পাতাগুলিকে তালগাছ ডানা হিসেবে কল্পনা করে। এই ডানা মেলে সে কালো মেঘ ফুঁড়ে তারার দেশ এড়িয়ে আকাশে বেড়াতে চায়।

খ)"উড়ে যেতে মানা নেই

বাসা খানি ফেলে তার।"

অ) কার, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) কে, কেন বাসা ফেলে উড়ে যেতে চায়? **২+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) "হাওয়া যেই নেমে যায়,

পাতা কাঁপা থেমে যায়,"

অ) কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) হাওয়া থেমে গেলে তালগাছের ওড়াও থেমে যায় কেন? **২+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) "ভালো লাগে আরবার

পৃথিবীর কোণটি।" **২+৩=৫**

অ) উদ্ধৃতাংশটি কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) কার কাছে, কেন আরবার পৃথিবীর কোণটি ভালো লাগে?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঙ) "সারা দিন ঝরঝর থত্থর

কাঁপে পাতা পত্তর।"

অ) আলোচ্য অংশটি কোন্ কবিতার, কবির নাম কি?

আ) এখানে তালগাছ কোন্দিনের কথা ভাবছে? **২+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **মান-১**

ক) **পদ পরিবর্তন করো:**

কাঁপা — কম্পন	আকাশ—	ভাব—
এক—	কোণ—	সাধ—
মাটি —		

খ) **বিপরীত শব্দ লেখো:**

থামা — চলা	ঠিক —	সারাদিন—
আকাশ—	দাঁড়িয়ে—	তারপরে—
মাথাতে—	ডানা—	পায়ে—
কাঁপে—	নেমে—	যায়—
কালো—		

গ) বাক্য রচনা করো :

ইচ্ছা — আমার ইচ্ছা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হবো।

কোণ : ....

পাখা : ....

বেড়িয়ে : ....

কালো : ....

মেঘ : ....

ইচ্ছা : ....

তারা : ....

সাধ : ....

ফুঁড়ে : ....

একপায়ে :..

আকাশে :...

মনে মনে :..

তারাদের :..

সারাদিন :..

ঘ) শুদ্ধ রূপটি লেখো :

মাটী / মাটি / মাঠি

ইচ্ছা / ইচ্ছা / ইচ্ছা

ঝরজর / ঝর্ঝর / ঝরঝর

আড়বার / আরবার /আরবার

দাঁড়িয়ে / দারিয়ে / দাঁড়ীয়ে

বাসাখানী / বাসাখানি / বাষাখানি

আকাশ / আকাস /আকাষ

ঙ) পদ নির্ণয় করো :

আকাশ — বিশেষ্য	মা—	ভালো—
তালগাছ—	কালো—	

চ) **পদান্তর করো :**

সাধ — সাধ্য কোণ— দিন —

আকাশ — গাছ —

৪। পদ্যাংশটি পড়ো এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : **(প্রতিটি প্রশ্নের মান -১)**

মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথাও যাবে ও।
তারপরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি
যেইভাবে, মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।।

ক) একটি বাক্যে উত্তর দাও: **১ × ৩ = ৩**

১। "ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।।"—কোন্ কবিতার অংশ?

উত্তর : ....

২। তালগাছের মন কখন ফিরে আসে?

উত্তর : ....

৩। তালগাছের কী ভালো লাগে?

উত্তর : ....

৪। 'মা' কাকে বলা হয়?

উত্তর : ....

৫। পাতা-কাঁপা থেমে যাওয়ার কারণ কী?

উত্তর : ....

৬। কাদের এড়িয়ে তালগাছ আকাশে বেড়াতে চায়?

উত্তর : ....

খ)　**সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :**　**১ × ৩ = ৩**

১। ভালো লাগে আরবার —

(ক) পৃথিবীর কোণটি　(খ) ঘরের কোণটি　(গ) দেশকে　(ঘ) তালগাছ

উত্তর : ....

২। 'মাটি' কে হয় ?

(ক) পিতা　(খ) পুত্র　(গ) মা　(ঘ) ভ্রাতা

উত্তর : ....

৩। হাওয়া সেই —

(ক) থেমে যায়　(খ) নেমে যায়　(গ) চলতে থাকে

(ঘ) দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়

উত্তর : ....

গ)　**শূন্যস্থান পূরণ করো :**　**১ × ৩ = ৩**

১। ______________ কাঁপা থেমে যায়।

২। মা যে হয় ______________ তার।

৩। ______________ কোণটি।

ঘ)　**শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বাক্যটি নির্বাচন করো :**　**১ × ৩ = ৩**

১। তারাদের এড়িয়ে যেন কোথা যাবে ও।

২। যেইভাবে পিতা যে হয় মাটি তার।

৩। আকাশেতে বেড়িয়ে তারাদের এড়িয়ে।

৫।　**নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :**　**(প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)**

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিণত হয় 'বিশ্বভারতী বিদ্যালয়'-এ। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের নাম —'চোখের বালি', 'নৌকা ডুবি', 'যোগাযোগ', 'চার অধ্যায়' ইত্যাদি।

ক। রবীন্দ্রনাথ কবে, কোথায় 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর: ....

....

....

....

খ। রবীন্দ্রনাথ কবে, কোন্ কাব্যের জন্য ' নোবেল' পুরস্কার লাভ করেন?

উত্তর: ....

....

....

....

গ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন?

উত্তর: ....

....

....

....

ঘ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দুটি উপন্যাসের নাম **লেখো**।

উত্তর: ....

....

....

....

ঙ। 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' পরবর্তীকালে কি নামে পরিচিতি লাভ করে?

উত্তর: ....

....

....

....

সাগর তর্পণ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২ খ্রিস্টাব্দ)

উৎস গ্রন্থ ঃ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত 'সাগর তর্পণ' কবিতাটি 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সুনির্বাচিত কবিতা' গ্রন্থের অন্তর্গত।

মর্মার্থ :

কবি সত্যেন্দ্রনাথের লেখনী সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছে বাংলাদেশের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বীরসিংহ নামক যে গ্রামে জন্মেছিলেন, সেখানে শৈশব থেকেই তিনি সিংহের বিক্রম প্রদর্শন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সেই সিংহসুলভ ব্যক্তিত্ব এবং গাম্ভীর্যের মধ্যেও যে অপার করুণার সাগর বহমান ছিল এবং দয়ায় সেভাবে তাঁর হৃদয় আপ্লুত ছিল, তা চিরস্মরণীয়। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত গরীব ঘরের সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অকৃপণ। তাঁর সেই মূর্তির মধ্যে প্রকাশ পেত সৌম্য সুদর্শন এক বিশাল চিত্তের মানুষ। তিনি মাতৃভক্তিতে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বর্ষায় দামোদর নদ সাঁতার কেটে পার হয়েছিলেন। বহু অনাথ-আতুর দুঃখী ও নিঃস্ব মানুষকে তিনি সাহায্য করে উদ্ধার করেছিলেন। অসহায়কে যেমন বিদ্যাসাগর অন্ন দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তেমনি আবার শিক্ষাদান করে মানুষকে জ্ঞানের আলোও বিতরণ করেছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পরেও কবি তাঁর অভাব বোধ করেছেন। সকলেই তাই কবিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করে নিজেদেরই যেন ধন্য করে।

শব্দার্থ লেখো :

১। তর্পণ — পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তিল দিয়ে যে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

২। বীর —

৩। দয়ার সাগর —

৪। সুগম্ভীর —

৫। সাগরে —

৬। অগ্নি —

৭। কল্পনা —

৮। বিশ্ব —

৯। দয়ার —

১০। অবতার —

১১। তবু —

১২। নোয়াওনি —

১৩। স্নেহে —

১৪। ক্ষুদ্র —

১৫। সৌম্য —

১৬। মূর্তি —

১৭। তেজের —

১৮। অকিঞ্চন —

১৯। সাধ —

২০। নিরন্তর —

২১। কীতিঘণ —

২২। অদৃষ্ট —

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান - ১)**

১। 'ছন্দের জাদুকর' কাকে বলা হয়?

উত্তর : 'ছন্দের জাদুকর' কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কে বলা হয়।

২। 'সাগর তর্পণ' কবিতাটি কার লেখা?

উত্তর : ....

৩। 'সাগর তর্পণ' কবিতাটি কোন্ গ্রন্থ থেকে সংকলিত?

উত্তর : ....

৪। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

৫। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

৬। কাকে 'বীরসিংহের সিংহশিশু' বলা হয়?

উত্তর : ....

৭। 'দয়ার সাগর' নামে কে পরিচিত?

উত্তর : ....

৮। বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম কি?

উত্তর : ....

৯। 'সাগর তর্পণ' বলতে কি বোঝ?

উত্তর : ....

১০। বিদ্যাসাগরকে 'সিংহশিশু'-র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?

উত্তর : ....

১১। কে নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এসেছিল?

উত্তর : ....

১২। বিদ্যাসাগরকে কীসের অবতার বলা হয়?

উত্তর : ....

১৩। 'তীর্থসলিল' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর : ....

১৪। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবে প্রয়াণ হয়?

উত্তর : ....

১৫। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতা ও মাতার নাম কি?

উত্তর : ....

১৬। 'ছন্দ বিজ্ঞান' কার লেখা?

উত্তর : ....

১৭। 'সাগর তর্পণ' কবিতায় কয়টি স্তবক রয়েছে?

উত্তর : ....

১৮। "জাগে প্রাণের পর"—কার মনে কী জাগে?

উত্তর : ....

২। **রচনাধর্মী প্রশ্ন :** **(মান — ৫)**

ক। "দয়ার স্নেহ ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,"

অ) 'ক্ষুদ্র দেহ' কার?

আ) 'পারাবার' শব্দের অর্থ কি?

ই) আলোচ্য অংশে কবি কী বলতে চেয়েছেন? ১+১+৩=৫

উত্তর : অ) ‘ক্ষুদ্র দেহ’-টি হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের।

আ) ‘পারাবার’ শব্দের অর্থ হল সমুদ্র।

ই) আলোচ্য অংশে কবি বলতে চেয়েছেন যে, বিদ্যাসাগরের দেহ ক্ষুদ্র হলেও তাঁর স্নেহপূর্ণ ও দয়ার্দ্র হৃদয় ছিল পারাবার অর্থাৎ সমুদ্রের মতো বিশাল। সমুদ্রের জলরাশি যেমন অসীম বা অনন্ত তেমনি বিদ্যাসাগরের দয়া ও স্নেহের ও তেমনি কোনো সীমা নেই। দয়ায় ও স্নেহে তিনি ছিলেন সমুদ্রের মতোই বিশাল।

খ) “করলে পূরণ অনাথ-আতুর অকিঞ্চণের সাধ;”

অ) আলোচ্য অংশে কার কথা বলা হয়েছে?

আ) তিনি কার, কী পূরণ করেছিলেন?

ই) তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। **১+১+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) “সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,”

অ) এখানে কাকে, কেন ‘সাগর’ বলা হয়েছে?

আ) সাগরে অগ্নি থাকা কবি কোন্ অর্থে প্রয়োগ করেছেন?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কবি কী কী ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করেছেন তা বর্ণনা করো। ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঙ) 'সাগর তর্পণ' কবিতায় বিদ্যাসাগরের চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

চ) 'সাগর তর্পণ' কবিতার মর্মার্থ নিজের ভাষায় লেখো। ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

ছ) "তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর!"

অ) অংশটির উৎস কী?

আ) কাদের অশ্রুধারা ঝরে?

ই) তাদের অশ্রুধারা ঝরার কারণ কী? **১+১+৩**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : **(মান — ১)**

ক) পদ পরিবর্তন কর :

অভাব — অভাবী	দিন —	চমৎকার —
মূর্তি —	নাম —	লাজ —
কাজ —	ব্যর্থ —	আশীর্বাদ —
তেজ—	বিশাল —	জীবন —
লোভ —	নিঃস্ব —	প্রত্যয় —
অবিশ্বাসী —	বীর্য —	উদ্‌বেলিত —

খ) বিপরীত শব্দ লেখো :

অদৃষ্ট —	পুরুষ্কার —	নামলে—
বিদ্যা—		
শোক —	আর্শীবাদ —	সৌম্য —
বিশাল —	তেজ —	গম্ভীর —

মৃত্যু —	একা —	নিঃস্ব —
বিজয় —	পূরণ —	স্ফূর্তি —

গ) **বাক্য রচনা করো :**

বারম্বার — আমার বারম্বার বারণ সত্ত্বেও শোনোনি বলেই আজ তোমার এমন অবস্থা।

ব্যর্থ : ....

শির : ....

অবিশ্বাসী : ....

সুগম্ভীর : ....

অভাজন : ....

আর্শীবাদ : ....

অবতার : ....

নিঃস্ব : ....

বীর্য : ....

বীরসিংহ : ....

ঘ) **শুদ্ধ রূপটি লেখো :**

চিত্ত / চিত্ব / চিত্ত্ব

মুর্তি / মূর্তি / মৃর্তি

পূরণ / পূরন / পুরণ

ব্যর্থ / ব্যার্থ / ব্যার্থো

আর্শীবাদ / আশির্বাদ / আশীর্বাদ

অবিশ্বাসী / অবিস্বাশী / অবিশ্বাসি

কিতী / কীর্তী / কীর্তি

অকিঞ্চন / অকীঞ্চন / অকঞ্চিন

ঙ) **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

নিরন্তন — নিঃ+অন্তর	আর্শীবাদ—	উদ্বেলিত—
বারম্বার—	পারাবার—	বিদ্যাসাগর —
অদৃষ্ট —	নিঃস্ব —	বীরসিংহ —

চ) **পদান্তর করো :**

ঘন — ঘনত্ব	বিদ্যা —	গম্ভীর —
প্রাণ —	দীর্ঘ—	তেজ—
দেহ—	জীবন—	দয়া—
মূর্তি—	আর্শীবাদ—	পূরণ—
ক্ষুদ্র—	বীর্য—	ব্যর্থ—
শোক—	বিশাল —	প্রত্যয় —

ছ) **লিঙ্গ পরিবর্তন করো :**

অনাথ — অনাথা	মায়ের—	সিংহ —
বীর —		

জ) **সমার্থক শব্দ লেখো :**

শিশু— বাচ্চা, ছোটো, নবজাতক

দিন—

প্রত্যয় —

চিত্ত —

নিঃস্ব —

অন্ন —

বিশ্ব —

সিংহ —

অদৃষ্ট —

দেহ—

পারাপার—

শির—

অগ্নি—

সাগর —

মা —

ঝ) **এক কথায় প্রকাশ করো :**

১। যে সর্বস্ব হারিয়েছে — আকিঞ্চন।

২। যা ক্রমাগত হয়ে চলেছে —

৩। বিশেষ গম্ভীর —

৪। যে বেশি কথা বলে —

৫। সিংহের মত যে শিশু —

৬। একই গুরুর শিষ্য —

ঞ) **কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :**

১। নিঃস্ব হয়ে **বিশ্বে** এলে — **উত্তর** — অধিকরণ কারকে, ‘এ’ বিভক্তি।

২। **এতদিনেও** তোমার অভাব—

৩। **নামলে** একা মাথায় নিয়ে —

৪। কোথাও তবু **নোয়াওনি** শির —

৫। **সাগরে** যে অগ্নি থাকে —

ট) **সঠিক উত্তরের পাশে (√)চিহ্ন দাও :**

১। বিদ্যাসাগর (দুঃখকে / আনন্দকে / অদৃষ্টকে) ব্যর্থ করেছিলেন।

২। বিদ্যাসাগরের মাথায় ছিল (বাবার / মায়ের / দাদুর) আশীর্বাদ।

৩। বিদ্যাসাগর শৈশব থেকেই (অর্থাভাব / দারিদ্র / বৈভব) দেখে বড় হয়েছিলেন।

৪। বিদ্যাসাগর ছিলেন (ময়মনসিংহ / অজয়সিংহ / বীরসিংহ) গ্রামের সন্তান।

৫। ——— যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয় (সমুদ্রে / সাগরে / নদীতে)।

ঠ) **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

১। ______________ দয়ার সাগর, বীর্যে ______________।

উত্তর: উদ্বেলিত দয়ার সাগর, বীর্যে সুগম্ভীর।

২। তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে ______________।

৩। নিঃস্ব হয়ে ______________ এলে, দয়ার অবতার।

৪। সৌম্য-মূর্তি ______________ স্ফূর্তি চিত্ত-চমৎকার।

৫। ______________ মূর্তি তোমার জাগে প্রাণের’ পর।

অদৃষ্টের ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার।

ড) **পদ নির্ণয় করো :**

সাধ —	কীর্তি—	পারাবার—
দয়া—	বিদ্যা—	স্ফূর্তি —
বিশ্ব —	দীর্ঘ—	শিশু—
সাগর —	ক্ষুদ্র—	অভাজন—

ঢ) **গদ্যরূপ লেখো :**

প্রায় — মত	প্রাণের—	পর—
নূতন—	পূরণ—	নাকো—
জাগে —		

৪। **নীচের কবিতাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো :**

বীরসিংহের সিংহশিশু! বিদ্যাসাগর! বীর!
উদ্বেলিত দয়ার সাগর, —বীর্যে সুগম্ভীর!
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার !
কোথাও তবু, নোয়াওনি শির জীবনে একবার।
দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত-চমৎকার।

১। **একটি বাক্যে উত্তর লেখো :** **মান - ১**

ক) ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় কী প্রকৃতির?

উত্তর : ....

খ) বিদ্যাসাগর জীবনে একবার ও কী করেননি?

উত্তর : ....

গ) বিদ্যাসাগরকে কীসের অবতার বলা হয়েছে?

উত্তর : ....

ঘ) বিদ্যাসাগর কীভাবে পৃথিবীতে এসেছেন?

উত্তর : ....

ঙ) দয়ার সাগর কাকে বলা হয়?

উত্তর : ....

চ) কাকে সিংহ শিশু বলা হয়েছে?

উত্তর : ....

২। **শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বাক্যটি নির্বাচন করো :**

ক) বীরসিংহ ব্যাঘ্রশিশু! বিদ্যাসাগর! বীর!

উত্তর : ....

খ) তোমায় দেখে বিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

উত্তর : ....

গ) সৌম্য মূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত-চমৎকার।

উত্তর : ....

ঘ) উদ্বেলিত দুঃখের সাগর, বীর্যে সুগম্ভীর।

উত্তর : ....

ঙ) সাগরে যে বালি থাকে কল্পনা সে নয়।

উত্তর : ....

৫। **নীচের অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ে, প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :** **(প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)**

ছন্দের জাদুকর নামে খ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার নিমতা গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রজনীনাথ দত্ত, মায়ের নাম মহামায়া দেবী। কবির পিতামহ অক্ষয় কুমার দত্ত উনবিংশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্যের খ্যাতনামা পুরষ। আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান অপরিসীম।

ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মাতা ও পিতার নাম কি?

উত্তর : ....

....

....

....

গ) উনবিংশ শতকের একজন খ্যাতনামা পুরুষের নাম লেখো।

উত্তর : ....

....

....

....

ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কে কীসের জাদুকর বলা হয়?

উত্তর : ....

....

....

....

ঙ) আধুনিক বাংলা কাব্যে কার অবদান অপরিসীম?

উত্তর : ....

....

....

....

মা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮—১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)

উৎস গ্রন্থ ঃ কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত 'মা' কবিতাটি 'ঝিঙেফুল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

মর্মার্থ ঃ

'মা' নামটি এমন সুধামাখা একটি নাম, সেখানে প্রতিটি শিশুর কাছে শ্রেষ্ঠ, নিরাপদ এবং বিশ্বস্ত একটি আশ্রয়স্থল। মায়ের মতন এমন একান্ত আপনজন, পরম স্নেহময় আত্মীয় জগতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। স্বর্গের চেয়েও তিনি মহান। মাটির চেয়েও তিনি সহনশীল। মায়ের নিঃস্বার্থ স্নেহ-মায়া-মমতায়, অকৃত্রিম যত্ন-ভালোবাসায় শিশুর সার্বিক বৃদ্ধি ঘটে। মায়ের জীবন সার্থক হয় সন্তানের কীর্তিতে। জন্মদায়িনী হয়ে ওঠেন গরবিনি। মায়ের স্নেহাশিস আর আর্শীবাদের মতো অমূল্য পাথেয় পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। মা প্রাতঃস্মরণীয়, চিরস্মরণীয়, অতুলনীয়। এই জগতে যদি কেউ বিনা স্বার্থে ভালোবেসে থাকে সে হলো 'মা'। তাই মায়ের ঋণ কখনো শোধ করা যায় না।

শব্দার্থ লেখো ঃ

সুধা — অমৃত।	মেশা —	আদর—
কোনোখানে—	দুখ—	কোল—
ভরান —	দিনরাত—	ঘন—
রন—	দোষ—	ত্যাজ—
ভাবনা—	মানুষ হব—	বড়ো হব—
পরাণ—	বুক ভরে ওঠে—	গরবে—
সবে—	নতকরি—	মা—

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ **(মান — ১)**

ক) বিদ্রোহী কবি কাকে বলা হয়?

উত্তর : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বলা হয়।

খ) কাজী নজরুল ইসলাম কবে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

গ) কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

ঘ) 'মা' কবিতায় কার প্রশস্তি করা হয়েছে?

উত্তর : ....

ঙ) মায়ের কথায় কী ঝরে?

উত্তর : ....

চ) মায়ের কোলেতে শুয়ে কী হয়?

উত্তর : ....

ছ) সন্তানের 'যাতনা' কীসে দূর হয়?

উত্তর : ....

জ) 'মা' দিবানিশি কী ভাবেন?

উত্তর : ....

ঝ) 'মা' কবিতাটির উৎসগ্রন্থের নাম কি?

উত্তর : ....

ঞ) 'মা' হাসি মুখে কী সহ্য করেন?

উত্তর : ....

ট) "নিজে রণ নাহি খেয়ে"—কে না খেয়ে থাকেন?

উত্তর : ....

ঠ) 'দিবানিশি'—শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : ....

ড) 'নত করি' বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : ....

ঢ) 'আয় তবে ভাই বোন'—কে কীসের জন্য এই আহ্বান জানিয়েছেন?

উত্তর : ....

ণ) 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর : ....

ত) 'ফণিমনসা' কাব্যের লেখক কে?

উত্তর : ....

থ) কে, কার সামনে মাথা নত করেছেন?

উত্তর : ....

২। রচনাধর্মী প্রশ্ন : (মান - ৫)

ক) "আর কোনোখানে কেহ পাইবে না ভাই"

অ) কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) মায়ের ভালোবাসা সম্পর্কে কবি কী বলেছেন তা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লেখো। ২+৩=৫

উত্তরঃ অ) বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'মা' কবিতার অংশ।

আ) মায়ের দেওয়া আদর এবং সোহাগ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। মায়ের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে কবি একথা বলেছেন। জগতে সব কিছুই পাওয়া যায়। কিন্তু মায়ের মতো ভালোবাসা, সন্তানের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং ব্যস্ততা আর কোথাও পাওয়া যায় না। মা এমনই একজন, তিনি সেভাবে নিজ সন্তানকে ভালোবাসেন, এমন ভালবাসা কোন মূল্যই কোথাও পাওয়া যায় না।

খ) "হেরিলে মায়ের মুখ / দূরে যাবে সব দুখ"—মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো। ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) "দিবিনিশি ভাবনা"

অ) দিবানিশি ভাবনাটি কার?

আ) কাকে নিয়ে তার ভাবনা?

ই) কখন, কার বুক ভরে ওঠে?

ঈ) মায়ের আশিষে কী হয়? ১+১+২+১=৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) ‘মা যেন ত্যাগের মূর্ত প্রতীক’—আলোচনা করো। ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঙ) ‘মা’-র বড়ো কেউ নাই

কেউ নাই, কেউ নাই।”

অ) আলোচ্য অংশটির রচয়িতা কে?

আ) কোন্ কবিতার অংশ?

ই) প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। **১+১+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

চ) "কীসে মানুষ হব, বড়ো হবো কীসে।"

অ) কার লেখা, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) লাইনটি মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো? **২+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

ছ) 'মা' কবিতা অবলম্বনে মায়ের কোলটি কেমন তা বর্ণনা করো। **৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ (মান — ১)

ক) পদ পরিবর্তন করো :

নিশি — নৈশ	দুঃখ—	দূর—
বড়—	সোহাগ—	ত্যজ—
যাতনা—	দোষ—	কথা—
মুখ—	দুখ—	নত—

সুধা—	দিন—	গান—
ভাবনা—	আদর—	

খ) **বিপরীত শব্দ লেখো :**

পদ — মস্তক	যাতনা—	দিবা—
যাহা —	দোষ—	শীতল—
সুধা—	ত্যজ—	গরবে—
সুখ—	নত—	আশিসে—
হাসি—	আদর—	দুখ—
ভোলে—	দূরে—	নিশি—

গ) **বাক্য রচনা করো :**

মা — বিনা স্বার্থে ভালোবাসে শুধু-ই আমার মা।

পদধূলি : ....

গরব : ....

ভাবনা : ....

ক্লেশ : ....

দোষী : ....

জুড়ায় : ....

শীতল : ....

সোহাগ : ....

সুধা : ....

ঘ) **শুদ্ধ রূপটি লেখো :**

ক্লেশ / ক্লেস / ক্লেষ

পরান / পরাণ / পড়ান

শীতোল / শিতল / শীতল

দোষী / দোসী / দোশী

ত্যাজ / ত্যেজে / ত্যজে

উৎপাত / উতপাৎ / উৎপাৎ

জুরায় / যুড়ায় / জুড়ায়

যাতনা / জাতনা / যাতনা

সুহান / সোহান / সৌহাগ

ঙ) **সমার্থক শব্দ লেখো :**

আদর — সোহাগ	স্নেহ—	মায়া—
মমতা—	প্রীতি—	বাৎসল্যকরণ—
পদ—	পরাণ—	শির—
নিশি—	বোন—	মুখ—
ভাই—	যাতনা—	সুধা—
ছেলে—	দিন—	কোল—বোন, মা

চ) **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

পদধূলি — পদ + ধূলি   দিবানিশি—

ছ) **লিঙ্গ পরিবর্তন করো :**

মায়ের — বাবার	ভাই—	বোন—
মা—	ছেলেরই—	

জ) **এক কথায় প্রকাশ করো :**

অতিরিক্ত কষ্ট — ক্লেশ।   পায়ের ধুলো—

দিন রাত প্রতিনিয়ত—

অতিরিক্ত আদর ও ভালোবাসা—

ঝ) **পদ নির্ণয় করো :**

কোল —	সব—	উৎপাত—
গরব—	আদর—	কেহ—
পরাণ—	তবে—	কেউ—
আশিস্—		

ঞ) **কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :**

১। হেরিলে মায়ের মুখ।

উত্তর: কর্মকারকে, ‘এ’ বিভক্তি।

২। আর **কোনোখানে** কেহ পাইবে না ভাই।

উত্তর : ....

৩। একটি **কথায়** এত সুধা মেশা নাই।

উত্তর : ....

৪। সব দুঃখ সুখ হয় মায়ের **আশিসে**।

উত্তর : ....

৫। কত না **সোহাগ** মাতা।

উত্তর : ....

৬। মায়ের **কোলেতে** শুয়ে।

উত্তর : ....

ট) গদ্যরূপ লেখো :

রণ—	আশিসে—	সন—
নত করি—	সকল—	লয়ে হেরিলে—
দুখ—	গরবে—	
শিরে—	সবে—	
নাই খেয়ে—	দেখি যাহা—	

ঠ) শূন্যস্থান পূরণ করো :

১। কীসে ———————— হব, ———————— হব কীসে;

উত্তর: কীসে মানুষ হব, বড়ো হব কীসে।

২। শত দোষে———————— তবু মাতো ———————— না।

৩। সব ———————— মুখে, ওরে সে যে ————————।

৪। ———————— দিন রাত।

৫। কত করি ————————

৬। ———————— বড়ো কেউ নাই

৭। নত করি ———————— সবে———————— ! মা আমার!

৮। মায়ের ———————— শুয়ে জুড়ায় পরান।

৯। সব দুঃখ সুখ হয় মায়ের ————————

১০। কত না ———————— মাতা বুকটি ————————

ড) সঠিক উত্তরে (√) চিহ্ন দাও :

১। ‘মা’ কবিতাটির উৎস গ্রন্থ (সর্বহারা / বিশের বাঁশি / ঝিঙেফুল)।

২। ‘মা’ কবিতাটির রচয়িতা (সত্যেন্দ্রনাথ / রবীন্দ্রনাথ / নজরুল)।

৩। ছেলের ভালো কাজের জন্য (গর্বে / দুঃখে / আনন্দে) মায়ের বুক ভরে ওঠে।

৪। মায়ের কথায় (সুধা / অমৃত /গরল) মেশা থাকে।

৫। কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম (চরুলিয়া / বামুটিয়া / নৈহাটি) গ্রামে।

৬। কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম (১৮৯৯ / ১৮৮৯ / ১৮৯৫) সালে।

৪। নিচের পদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

হেরিলে মায়ের মুখ
দূরে যাবে সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান
কত করি উৎপাত
আবদার দিন রাত,
সব সন হাসি মুখে, ওরে সে যে মা!

১। একটি বাক্যে উত্তর লেখো : **১×৬=৬**

ক) কার মুখ দেখলে সব দুঃখ দূরে চলে যায়?

উত্তর : ....

খ) মায়ের শীতল কোল পেয়ে আমরা কী ভুলে যাই?

উত্তর : ....

গ) কোথায় শুয়ে আমাদের প্রাণ জুড়ায়?

উত্তর : ....

ঘ) মা হাসি মুখে কি সহ্য করেন?

উত্তর : ....

ঙ) মা তার বুকটি কীসের দ্বারা ভরিয়ে তোলেন?

উত্তর : ....

চ) ‘মা’ কবিতাটির কবি কে?

উত্তর: ....

২। **সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :** **১×৩=৩**

ক) কত করি—

(অ) আনন্দ (আ) উৎপাত (ই) দুঃখ (ঈ) কান্না

খ) কত না সোহাগ বুকটি ভরান—

(অ) বাবা (আ) মা (ই) ভাই (ঈ) বোন

গ) হেরিলে মায়ের —

(অ) মুখ (আ) স্নেহ (ই) চরণ (ঈ) হাত

৩। **শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বাক্যটি নির্বাচন করো :** **১×৩=৩**

ক) কত করি আনন্দ

খ) সকল যাতনা ভোলে

গ) হেরিলে মায়ের মুখ।

৪। **শূন্যস্থান পূরণ করো :** **১×৩=৩**

ক) দূরে যাবে সব ————

খ) মায়ের ———— কোলে।

গ) আবদার ————।

৫। **নীচের অনুচ্ছেদগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :** **(প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২)**

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯১—১৯৭৬) বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফকির আহমেদ ও মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। নজরুলের বাল্যনাম দুখু মিঞা। অতি দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৮ বছর বয়সে তিনি বাঙালি রেজিমেন্টে ভর্তি হন এবং সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম ‘মুক্তি’। তিনি ‘নবযুগ’, ‘ধুমকেতু’ ও ‘লাঙল’ নামে তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

১। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

ক) কাজী নজরুল ইসলাম কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

খ) নজরুলের পিতা ও মাতার নাম কি?

উত্তর : ....

....

....

....

গ) নজরুলের সম্পাদিত দুটি পত্রিকার নাম লেখো।

উত্তর : ....

....

....

....

ঘ) নজরুল ইসলামের ছদ্মনাম কি ছিল?

উত্তর : ....

....

....

....

ঙ) নজরুল কত বছর বয়সে বাঙালি রেজিমেন্টে ভর্তি হন এবং কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

....

....

....

সবার আমি ছাত্র

সুনির্মল বসু (১৯০২—১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

উৎস গ্রন্থ ঃ 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটি কবি সুনির্মল বসুর 'আমার ছড়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

মর্মার্থ:

সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও উৎকৃষ্ট প্রকৃত পাঠশালা হল প্রকৃতি। কারণ, প্রকৃতি মানুষকে উদার হতে শেখায়। বায়ু শিক্ষা দেয় কর্মী হবার মন্ত্র। পাহাড় শিক্ষা দেয় মৌন মহান হতে। উন্মুক্ত মাঠ দিল খোলা হতে উপদেশ দেয়। সূর্য তেজস্বী হতে শেখায়; অন্তর রত্নের খনি হতে শেখায় সাগর। নদী বেগবান হবার পাঠদান করে। মাটি শিক্ষা দেয় সহিষ্ণু হতে। পাষাণ শিক্ষা দেয় কর্মে কঠোর হতে। এভাবে প্রকৃতির কাছ থেকেই আমাদের জীবনের মৌলিক বা আলাদা আলাদা ভাবে পাঠ নিতে পারি।

শব্দার্থ লেখো :

আমায় — আমাকে	মন্ত্র—	মহান—
দিল খোলা—	আপন—	শিখায়—
সাগর—	রত্ন—	কঠোর—
বেগে—	কঠোর—	পাষাণ
ঝরণা—	সহজ—	বনানী—
সরসতা বিশ্ব—	মোর—	
সন্দেহ—		
ভিক্ষা—		

ক। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান - ১)**

১) 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটি কোন্ মূল উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর : 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটি 'আমার ছড়া' মূল উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে।

২) 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটি কার লেখা?

উত্তর : ....

৩) সুনির্মল বসু কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

৪) আকাশ কী শিক্ষা দেয়?

উত্তর : ....

৫) কবি কাদের উদার হবার শিক্ষা দিয়েছেন?

উত্তর : ....

৬) কর্মী হবার মন্ত্র কবি কার কাছ থেকে পেয়েছেন?

উত্তর : ....

৭) বায়ুর কাছে আমরা কী পাই?

উত্তর : ....

৮) খোলা মাঠ কী উপাদেশ দেয়?

উত্তর : ....

৯) আপন তেজে জ্বলতে কে মন্ত্রণা দেয়?

উত্তর : ....

১০) সূর্য কী মন্ত্রণা দেয়?

উত্তর : ....

১১) চাঁদ কবিকে কী শিখিয়েছে?

উত্তর : ....

১২) সাগর ইঙ্গিতে কী শেখায়?

উত্তর : ....

১৩) ‘রত্ন আকর’ কথার অর্থ কী?

উত্তর : ....

১৪) আপন বেগে চলতে কে শিক্ষা দেয়?

উত্তর : ....

১৫) ‘হইচই’ গ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর : ....

১৬) “পাষাণ দিল দীক্ষা”—পাষাণ কী দীক্ষা দিল?

উত্তর : ....

১৭) ‘শ্যাম বনানী’ কথার অর্থ কী?

উত্তর : ....

১৮) ‘বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর’—কথাটি কোন্ কবিতার অংশ?

উত্তর : ....

১৯) সরসতা ভিক্ষা কে দিয়েছে?

উত্তর : ....

২০) ‘ছানাবড়া’ গ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর : ....

খ। রচনাধর্মী প্রশ্ন : **(প্রতিটি প্রশ্নের মান — ৫)**

১) ‘পাহাড় শিখায় তাহার সমান **১+১+৩=৫**

হই যেন ভাই মৌন-মহান’

অ) আলোচ্য অংশটি কোন্ কবিতার? আ) কবির নাম কি? ই) তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : অ) আলোচ্য অংশটি ‘সবার আমি ছাত্র’ কবিতার।

আ) কবির নাম সুনির্মল বসু।

ই) তাৎপর্য: পাহাড়-পর্বত যেমন নীরবে সব কিছু সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি আমরাও তারই মত অটল-অচলভাবে জীবনের পথে দাঁড়িয়ে থাকার ও সব কিছু সহ্য করার শিক্ষা পাহাড়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকি। নীরবতা পাহাড়কে মহৎ করেছে। আমরাও যেন তার মত নীরব অথচ মহৎ হতে পারি।

২) ‘শিখছি যে সব কৌতূহলে’

অ) কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) কেন বক্তা কৌতূহল সহকারে সব কিছু শিখছেন? **২+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩) ‘সবার আমি ছাত্র’ কবিতাটি কবি কার কাছ থেকে কী শিক্ষা লাভ করেন? ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৪) “শ্যাম বনানী সরসতা / আমায় দিল ভিক্ষা”

অ) আলোচ্য অংশটি কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) পঙ্‌ক্তিটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো। **২+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৫) “ইঙ্গিতে তার শিখার সাগর / অন্তর হোক রত্ন আকর”

অ) উদ্ধৃতাংশটি কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) কবির মতে, কীভাবে মানুষের অন্তর রত্ন আকরে পরিণত হবে? **২+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৬) ‘সবার আমি ছাত্র’ কবিতাটিতে প্রকৃতির কাছ থেকে কি কি শিক্ষালাভ করেছে শিশু? ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৭) ‘সবার আমি ছাত্র’ কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা কতুটকু? ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৮) ‘সবার আমি ছাত্র’ কবিতাটির মর্মার্থ লেখো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : **(মান — ১)**

ক) চারটি করে সমার্থক শব্দ লেখো:

পাঠশালা — স্কুল,	বিদ্যালয়—	শিক্ষা নিকেতন—
বিদ্যাভবন—	ভাই—	রাত্র—
বন—	বায়ু—	ঝরণা—
পাষাণ—		

খ) নিম্নলিখিত শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করো :

শিক্ষা — পশুপাখি নিজে নিজে শিক্ষা লাভ করলেও মানুষকে শিক্ষা দিতে হয়।

জিনিস : ....

ভিক্ষা : ....

অন্তর : ....

মধুর : ....

মন্ত্রণা : ....

মৌন: ....

সন্দেহ : ....

বনানী : ....

দীক্ষা : ....

রত্ন : ....

ইঙ্গিত : ....

মেদুর : ....

মহান : ....

উদার : ....

গ) নীচের দেওয়া শব্দগুলো কোন্ পদ তা লেখো :

মহান — বিশেষণ	আমি—	পাষাণ—
সহিষ্ণুতা—	বায়ু—	পৃথিবী—
মন্ত্র—	কৌতূহল—	মেদুর—
নতুন—	বিরাট—	আপন—
সাগর—	আমার—	সূর্য—

ঘ) পদ পরিবর্তন করো :

চাঁদ — চাঁদনি	সরসতা—	পৃথিবী—
সন্দেহ—	নতুন—	গান—
কঠোর—	বেগ—	কথা—
চাঁদট—	মন্ত্র—	শিক্ষা—
কৌতূহল—	পাঠ্য—	পাষাণ—
কাজ—	মেদুর—	বায়ু—
উপদেশ—	প্রাণ—	মাটি—
তেজ—	সূর্য—	কর্মী—
মহান—		

ঙ) শুদ্ধ রূপটি লেখো :

মেদুর / মেদূর / মেদুড়

পাটশালা / পাঠসালা / পাঠশালা

দিক্ষা / দীক্ষা / দীখ্‌খা

মন্ত্রনা / মন্ত্রণা / মনত্রনা

পৃথিবি / প্রীথিবী /পৃথিবী

পাসান / পাষাণ / পাষান

ইংগিত / ইঞ্জীত / ইঙ্গিত

চ) **বিপরীত শব্দ লেখো :**

পাহাড়—সমতল	কর্মী—	ছাত্র—
অন্তর—	বিরাট—	সরসতা—
মধুর—	জ্বলতে—	আকাশ—
কাজ—	প্রাণ—	পাষাণ—
হাসতে—	আপন—	পাঠ্য—
নতুন—	সহজ—	মেদুর—
মৌন—	উপদেশ—	উদার—
মহান—	খোলা—	শিক্ষা—

ছ) **লিঙ্গ পরিবর্তন করো:**

ছাত্র - ছাত্রী	নদী—	পাষাণ— ভাই—

জ) **কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো:**

১। এই পৃথিবীর বিরাট **খাতায়**।

উত্তর: অধিকরণ কারকে, 'য়' বিভক্তি।

২। **পাষাণ** দিল দীক্ষা।

উত্তর : ....

৩। আপন **তেজে** জ্বলতে।

উত্তর : ....

৪। খোলা মাঠের **উপদেশে**।

উত্তর : ....

৫। **বায়ুর কাছে** পাইরে।

উত্তর : ....

৬। কর্মী হবার মন্ত্র **আমি**।

উত্তর : ....

৭। আকাশ আমায় **শিক্ষা দিল**।

উত্তর : ....

ঝ) গদ্যরূপ লেখো :

মোর — আমার	তাহার—	কঠোর—
শিক্ষায়—	নাই—	আপন—
বায়ুর—		

ঞ) শূন্যস্থান পূরণ করো :

১। ————— তাহার সহজ —————

২। ঝরণা তাহার সহজ গানে

৩। সূর্য আমায় —————দেয়।

৪। আপন তেজে—————।

৫। এই পৃথিবীর বিরাট ————— ।

৬। ————— যে সব পাতায় পাতায়।

৭। ————— হবার —————আমি

৮। ————— কাছে পাইরে।

৯। —————মাঠের ————— / ————— হই তাইরে।

ট) সঠিক উত্তরে (√) চিহ্ন দাও :

১। শ্যাম বনানী মানুষকে (সরসতা / সজীবতা / বিরূপতা)-র শিক্ষা দেয়।

২। সাগরের অপর নাম (রত্নাকর / দিবাকর / ভাস্কর)।

৩। মানুষ কর্মী হবার মন্ত্র লাভ করে (ঝরণা / আকাশ / বাতাসের) কাছ থেকে।

৪। 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার কবি (সুনির্মল ঘোষ / সুনির্মল কর / সুনির্মল বসু)।

৫। 'আমার ছড়া' কাব্যগ্রন্থের কবিতা হল (মা / বিয়েবাড়ির মজা / সবার আমি ছাত্র)।

ঠ) নীচের পদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে;
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন-মহান

খোলা মাঠের উপদেশে

দিল খোলা হই তাইরে।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়

আপন তেজে জ্বলতে,

১। একটি বাক্যে উত্তর লেখো : **১×৬=৬**

ক) 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটির কবি কে?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

খ) নিজের তেজে জ্বলে ওঠার মন্ত্রণা দিয়েছেন কে?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) মাঠ কবিকে কী উপদেশ দেন?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) মৌন-মহান হওয়ার শিক্ষা কবি কার কাছ থেকে পেয়েছেন?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঙ) বায়ুর কাছ থেকে কবি কীসের মন্ত্র পেয়েছেন?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

চ) কবি কার কাছ থেকে উদার হওয়ার শিক্ষা পেয়েছিল?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২। শুদ্ধ অশুদ্ধ বাক্যটি নির্বার্চন করো : **১ × ৩ = ৩**

ক) আকাশ আমায় জ্ঞান দিলো।

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

খ) সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়।

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

গ) কর্মী হবার দীক্ষা আমি নদীর কাছে পাইরে।

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করো :** **১×৩=৩**

ক) ————— হতে ভাইরে।

খ) ————— শিখায় তাহার সমান।

গ) খোলা মাঠের —————।

৪। **সঠিক উত্তর নিবার্চন করো :** **১×৩=৩**

ক) আকাশ আমায় —

অ) শিক্ষা দিল　　আ) যন্ত্রণা দিল

ই) ভালোবাসা দিল　　ঈ) আর্শীবাদ করল

খ) কর্মী হওয়ার মন্ত্র পাই —

অ) আকাশের কাছে　　আ) সূর্যের কাছে

ই) বায়ুর কাছে　　ঈ) এদের কোনোটিই নয়

গ) সূর্য আমায় —

অ) মন্ত্রণা দেয়　　আ) যন্ত্রণা দেয়

ই) দুঃখ দেয়　　ঈ) 'আ' ও 'ই' ঠিক

৪। **নীচের অনুচ্ছেদগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো : (প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)**

সুনির্মল বসু ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মালখান নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পশুপতি বসু তাঁকে কবিতা রচনায় অনুপ্রেরণা যোগায়। ১৯২০ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি কলকাতায় সেন্ট পলস কলেজে ভর্তি হন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল 'হাওয়ার দোলা', 'ছানাবড়া', 'হইচই', 'হুলস্থূল', 'বীর শিকারি', 'আমার ছড়া' ইত্যাদি।

ক) সুনির্মল বসু কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

খ) সুনির্মল বসুর পিতার নাম কি এবং তার কর্মস্থল কোথায়?

উত্তর : ....

....

....

....

....

গ) কবি কীসের দ্বারা অনুপ্রেরণা পেয়ে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ?

উত্তর : ....

....

....

....

ঘ) সুনির্মল বসু কবে, কোথা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন?

উত্তর : ....

....

....

....

....

ঙ) সুনির্মল বসু লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর : ....

....

....

....

....

খোকার আকাঙ্ক্ষা

জসীমউদ্দীন (১৯০৪—১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে)

উৎস গ্রন্থ ঃ কবি জসীমউদ্দীন রচিত 'খোকার আকাঙ্ক্ষা' কবিতাটি তাঁর বিখ্যাত 'হাসু' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

মর্মার্থ:

'খোকার আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় বর্ণিত খোকা বড়ো বাড়ি বানানোর জন্য, গাড়ি ঘোড়ায় চড়ার জন্য বা ধনী হওয়ার জন্য লেখাপড়া শিখবে না। সে দেখেছে, রায়বাবুদের আকাশচুম্বি বাড়ির দেয়াল দরিদ্র মানুষের বাড়িতে বায়ুপ্রবাহকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। দুঃখীর কান্না তাদের কানে পৌঁছায় না। তাই খোকা লেখাপড়া শিখবে কিন্তু গাড়ি কিনবে না, আকাশ ছোঁয়া বাড়ি বানাবে না। সে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে, সুখে-দুঃখে সকলের সহমর্মী হবে, নিজের খাবার বিলিয়ে দেবে অনাহারীর মুখে, নিজের সমস্ত সম্পদ সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে সকলের নিকট আত্মীয় হয়ে উঠবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব থাকবে না তার কাছে। সবার বাড়ি যেন তার কাছে এক হয়ে যাবে। এটাই খোকার আকাঙ্ক্ষা।

শব্দার্থ লেখো :

চড়ব — আরোহণ করব।	পড়ব—	মস্ত—
ধনী—	মোদের—	বাসা—
ধারে—	বাড়ি—	দোরে—
রবির—	বেঁধে সুখে—	শুনতে—
কিনব—	গড়া—	ছোঁয়া—
সনে গাছের তলে—	ঘর—	প্রদীপ—
সবে—	সুর—	রইবে—
আকাঙ্ক্ষা—	সুখে—	

ক। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : **(মান — ১)**

১) 'পল্লি কবি' নামে কে পরিচিত?

উত্তর: জসীমউদ্দীন 'পল্লিকবি' নামে পরিচিত।

২) ‘খোকার আকাঙ্ক্ষা’ কবিতাটি কোন্ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর : ....

৩) খোকা কার কাছ থেকে তার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে?

উত্তর : ....

৪) খোকা কীসের জন্য বই পড়বে না?

উত্তর : ....

৫) রায় বাবুদের বাড়ি কোথায়?

উত্তর : ....

৬) সবার বাড়ির সুর কিসে বাজবে?

উত্তর : ....

৭) “আলোক দিবে সবে”—কোন্ কবিতার লাইন?

উত্তর : ....

৮) ‘হাসু’ কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর : ....

৯) জসীমউদ্দীন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

১০) রায়বাবু কে?

উত্তর : ....

১১) “ফেলবে আকাশ ফাড়ি”—কে আকাশ বিদীর্ণ করবে?

উত্তর : ....

১২) কার ঘরে বাতাস আসে না?

উত্তর : ....

১৩) রায়বাবুদের বাড়ি কিসে ঘেরা?

উত্তর : ....

১৪) ‘সোজন বেদিয়ার ঘাট’ কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর : ....

১৫) ‘উচ্চ তাহার চুড়ো যেন’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : ....

১৬) খোকা কেমন বাড়ি গড়বে না?

উত্তর : ....

১৭) ‘দুখীর বেদন-ধারা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : ....

১৮) কারা দুখীর বেদন-ধারা শুনতে পান না?

উত্তর : ....

১৯) খোকার ঘরে কারা মিলে-মিশে থাকবে?

উত্তর : ....

২০) ‘নকশি কাঁথার মাঠ’ কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর : ....

খ। রচনাধর্মী প্রশ্ন : **(মান —৫)**

ক) “সবার সাথে মিশব বলে থাকব সবার মনে।”

অ) কোন্ কবির, কোন্ কবিতার পঙক্তি?

আ) কার, কেন এই বাসনা, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। **২+৩**

উত্তর : অ) মানবতাবাদী কবি জসীমউদ্দীনের ‘খোকার আকাঙ্ক্ষা’ নামক কবিতার পঙ্ক্তি।

আ) কবিতায় উল্লিখিত খোকা লেখাপড়া শিখে মস্ত ধনী হতে চায় না। সে চায় সত্যিকারের মানুষ হতে। খোকার শিক্ষা হবে বিনয়ের শিক্ষা, মানবতার শিক্ষা। যে শিক্ষা খোকার কাছে কাম্য নয়। সে শিক্ষিত হয়ে গাড়ি কিনতে চায় না। আকাশ ছোঁয়া বাড়িরও সে পক্ষপাতি নয়। লেখা পড়া শিখে খোকা সবার সাথে মিশতে চায়, সবার সাথে থাকতে চায়। প্রকৃত মানুষ হয়ে খোকা সাধারণ মানুষের সমাজে সকলের সাথে মিলে মিশে বাস করতে চায়।

খ) “আমার বাড়ি বাজবে বাঁশি সবার বাড়ি সুর।”

অ) কবি ও কবিতার নাম লিখ।

আ) উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। **২+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) ‘খোকার আকাঙ্ক্ষা’ কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) “কী হবে আর আমি যদি মস্ত ধনী হই।”

অ) কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) উদ্ধৃতাংশটি মর্মার্থ বুঝিয়ে দাও। ২+৩

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঙ) “শুনতে না পায় মোদের মতো দুখীর বেদন-ধারা।” ২+৩=৫

অ) কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করা হয়েছে?

আ) কারা কেন দুখীর বেদন-ধারা শুনতে পায় না?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

চ) 'খোকার আকাঙ্ক্ষা' কবিতাটির মূলভাব নিজের ভাষায় লেখো। ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : **(মান — ১)**

ক) পদ পরিবর্তন করো :

গাড়ি — গাড়োয়ান।	ধনী—	সুখ—
লেখা—	মাটি—	বেদন—
উচ্চ—	ফুল—	মুখ—
বাতাস—	ঘর—	আলো—
আকাঙ্ক্ষা—	আকাশ—	প্রদীপ—

খ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো :

বাবু — ভৃত্য	বোন—	ভাই—
মা—		

গ) বিপরীত শব্দ লেখো :

চড়ব — নামব	অনাহারী—	আলোক—
তলে—	সুখে—	আড়ালে—
উচ্চ—	ধনী—	দূর—
হাসে—	নিজের—	সবার—
বেঁধে—	আকাশ—	ধারে—
মস্ত—	সুর—	আলোক—
হাসব—		কিনব—

ঘ) নিম্নলিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো :

বাড়ি — নিজের বাড়ি থাকার মজাই আলাদা।

মাটির প্রদীপ: ....

বাগিচা: ....

সুর : ....

খাবার : ....

ভাই-বোনে : ....

দুঃখী : ....

পাঁচিল : ....

আড়ালে : ....

মস্ত : ....

গাড়ি : ....

ঙ) শুদ্ধ রূপটি লেখো :

পাঁচীল / পাঁচিল / পাচিল

ফারি / ফাঁড়ি /ফাড়ি

আঢ়াল / আরাল / আড়াল

মস্ত / মস্থ / মস্তো

ধ্বনি / ধ্বনি / ধনী

বাশি / বাষি / বাঁশি

প্রদিপ / প্রদীপ / প্রদীফ

বাঘিচা/ বাগিছা / বাগিচা

মিসর / মিষব / মিশব

আকাস / আকাশ / আকাষ

চ) নীচের শব্দগুলি কোন্‌টি কোন্ পদ লেখো :

সকল — সর্বনাম	বড়ো—	মাটি—
বাগিচা—	আলো—	উচ্চ—
বাতাস—	ঘোড়া—	বাঁশি—
ফুল—	মোদের—	ধনী—
বেদন—	প্রদীপ—	গাছ—

ছ) সমার্থক শব্দ লেখো :

ধনী— ধনবান,	বিত্তবান—	বড়োলোক—
মুখ—	ঘর—	রবি—
মা—	ভাই—	বোন—
গাছ—	বাতাস—	মস্ত—
আকাশ—	ঘোড়া—	

জ) কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :

১। লেখাপড়া শিখব <u>মাগো</u>।

উত্তর: সম্বোধন পদে ‘শূণ্য’ বিভক্তি।

২। আকাশ-ছোঁয়া <u>বাড়ি</u>।

উত্তর : ....

৩। সুখে আছেন <u>তাঁরা</u>।

উত্তর : ....

৪। <u>ফুল</u> সকলের হবে।

উত্তর : ....

৫। <u>সবার</u> সাথে মিশব।

উত্তর : ....

৬। <u>ঘরে</u> বাতাস নাহি আসে।

উত্তর : ....

৭। ফেলবে **আকাশ** ফাড়ি।

উত্তর : ....

৮। আমি যদি মস্ত ধনী হই।

উত্তর : ....

ঝ) শূন্যস্থান পূরণ করো :

১) ———— ঘোড়ায় চড়ব বলে পড়ব না মা বই।

উত্তর : গাড়ি ঘোড়ার চড়ব বলে পড়ব না মা বই।

২) এই তো মোদের বাসার ধারে ———— বাবুদের বাড়ি।

৩) মোদের দোরে রবির আলো কখন নাহি————।

৪) চার ধারেতে ————বেঁধে সুখে আছেন তাঁরা।

৫) সবার সাথে মিশব বলে থাকব সবার ————।

৬) ———— শিখব মাগো, কিনব না ————।

৭) ———— তলে ঘর বাঁধিয়া মিলব যে ভাই-বোনে।

৪। নীচের গদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

লেখাপড়া শিখব মাগো, কিনব নাকো গাড়ি,
গড়ব নাকো মস্ত বড়ো আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি
সবার সাথে মিশব বলে থাকব সবার সনে,
গাছের তলে ঘর বাঁধিয়া মিলব যে ভাই-বোনে।
সবার সুখে হাসব আমি কাঁদব সবার দুখে।
নিজের খাবার বিলিয়ে দেব অনাহারীর মুখে।
আমার বাড়ির ফুল-বাগিচা, ফুল সকলের হবে,
আমার ঘরে মাটির প্রদীপ আলোক দিবে সবে।

ক। একটি বাক্যে উত্তর লেখো : **১×৬=৬**

১) নিজের খাবার কাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে?

উত্তর : ....

....

....

....

২) খোকা সবার সুখে ও দুঃখে কী করবে?

উত্তর : ....

৩) ভাই-বোনে মিলেমিশে কোথায় ঘর বেঁধে থাকবে?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৪) কে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চেয়েছে?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৫) খোকা কী তৈরি করবে না-বলে জানায়?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৬) খোকা লেখাপড়া শেখার কথা কার কাছে বলে?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

খ। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : **১×৩=৩**

১) লেখাপড়া শিখব মাগো, কিনব নাকো—

(অ) বাড়ি (আ) ঘোড়া (ই) গাড়ি (ঈ) হাতি

২) গাছের তলে ঘর বাঁধিয়া মিলব যে —

(অ) ছেলে-মেয়ে (আ) ভাই-বোন (ই) দাদু-দিদা (ঈ) বাবা-মায়ে

৩) আমার ঘরে —

(অ) মাটির প্রদীপ (আ) কেরোসিনের প্রদীপ (ই) বিদ্যুতের প্রদীপ (ঈ) এদের কোনটিই নয়।

গ। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বাক্যটি নির্বাচন করো : **১×৩=৩**

১) গাছের তলে ঘর বাঁধিয়া মিলব যে ভাই-বোনে।

উত্তর : ....

২) আমার বাড়ির চা-বাগিচা, ফুল সকলের হবে।

উত্তর : ....

৩) সবার সুখে কাঁদব আমি হাসব সবার দুখে।

উত্তর : ....

ঘ। শূন্যস্থান পূরণ করো : **১×৩=৩**

১) আমার বাড়ির ফুল-বাগিচা ———————— সকলের হবে।

২) নিজের খাবার বিলিয়ে দেব ———————— মুখে।

৩) সবার সাথে মিশব বলে থাকব সবাব————————।

৫। নীচের অনুচ্ছেদগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : **(প্রতিটি প্রশ্নের মান- ২)**

পল্লিকবি জসীমউদ্দীন জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে, ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি। তাঁর পড়াশোনা ফরিদপুর ও কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৪ সালে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগে কাজে যোগ দেন। পল্লিবাংলার সরল অকৃত্রিম জীবন ও পল্লিপ্রকৃতিই ছিল তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘নকশি কাঁথার মাঠ’, ‘সোজন বেদিয়ার ঘাট’, ‘হাসু’ প্রভৃতি। কবি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ‘একুশে পদক’; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭৬ সালে ১৪ মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়।

ক) পল্লিকবি কবে, কোথায়, জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

....

....

....

....

খ) কত সালে, কোন্ সরকারের প্রচার বিভাগে জসীমউদ্দীন যোগ দেন?

উত্তর : ....

....

....

....

....

গ) জসীমউদ্দীনের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর : ....

....

....

....

....

ঘ) জসীমউদ্দীনের কোন্ কোন্ উপাধিতে ভূষিত হন।

উত্তর : ....

....

....

....

....

ঙ) জসীমউদ্দীনের প্রয়াণ কবে?

উত্তর : ....

....

....

....

....

বিয়েবাড়ির মজা

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬—১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

উৎস গ্রন্থ ঃ কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'বিয়ে বাড়ির মজা' কবিতাটি তাঁর 'মিঠে কড়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

মর্মার্থ :

'বিয়েবাড়ির মজা' কবিতায় কবি একটি বিয়ে বাড়িকে ঘিরে অনেক রকম কান্ডকারখানা এবং আনন্দের কথা উল্লেখ করেছেন। চারিদিকে হরেক রকম খাদ্যের গন্ধ, সঙ্গে সানাইয়ের করুণ মূর্চ্ছনা। চারিধারে আলোর রোশনাই আর সকলের মিলিত হৈ-চৈ তে বিয়ে বাড়ি মুখরিত। বাড়ির ভিতরে কনে সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত আর বাইরে ক্রমশঃ অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড়। লোকজনকে আপ্যায়নের দায়িত্বে স্বয়ং কন্যার পিতা। লোকজনদের তিনি বিনয়ের সঙ্গে জানান যে, অতি অল্প কিছু খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করেছেন। তা গ্রহণ করে সকলে যে বাধিত করেন। এদিকে বরের আগমন প্রতীক্ষায় বেশ অনেকটা সময় ব্যয় হয়ে যায়। শাঁখ হাতে সকলেই প্রস্তুত তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্য। কেউ কেউ আবার বরকে জব্দ করা যায় কীভাবে, সেই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে ব্যস্ত। গাড়ি আসছে দেখে সবাই ছুটে পথের মোড়ে গিয়ে হাজির হল। কিন্তু আদৌ বর আসেনি, বরের বদলে পুলিশ এসেছে। দুর্ভিক্ষের সময় অযথা অর্থ ব্যয় করে এক হাজার মানুষকে খাওয়ানোর আয়োজন করে কন্যার পিতা যে অপরাধ করেছিলেন সেই অপরাধে তাঁকে জেলেও যেতে হয়। শুধু দূর থেকে কাঙালির দল এ দৃশ্য দেখে হাসতে থাকে।

শব্দার্থ :

মজা—আনন্দ	সানাই—	নানান—
বাদ্য—	চেঁচামেচি—	বাসরঘর—
দৃষ্টি—	ভাবছে—	মোড়ে—
শব্দ—	হুলুধ্বনি—	মেতে—
সাজসজ্জা—	হঠাৎ—	চেঁচিয়ে—
পালা—	পাগড়ি—	ঘেমে—
ক্ষুদ্র আয়োজন—	থানা—	গোলমাল—
জড়ো—		

ক। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো: (মান —১)

১। সুকান্ত ভট্টাচার্য্য কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : সুকান্ত ভট্টাচার্য্য ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কালীঘাটে তাঁর দাদামশাইয়ের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

২। 'বিয়ে বাড়ির মজা' কবিতাটি কোন্ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর : ....

৩। 'বিয়ে বাড়ির মজা' কবিতাটির কবির নাম কি?

উত্তর : ....

৪। বিয়ে বাড়িতে কী বাজছিল?

উত্তর : ....

৫। "খুশি সবাই"—কীসে সবাই খুশী?

উত্তর : ....

৬। "আসুন, আসুন—বসুন সবাই"—কে, কাদের এই আহ্বান জানিয়ে ছিলেন?

উত্তর : ....

৭। "তাই সকলে ব্যস্ত"—সকাল ব্যস্ত কেন?

উত্তর : ....

৮। "তৈরি সবাই"—সবাই কীসের জন্য তৈরি?

উত্তর : ....

৯। হাতে কী নিয়ে সবাই প্রস্তুত?

উত্তর : ....

১০। সবাই কী ভাবছিল?

উত্তর : ....

১১। 'হঠাৎ পাওয়া গেল"—কী পাওয়া গেল?

উত্তর : ....

১২। পুলিশের কথায় কর্তা কী করলেন?

উত্তর : ....

১৩। 'চোখেতে জল আসে'—কার চোখে কেন জল এসেছিল?

উত্তর : ....

১৪। গেটের পাশে কারা দাঁড়িয়েছিল?

উত্তর: ....

১৫। গৃহকর্তাকে কোথায় যেতে হবে?

উত্তর : ....

১৬। 'অভিযান' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর : ....

২। রচনাধর্মী প্রশ্ন : **(মান - ৫)**

ক) "আলোয় আলোয় খুশি সবাই কান্নাকাটি বন্ধ"

অ) কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ?

আ) কেন সবাই কান্নাকাটি ভুলেছে? **২+৩=৫**

উত্তর: অ) 'বিয়ে বাড়ির মজা' শীর্ষক কবিতার অংশ। রচয়িতা সুকান্ত ভট্টাচার্য্য।

আ) বিয়ে বাড়িতে আনন্দেই সবাই মশগুল। সেখানে দুঃখ-কান্না ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পূর্ণ অবাস্তব। তাই আলোচ্য কবিতায় বিয়ে বাড়িতে সকলে খুশিমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। ব্যাপারটি যথেষ্ট সঙ্গত। বিয়ে হল এমন একটি বিষয়, যা সকলকে একত্রে আনন্দ করতে আগ্রহী করে তোলে। তাই এই বিয়ে বাড়িতেও সকলে আনন্দ করতে ব্যস্ত। তাই সবাই কান্নাকাটি ভুলেছে।

খ) "যৎসামান্য এই আয়োজন আপনাদেরই জন্য"—ব্যাখ্যা করো। **৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) 'বিয়ে বাড়ির মজা' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। **৫**

উত্তর : ....

....

ঘ) "সময় চলে যাচ্ছে বলে মনটা করে খুঁতখুঁত।"— কেন, কাদের মন খুঁতখুঁত করছে? ৫

উত্তর :

ঙ) "কর্তা হলেন কাঁদো-কাঁদো চোখেতে জল আসে,

গেটের পাশে জড়ো হওয়া কাঙালিরা হাসে।"

১+২+২=৫

১) অংশটি কোন্ কবিতার এবং এর রচয়িতা কে?

২) কর্তার চোখে জল কেন?

৩) 'কাঙালিরা হাসছে' কেন?

উত্তর :

চ) ‘বিয়েবাড়ির মজা’ কবিতাটির মূলভাব নিজের ভাষায় লেখো। ৫

উত্তর : ....

ছ) “হঠাৎ পাওয়া গেল পথের মোড়ে গাড়ির শব্দ;”

১) গাড়ির শব্দ পাওয়ার সঙ্গো সঙ্গো বিয়ে বাড়ির অবস্থা কেমন হয়েছিল?

২) সবাই পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল কেন? **২+৩=৫**

উত্তর : ....

গ। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : **(প্রতিটি প্রশ্নের মান — ১)**

ক) বিপরীত শব্দ লেখো :

জল—স্থল কানা— সামান্য—

শব্দ—	উৎফুল্ল—	নেমে—
সময়—	ক্ষুদ্র—	ব্যস্ত—
জোর—	খাদ্য—	হাসে—
আসছে—	আজ—	ধন্য—
গোলমাল—	গন্ধ—	আনন্দ—

খ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো :

কাঙালি—কাঙালিনী	পুলিশ—	কনে—
কর্তা —		

গ) পদ পরিবর্তন করো :

জল—জলীয়	উৎফুল্ল—	নষ্ট—
উৎসুক—	ঘাস—	পুলিশ—
শব্দ—	প্রস্তুত—	মিষ্টি—
রকম—	মাংস—	ব্যস্ত—
কাল—	ফুল—	মন—
জন—	লাল—	শাঁখ—

ঘ) নিম্নলিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো :

শব্দ— বিকট শব্দ কানের পক্ষে পীড়াদায়ক।

ধন্য : ....

শাঁখ : ....

থানা : ....

সময় : ....

উৎফুল্ল : ....

খুশি : ....

খাদ্য : ....

গোলমাল : ....

প্রস্তুত : ....

ব্যস্ত : ....

হাজার : ....

হুলুধ্বনি : ....

যৎসামান্য : ....

সানাই : ....

পুলিশ : ....

কাটলেট : ....

ঙ) শুদ্ধরূপটি লেখো :

ব্যাস্ত / ব্যস্থ / ব্যস্ত

হুলুধনী / হূলুধ্বনি / হুহু ধ্বনি

জব্ধ / জব্দ / যব্দ

প্রস্তূত / প্রস্তুত / প্রশতুত

শাখ / শাঁক / শাঁখ

পাগরী / পাগড়ি / পাঘড়ী

সাজশয্যা / সাঝসজ্জা / সাজসজ্জা

আয়োজন / আয়জন / আয়জোন

কর্তা / কর্ত্তা / করতা

যৎসামান্য / যতসামান্য / জতসামান্য

চ) গদ্যরূপ লেখো :

গোলমালে — গোলমাল করে।	সকলের—	এগিয়ে নিতে—
হলাম—	সাজছে—	কেমন করে—

ছ) সঠিক উত্তরে (√) চিহ্ন দাও :

১। আনন্দে সকলের (বুক / মন / প্রাণ) নাচছিল।

২। গৃহকর্তার বিপদ দেখে হাসছিল (বাঙালিরা / কাঙালিরা /বরযাত্রীরা)।

৩। বিয়েতে আয়োজন করা হয়েছিল করা হয়েছিল (নয়শো / হাজার / পাঁচশো) জনের।

৪। কনে সাজ গোজ করছিল (বারান্দায় / বাসর ঘরে / পিঁড়িতে)।

৫। বিয়ে বাড়িতে (কাঁসর / ঢাক / সানাই) বাজছিল।

জ) শূন্যস্থান পূরণ করো :

১। বিয়ে বাড়িতে বাজছে সানাই, বাজছে নানান —————।

উত্তর: বিয়ে বাড়িতে বাজছে সানাই, বাজছে নানান বাদ্য।

২। লোকজনকে আসতে দেখে —————— মুখ খুললঃ।

৩। ——————এই আয়োজন আপনাদের জন্য;

৪। ——————ধ্বনি উঠল মেতে, শাঁখ বাজল জোরে।

৫। —————— জন কোথায়?

ঝ) অন্ত্য মিল যুক্ত শব্দ বসাও :

মালা — পালা	মিষ্টি—	ধন্য—
নেমে—	জব্দ—	গন্ধ—
বাদ্য—	আসে—	কালে—

ঞ) সমার্থক শব্দ লেখো :

পথ — রাস্তা,	সরণী—	সড়ক—
মার্গ—	দুর্ভিক্ষ—	প্রসূন—
বাদ্য—	ফুল—	কাঙালি—
বাড়ি —		

ট) পদ নির্ণয় করো :

শাঁখ — বিশেষ্য	খাদ্য—	বর—
উৎফুল্ল—	বাদ্য—	কর্তা—

ঠ) কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :

১। কাঙালিরা হাসে।

উত্তর : কর্তৃকারকে 'রা' বিভক্তি।

২। কোথায় বরের সাজসজ্জা?

উত্তর : ....

৩। বিয়ে বাড়িতে বাজছে

উত্তর : ....

৪। লোকজনকে আসতে দেখে।

উত্তর : ....

৫। হঠাৎ পাওয়া গেল পথের মোড়ে।

উত্তর : ....

৬। কর্তা হলেন কাঁদো-কাঁদো।

উত্তর : ....

৭। চোখেতে জল আসে।

উত্তর : ....

৮। পুলিশ আসছে নেমে।

উত্তর : ....

৯। বর আসেনি।

উত্তর : ....

১০। বাজছে নানান বাদ্য।

উত্তর : ....

৪। পদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

হঠাৎ পাওয়া গেল পথের মোড়ে গাড়ির শব্দ;
হুলুধ্বনি উঠল মেতে, শাঁখ বাজল জোরে,
বরকে সবাই এগিয়ে নিতে গেল পথের মোড়ে,
কোথায় বরের সাজ সজ্জা? কোথায় ফুলের মালা?
সবাই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, পালা, পালা, পালা।
বর নয়কো, লাল পাগড়ি পুলিশ আসছে নেমে!
বিয়েবাড়ির লোকগুলো সব হঠাৎ উঠল ঘেমে,
বললে পুলিশঃ এই কি কর্তা, ক্ষুদ্র আয়োজন?
পঞ্চাশজন কোথায়? এ যে দেখছি হাজার জন।
এমনি করে চাল নষ্ট দুর্ভিক্ষের কালে?

ক) একটি বাক্য উত্তর লেখো: (প্রতিটি প্রশ্নের মান — ১) **১×৬=৬**

১। বিয়ে বাড়িতে কতজন লোক নিমন্ত্রিত ছিল?

উত্তর : ....

২। কারা ঘেমে উঠেছিল?

উত্তর : ....

৩। পুলিশরা কী রঙের পাগড়ি পড়েছিল?

উত্তর : ....

৪। সবাই কেন চেঁচিয়ে উঠল?

উত্তর : ....

৫। কাকে আনার উদ্দেশ্যে সকলে পথের মোড়ে গেল?

উত্তর : ....

৬। কোথায় গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল?

উত্তর : ....

খ) সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : **১×৩=৩**

১। বিয়ে বাড়ির লোকগুলো সব হঠাৎ উঠল—

(অ) ঘেমে (আ) চিৎকার করে (ই) কেঁদে (ঈ) হেসে

২। বরকে সবাই এগিয়ে নিতে গেল—

(অ) ঘরের দরজায় সামনে আ) বাড়ির ফটকে (ই) পথের মোড়ে

(ঈ) রাস্তায়

৩। হঠাৎ পাওয়া গেল পথের মোড়ে —

(অ) চিৎকার (আ) গাড়ির শব্দ (ই) ছেলের কান্না

(ঈ) মেয়ের কান্না

গ) শূন্যস্থান পূরণ করো : **১×৩=৩**

১। —————— জন কোথায়?

২। কোথায় —————— সাজ সজ্জা?

৩। লাল পাগড়ি —————— আসছে নেমে!

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করো : **১×৩=৩**

১। বিয়ে বাড়িতে লোকগুলো সব হঠাৎ উঠল নেচে।

উত্তর :..

২। বর নয়কো সবুজ পাগড়ি পুলিশ আসছে নেমে।

উত্তর : ....

৩। এমনি করে চাল নষ্ট দুর্ভিক্ষের কালে?

উত্তর : ....

৫। নীচের অনুচ্ছেদগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : **(প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)**

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬—১৯৪৭) কলকাতার কালীঘাটে তাঁর দাদা মশাইয়ের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মাতা সুনীতি দেবী। তাঁর বয়স যখন ন'বছর তখন প্রচুর লিখে আত্মীয় স্বজনদের কাছে কবিখ্যাতি লাভ করেন। 'কিশোর বাহিনী' নামে তাঁর একটা কিশোর সংগঠন ছিল। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো হল—'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস', 'মিঠে কড়া', তাঁর রচিত নাটক সংকলনগুলো হল—'হরতাল', 'গীতিগুচ্ছ', 'গানের সংকলন' প্রভৃতি।

১। কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

....

....

....

....

২। সুকান্ত ভট্টাচার্যের পিতা ও মাতার নাম কি?

উত্তর : ....

....

....

....

....

৩। কত বছর বয়সে কি লিখে আত্মীয়দের কাছ থেকে কবিখ্যাতি লাভ করেন?

উত্তর : ....

....

....

....

৪। সুকান্তের রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর : ....

....

....

....

....

৫। সুকান্তের রচিত দুটি নাটক সংকলনের নাম লেখো।

উত্তর : ....

....

....

....

....

পথের গল্প

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী (১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ)

উৎস গ্রন্থ ঃ বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর 'পথের গল্প' ছড়াটি তাঁর 'নির্বাচিত ছড়া' মূলগ্রন্থের অন্তর্গত।

মর্মার্থ :

শহরাঞ্চলে পথ চলার ক্ষেত্রে কিছু অনিয়মের কথা বলা হয়েছে 'পথের গল্প' কবিতায়। কবি বলেছেন, শহরে মানুষের ভিড়ের সঙ্গো যানবাহনও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। শহরের হাটও বাজারে মানুষ এবং ট্যাক্সি সবই যেন সর্বদা ছুটে চলেছে। মোটর সাইকেলে দু-তিন আরোহী চলেছে হেলমেট ছাড়াই, যা দেখে বয়স্ক দাদুস্থানীয় ব্যক্তি তার মনের ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারেননি। শহরে গাড়ি চলাচলের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেটি না-মেনে চলার ফলে একটি গাড়ি গাছের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে দুজন নিহত এবং চারজন হাত-পা ভেঙ্গে সারা জীবনের জন্য পঞ্জু হয়ে পড়ে। তাই কবির সতর্কবাণী—গাড়ি চালাতে হবে মনোযোগ সহকারে। তা না-হলে ভুলের মাশুল দিতে হবে জীবন দিয়ে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় বলেছিলেন, রাস্তার সেইপথ অনেক দুঃখ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে নীরবে দিন কাটাচ্ছে। আমরা যদি সচেতনভাবে পথ চলি, তাহলে দুর্ঘটনা ছাড়াই সুখে দিন অতিবাহিত করতে পারব।

শব্দার্থ লেখো : **(মান — ১)**

বাড়ছে — বৃদ্ধি পাচ্ছে।	শহর—	ভিড়—
বহর—	হাট—	ছুটছে—
ট্যাক্সি—	মোটর—	সাঁই সাঁই—
ভিরমি—	পিঠে—	শিরে—
চালক—	ধাক্কা—	পঙ্গু—

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ **(প্রতিটি প্রশ্নের মান — ১)**

ক) 'পথের গল্প' কবিতাটি কোন্ মূল কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর: 'পথের গল্প' কবিতাটি 'নির্বাচিত ছড়া' নামক মূল কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

খ) শহরে কীসের বহর বাড়ছে?

উত্তর : ....

গ) বাইক কীভাবে ছুটছে?

উত্তর : ....

ঘ) 'একের পিঠে তিন চলেছে'—কথাটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : ....

ঙ) চালকরা কেমন?

উত্তর : ....

চ) 'রাবণরাজা' কার লেখা?

উত্তর : ....

ছ) দাদু রেগে কী বলেন?

উত্তর : ....

জ) কীসের নিয়ম রয়েছে?

উত্তর : ....

ঝ) গাড়ি কোথায় ধাক্কা খেল?

উত্তর : ....

ঞ) শান্ত মনে গাড়ি না চালালে কী হবে?

উত্তর : ....

ট) 'আমার ছড়া তোমার ছবি'—কার লেখা?

উত্তর : ....

ঠ) দু'দিক দেখে কী পার হতে হবে?

উত্তর : ....

ড) 'প্রতিদিন রবীন্দ্রনাথ' কার লেখা?

উত্তর : ....

ঢ) কে নীরবে দুঃখ-ব্যথা বুকে জমিয়ে রাখে?

উত্তর : ....

ণ) বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর জন্ম কবে হয়েছিল?

উত্তর : ....

২। রচনাধর্মী প্রশ্ন : **(মান — ৫)**

ক) "একের পিঠে তিন চলেছে হেলমেটও নেই শিরে।"

অ) কার লেখা ?

আ) কোন্ কবিতার অংশ ?

ই) উদ্ধৃতিটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো। **১+১+৩ =৫**

উত্তর : অ) বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা।

আ) 'পথের গল্প' নামক কবিতার অংশ।

ই) শহরে মানুষ, বাইক, ট্যাক্সি, মোটর সব কিছুরই প্রচন্ড ভিড়। সবার জন্যই পথ চলার নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি রয়েছে। কিন্তু ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু বাইক চালক সমস্ত নিয়ম-নীতি ভেঙে সাঁই সাঁই করে বাইক চালিয়ে যাচ্ছে। এক বাইকের উপর আরোহী হচ্ছে তিনজন। নিয়ম না মেনে হেলমেট বিহীন অবস্থায় বাইক চালিয়ে যাচ্ছে প্রচন্ড গতিতে। এর ফলে যে কোন মুহূর্তে যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

খ) 'পথের গল্প' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) "আমরা যদি হই সচেতন থাকব পরম সুখে।"

অ) কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ ?

আ) উদ্ধৃতিটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও। **২+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) 'পথের গল্প' কবিতাটির মূলভাব নিজের ভাষায় লেখো। ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঙ) "এদিক ওদিক দু'দিকে দেখে রাস্তা হবি পার।"— লাইনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৫

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

চ) "সারা জীবন পঙ্গু হয়ে রইল গোটা চার।"

অ) কোন্ কবিতার অংশ, কবির নাম কি?

আ) সারা জীবনের জন্য চারজন পঙ্গু হয়ে রইলো কেন? **২+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ছ) "দেখ না কেমন এঁকে বেঁকে যায় সে ঝড়ের বেগে।"

অ) কে, কাকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করেছে?

আ) এরূপ উক্তি করার কারণ কী বুঝিয়ে দাও? **২+৩=৫**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : **(মান —১)**

ক) বিপরীত শব্দ লেখো :

ভুল — শুদ্ধ	এক—	যেতে—
উল্টা—	বেঁকে—	এঁকে—
ভিড়—	এদিক—	সুখে—
সচেতন—	আমরা—	দুঃখ—
নীরব—	সেদিন—	মরলো—
নিয়ম—	শিরে—	পিঠে—
বাড়ছে—	পথের—	

খ) পদ নির্ণয় করো :

সচেতন — বিশেষণ	ভুল—	শান্ত—
চালক—	ছবি—	নিয়ম—
হাড়—	গাড়ি—	ঝড়—
বাজার—	শহর—	পঙ্গু—

গ) পদ পরিবর্তন করো :

শান্ত — শান্তি	ব্যথা—	সচেতন—
গাড়ি—	হাট—	মানুষ—
নিয়ম—	মন—	জীবন—
দুঃখ—	পথ—	বেগ—

ঘ) বাক্য রচনা করো :

সচেতন—সচেতন না হয়ে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

দুঃখ : ....

ব্যথা : ....

হাড় : ....

নিয়ম : ....

এঁকে বেঁকে : ....

হেলমেট : ....

ছবি : ....

শহর : ....

বাড়ছে : ....

রোগ : ....

ঙ) **শুদ্ধ রূপটি লেখো :**

নীরব / নিরব / নীঃরব

বেথা / ব্যাথা / ব্যথা

সচেতন / শচেতন / ষচেতন

ধাক্কা / ধাক্কা / ধাক্যা

পাযে / পাশে / পাসে

হ্যালমেট / হেলম্যাট / হেলমেট

টেক্সি / ট্যাক্সি / টাস্কি

ভিড় / ভির / ভীড়

ভিরমি / ভীরমি / ভিমরি

পংগু / পঙ্গু / পঙ্গো

চ) **কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :**

১। আমরা যদি হই সচেতন।

উত্তর : কর্তৃকারকে ‘শূন্য’ বিভক্তি।

২। জমিয়ে রাখে বুকে।

উত্তর : ....

৩। বলেন সেদিন স্যার।

উত্তর : ....

৪। ভুলের মাশুল গুণবে সারাক্ষণ।

উত্তর : ....

৫। হেলমেটও নেই শিরে।

উত্তর : ....

৬। হাট-বাজারে ছুটছে মানুষ।

উত্তর: ....

ছ) সমার্থক শব্দ লেখো :

পঙ্গু — বিকলাঙ্গ	খোড়া—	বিকৃত অঙ্গ—
নীরব—	বুক—	রাগ—
হাড়—	ঝড়—	মানুষ—
ব্যথা—	স্কুল—	সুখ—
মন—	ভুল—	দুঃখ—
রাস্তা—	শির—	

জ) শূন্যস্থান পূরণ করো:

১। বাড়ছে শহর ভিড়ের ———————— দুইপাশে দুই ছবি।

উত্তর: বাড়ছে শহর ভিড়ের বহর দুইপাশে দুই ছবি।

২। বাইক সাঁই সাঁই ———————— যে খাই বাপরে সে কী ভিড়ে।

৩। কোথায় কেমন চলবে নিয়ম ———————— সে তো আছে।

৪। ———————— পথে যেতে যেতে বলেন সেদিন স্যার।

৫। পথ যে ————————, দুঃখ ব্যথা জমিয়ে রাখে বুকে।

৬। আমরা যদি হই ———————— থাকব পরম সুখে।

ঝ) সত্য মিথ্যা যাচাই করো:

১। বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৪৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী। — মিথ্যা

২। 'নির্বাচিত ছড়া' সংকলনের লেখক বিমলেন্দু দাম। —

৩। নিয়ম ভেঙ্গেই একটা গাড়ি ধাক্কা খেল গাছে। —

৪। বিগ বাজারে ছুটছে মানুষ ট্যাক্সি মোটর সব-ই। —

৫। একের পিঠে তিন চলেছে হেলমেটও নেই শিরে। —

ঞ) সঠিক উত্তরে (√) চিহ্ন দাও :

১। বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর জন্ম (বাঘাউড়া / ভাঙ্গাউড়া / ভাওয়াইয়া) গ্রামে।

উত্তর : ....

২। সারা জীবন (অচল / সচল / পঙ্গু) হয়ে রইল গোটা চার।

উত্তর : ....

৩। 'নির্বাচিত ছড়া' নামক সংকলন থেকে যে কবিতাটি নেওয়া হয়েছে তা হল

(বিয়েবাড়ির মজা / পথের দাবী / পথের গল্প)।

উত্তর : ....

৪। 'উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' যিনি পেয়েছেন তিনি হলেন —(বিমল চক্রবর্তী / বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী / বিপ্লব চক্রবর্তী)

উত্তর : ....

৫। বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী পিতা হলেন (বীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী / ধীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী / ক্ষেমেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী)।

উত্তর : ....

৪। নিচের পদ্যাংশটি মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

চালকরা কী বেপরোয়া বলেন দাদু রেগে।
দেখ না কেমন এঁকে বেঁকে যায় সে ঝড়ের বেগে।
কোথায় কেমন চলবে গাড়ি নিয়ম সে তো আছে
নিয়ম ভেঙেই একটা গাড়ি ধাক্কা খেল গাছে।
মরল দু-জন উল্টে পড়ে, ভাঙল ক-খান হাড়
সারা জীবন পঙ্গু হয়ে রইল গোটা চার।
তাই তো বলি চালাও গাড়ি শান্ত করে মন
নইলে কিন্তু ভুলের মাশুল গুণবে সারাক্ষণ।

ক। একটি বাক্যে উত্তর দাও : **১×৬=৬**

১) 'পথের গল্প' কবিতাটি কার লেখা?

উত্তর : ....

২) কবি কেমনভাবে গাড়ি চালাতে বলেছেন?

উত্তর : ....

৩) কতজন লোক সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়?

উত্তর : ....

৪) একটি গাড়ি কোথায় ধাক্কা মারে?

উত্তর : ....

৫) কত জন গাড়ি উল্টে মারা যান?

উত্তর : ....

৬) দাদু রেগে কী বলেন?

উত্তর : ....

খ। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বাক্য নির্বাচন করো : **১×৩=৩**

১) কোথায় কেমন গড়বে বাড়ি নিয়ম যে তো আছে।

উত্তর : ....

২) তাই তো বলি চালাও গাড়ি দুরন্ত করে মন।

উত্তর: ....

৩) ভাঙল ক-খান হাড়।

উত্তর : ....

গ। শূন্যস্থান পূরণ করো : **১×৩=৩**

১) দেখ না কেমন এঁকে বেঁকে যায় যে —————— বেগে।

২) মরল দু-জন —————— পড়ে।

৩) নইলে কিন্তু ভুলের গুণবে —————— সারাক্ষণ।

ঘ। সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : **১×৩=৩**

১) সারা জীবন পঙ্গু হয়ে রইল গোটা—

অ) পাঁচ আ) চার ই) তিন ঈ) দুই

উত্তর : ....

২) নিয়ম ভেঙেই একটা গাড়ি ধাক্কা খেল —

অ) গাছে আ) লাইট পোস্টে ই) বাড়িতে ঈ) বাসে

উত্তর : ....

৩) চালকরা কী বেপরোয়া বলেন —

অ) বাবা রেগে আ) দাদু রেগে ই) দিদা রেগে ঈ) কাকা রেগে

উত্তর : ....

৫। নীচের অনুচ্ছেদগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : **(প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)**

খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঘাউড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী। মায়ের নাম প্রিয়বালা চক্রবর্তী। তিনি বাংলা শিশু সাহিত্যের নামকরা লেখক। ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর তাঁকে 'সুকান্ত পুরস্কার' প্রদান করেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছড়া, গল্প ও কবিতার বইগুলোর মধ্যে আছে 'রাবণরাজা', 'ঘুমভাঙা নদী', 'রসিকলালের রসিকতা','নির্বাচিত ছড়া', 'আমার ছড়া তোমার ছবি', 'দুইশ শিশুর কান্ড', 'প্রতিদিন রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি।

ক) বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

খ) বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী পিতা ও মাতার নাম কি?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

গ) ত্রিপুরা সরকারের কোন্ দপ্তর, কোন্ পুরস্কারে 'বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীকে প্রদান করেছে?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

ঘ) বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর দুটি ছড়ার বইয়ের নাম লেখো?

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

ঙ) বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

উত্তর : ....

....

....

....

....

গদ্যাংশ

বজরায় ডাকাতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

উৎস গ্রন্থ ঃ 'বজরায় ডাকাতি' গদ্যাংশটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী'র অন্তর্গত।

সারাংশ :

নদীর বুকের দিকে ব্রজেশ্বরের বজরা এগিয়ে চলেছে। রঙ্গরাজের সংকেত পাওয়ার পরেই ছিপের পঞ্চাশজন ডাকাত উঠে বসল। পূর্বে তারা নিজেদের অদৃশ্য রাখবার জন্য ছিপে শুয়েছিলেন। এবার তাদের অস্ত্রগুলো নৌকার চেলাকাঠের উপর রেখে দিয়ে দাঁড় টানতে লাগল। ছিপটি নদীর বুকে ভাসমান বজরার দিকে এগিয়ে চলল। রঙ্গরাজ ছিল দস্যুদলের নেতা। বজরায় হিন্দুস্থানি রক্ষী ছিল আটজন। এদের মধ্যে ছয়জন ঘুমন্ত এবং দুইজন পাহারায় ছিল। বজরার দিকে ছিপটি সন্দেহজনকভাবে এগিয়ে আসতে দেখে জাগ্রত প্রহরীদের একজন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করল। এটা মূলত ছিল হুঁশিয়ারি সংকেত মাত্র। কিন্তু রসরাজের দল সেই হুঁশিয়ারিকে মোটেই পাত্তা না দিয়ে বজরায় উঠল। ফলে দু-পক্ষের সংঘাত বাধে। বজরার মালিক ব্রজেশ্বরকে নিরস্ত্র করা হল। ডাকাতি করে বজরায় তেমন কিছু মেলেনি। ব্রজেশ্বরকে আটক করে দস্যুরা তাদের রানির কাছে নিয়ে যাবে বলে প্রতিজ্ঞা করল।

শব্দার্থ লেখো :

গাদাগাদি — চাপাচাপি	চেলা—	বোটে—
অভিভূত—	বজরা—	ক্ষিপ্র—
দ্বার—	কপাট—	গোল—
ঈষৎ—	ভ্রম—	বরাদ্দ—
দোনালা—	সমুদয়—	উত্থিত—
কয়েদ—	অভিপ্রায়ে—	ঢাল—
হাতিয়ার বন্ধ—	মধুর—	দস্তুরমত—
হাঁকিল—	তফাৎ—	পাঁড়ে—
নিমেষ—	উদ্যত—	ভেড়িওয়ালা—

তরফ— লক্ষ— আপত্তি—

মুহূর্ত— দ্রব্য— ধার—

মড়্মড়্ —

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : **(মান — ১)**

ক) ‘বজরায় ডাকাতি’ গদ্যাংশটির লেখকের নাম কি?

উত্তর : ‘বজরায় ডাকাতি’ গদ্যাংশটির লেখকের নাম সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

খ) ‘বজরায় ডাকাতি’ গদ্যাংশটি লেখকের কোন্ উপন্যাসের অন্তর্গত?

উত্তর : ....

গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

ঘ) রঙ্গরাজ কে?

উত্তর : ....

ঙ) কার সংকেত শোনামাত্র ছিপের পঞ্চাশজন মানুষ উঠে বসল?

উত্তর : ....

চ) আটজন প্রহরী কার বজরায় ছিল?

উত্তর : ....

ছ) বজরার ছাদে আটজন কি প্রহরী ছিল?

উত্তর: ....

জ) ছিপ দেখে পাহারাদার হেঁকে কী বলেছিল?

উত্তর : ....

ঝ) রঙ্গরাজ পাহারাদারকে কি বলেছিল?

উত্তর: ....

ঞ) ‘বজরায় ডাকাতি’ গদ্যাংশে উল্লিখিত ‘যুবতী’ কে?

উত্তর: ....

ট) ‘ছিপকে বড় বেশি উজাইতে হইল না।’—কারণ কী?

উত্তর: ....

ঠ) ব্রজেশ্বর কে?

উত্তর: ....

ড) “একটা ছর্‌রাও নাই? ‘ধার দিব?’”— কে, কাকে একথা বলেছিল?

উত্তর: ....

ঢ) “তোমায় এবার মারিব না।”— কে, কাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছে?

উত্তর: ....

ণ) ‘প্রহরী কখন ‘রাম রাম’ শব্দ করেছিল?

উত্তর: ....

ত) ব্রজেশ্বরের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম কী?

উত্তর: ....

থ) “মহাশয়! দ্বার খুলুন।”—এখানে কাকে ‘মহাশয়’ বলা হয়েছে?

উত্তর: ....

দ) ‘সদ্যোনিদ্রোত্থিত’ কথাটির অর্থ কি?

উত্তর: ....

ধ) দেবী চৌধুরাণীর আসল নাম কি?

উত্তর: ....

ন) “আপনাকে আটক করিলে যদি কিছু পাওয়া যায়।” —উক্তিটি কার?

উত্তর: ....

২। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : **(মান — ৫)**

ক) “আমাকে কি হিন্দুস্থানি ভেড়িওয়ালা পাইলে?”

অ) আলোচ্য অংশটি কোন্ গদ্যাংশের এবং লেখক কে?

আ) বক্তা ‘ভেড়িওয়ালা’ শব্দটির দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন? **২+৩=৫**

উত্তর: অ) আলোচ্য অংশটি ‘বজরায় ডাকাতি’ গদ্যাংশের এবং লেখকের নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আ) বক্তা, ভেড়িওয়ালা’ শব্দটি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সে কোন ভেড়ার মতো নিরীহ জীব মাত্র নয়, এমনকি, মেয়ে ভেড়াও নয়। কারণ ভেড়ার থেকে ভেড়ি আরো অনেক নিরীহ এবং যে, সেও খুবই নিরীহ। কিন্তু ব্রজেশ্বর অত্যন্ত সাহসী পুরুষ। বিনা লড়াইতে ডাকাতদের হাতে আত্মসমর্পন করা তার কাছে অবাস্তব চিন্তা। ব্রজেশ্বর নিজে যে অন্যান্যদের তুলনায় আলাদা, সে কথা বোঝাতেই যেন উপরিউক্ত কথাটি বলেছিল।

খ) “রঙ্গারাজ বুঝিল, ফাঁকা আওয়াজ”

অ) কে বা কারা, কেন ফাঁকা আওয়াজ করেছিল?

আ) কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁরা একাজ করে এবং রঙ্গারাজ তার উত্তরে কী বলেছিল? **২+৩=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) “মিছামিছি ব্রহ্ম হত্যায় কাজ কী?”

অ) কে, কাকে একথা বলেছে?

আ) বক্তা কেন ‘মিছামিছি’ শব্দটি ব্যবহার করেছে? ২+৩

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) ‘ডাকাইতের রাজরানি তো কখন শুনি নাই’—ব্যাখ্যা লেখো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঙ) "আপনাকে আটক করিলে যদি কিছু পাওয়া যায়"

অ) কে, কাকে একথা বলেছে?

আ) তাদের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল? **২+৩**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

....

চ) "আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম"

অ) কে, কার কাছে পরাজয় স্বীকার করল?

আ) বক্তা কেন পরাজয় স্বীকার করেছিল? **২+৩**

উত্তর : ....

....

....

....

....

....

....

....

ছ) "আমাকে রানি দর্শনে যাইতে হইবে কেন?"

অ) 'রানি' কে?

আ) তিনি রানি দর্শনে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন কেন? ২+৩

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : **(মান — ১)**

ক) বাক্য রচনা করো :

হাত — রবীন্দ্রনাথের লেখায় হাত ছিল বলেই তিনি বিশ্বকবি আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন।

মাথা : ....

বন্দুক : ....

আদায় : ....

রঙ্গারাজ : ....

ছিপ : ....

খ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

নিঃশব্দ — নিঃ + শব্দ	বস্ত্রাদি—	আপত্তি—
নিরস্ত্র—	সংকেত—	উদ্যত—
স্বস্থানে—	খরস্রোত—	রঙ্গারাজ —

গ) পদ পরিবর্তন করো :

অভিপ্রায় — অভিপ্রেত	দর্শন—	পরাজয়—
মূর্ছিত—	লাল—	স্বীকার—

দুঃখিত—	দরকার—	কাল—
সাহস—	নিঃশব্দ—	সংকেত—
দক্ষিণ—	পরিধেয়—	উত্থিত—
লক্ষ্য—	বস্ত্রাদি—	প্রাণ—
ভাবনা—	বিপদ—	দ্বার—
স্তব্ধ—	লোক—	দিন—
চাঁদ—	মধুর—	দল—
আরম্ভ—	দৃঢ়তর—	মূর্চ্ছিত—
পাপ—	প্রবেশ—	অধিক—
ঘুম—	ত্যাগ—	ভয়—
নিকট—	সুনিদ্রা—	ফল—
সময়—		

ঘ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

লক্ষ্য — লক্ষ্যহীন	স্বীকার—	ভাবনা—
নিদ্রিত—	মধুর—	দুঃখিত—
পথ—	ত্যাগ—	দক্ষিণ—
ক্ষিপ্ত—	ঈষৎ—	উদ্যত—
অনেক—	বলশালী—	ভাল—
বীরপুরুষ—	আগে—	বেশি—
হাত—	প্রাণ—	স্তব্ধ—
দরকার—	দল—	সাহস—
প্রবেশ—	ভয়—	নিকট—
ক্ষিপ্র—	উত্থিত—	বন্ধ—
নিরস্ত্র—	পাপ—	পরাজয়—
ছায়া—	বাহির—	দৃঢ়—
দর্শন—	যাইব—	বিপদ—
দিন—	আরম্ভ—	নিশ্চয়—
অধিক—	ঘুম—	লম্বা—

গোটা—	পরাস্ত—	হাসিয়া—
নিঃশব্দ—	আদায়—	ফাঁকা—
অন্ধকার—	ছোট—	চওড়া—
গাদাগাদি—	আপনার—	উপর—
তীব্রবেগে—	উঠাইল—	রক্ষক—
ত্যাগ—	পরাস্ত—	নিরস্ত্র—

ঙ) পদ নির্ণয় করো :

প্রহরী—বিশেষ্য পদ	আরোহী—	তরকারি—
বলশালী—	বন্দুক—	সড়কি—
ডাকাইত—	লড়াই—	ব্রাহ্মণ—
তীক্ষ্ণ—	সাহস—	ছিপ—
হাতিয়ার—	বরাদ্দ—	দৃঢ়—
মূর্ছিত—	ঈষৎ—	দ্বার—
বজরা—	নৌকা—	মধুর —

চ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো :

ঠাকুর — ঠাকুরানি	মূর্ছিত—	মহাশয়—
মধুর—	যুবতী—	দেবী—
শ্বশুর —		

ছ) শুদ্ধরূপটি লেখো :

অবিভূত / অভিবূত / অভিভূত

উত্তর— অভিভূত

খিপ্র / ক্ষিপ্র / ক্ষীপ্র

মুস্টি / মুষ্টি / মুশ্‌টি

বজরা / বজড়া / বজঢ়া

বজ্রেশ্বর / ব্রজেশ্বর / ব্রযেশ্বর

খরস্রোত / খরস্রোত / খরস্রোত

জ) সমার্থক শব্দ লেখো :

ঘুসি — কিল, মুষ্ঠাঘাত।	বল—	ডাকাইত—

লক্ষ্য—	কারপরদাজ—	প্রহরী—
রাত্রি—	নৌকা—	হাত—
গাছ—		

ঝ) কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :

১। ব্রজেশ্বর তরবারি উঠাইল।

উত্তর: কর্তৃকারক, 'শূণ্য' বিভক্তি।

২। যাহারা পাহারায় ছিল।

উত্তর:...

৩। হাতিয়ার কেহ হাতে রাখিল না।

উত্তর:...

৪। বজরার কাছে তেঁতুল গাছের ছায়ায়।

উত্তর:...

ঞ) এক কথায় প্রকাশ করো:

১। দুটি নল আছে যার — দোনালা

২। রক্ষা করে যে —

৩। যে যন্ত্র দূরকে নিকট দেখায় —

ট) শূন্যস্থান পূরণ করো:

১। এই কথা ___________ না ফুরাইতে ___________ শব্দ হইল। (ফুরাইতে/মড়্মড়্)

উত্তর: এই কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মড়্মড়্ শব্দ হইল।

২। ___________ পাশের দিকের একখানা কপাট ভাঙ্গিয়া। (বজরার/নৌকার)

৩। একজন ___________ কামরার ভিতর প্রবেশ করিল দেখিয়া, ___________ হাতের বন্দুক ফিরাইয়া তাহার মাথায় মারিল। (ডাকাইত/ব্রজেশ্বর)

৪। সেই বজরার ছাদের উপরে ___________ হিন্দুস্থানী ___________ ছিল। (আটজন/রক্ষক)

৫। ___________ দ্বার বন্ধ। (বজরার/কামরার)

৬। তাহাতে প্রায় ___________ জন মানুষ গাদাগাদি হইয়া শুইয়াছিল। (পঞ্চাশজন/ষাটজন)

৭। ___________ সংকেত শুনিবা মাত্র সেই ___________ একেবারে উঠিয়া বসিল। (রঙ্গারাজের/পঞ্চাশজন)

ঠ) সঠিক উত্তরে (√) চিহ্ন দাও:

১। ব্রজেশ্বরের বজরার ছাদে রক্ষক ছিল মোট (ছয় / সাত / আট) জন।

২। ব্রজেশ্বর হল দেবী চৌধুরাণীর (বন্ধু / স্বামী / ভাই)।

৩। ছিপে মোট (কুড়ি / ত্রিশ / পঞ্চাশ) জন ডাকাত ছিল।

৪। দেবীর অন্যতম অনুচর ছিল (রঙ্গরাজ / ভৃঙ্গরাজ / মেঘরাজ)।

৫। 'বজরায় ডাকাতি' শীর্ষক রচনাটি (সীতারাম / দেবী চৌধুরাণী / আনন্দমঠ) থেকে গৃহীত।

ড) সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করো :

১। এই কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মড়মড় শব্দ হইল।

উত্তর: একথা শেষ হতে না হতে মড়মড় শব্দ হলো।

২। বজরার পাশের দিকের একখানা কপাট ভাঙ্গিয়া একজন ডাকাইত কামরার ভিতর প্রবেশ করিল।

উত্তর:...

৩। ব্রজেশ্বর একথা বলিবার পূর্ব্বেই দস্যুরা জিনিসপত্র বজরা হইতে ছিপে তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

উত্তর:...

৪। এই সময়ে রঙ্গরাজ বাহিরের কপাটে জোরে দুইবার পদাঘাত করিল।

উত্তর:...

৫। তাহাতে প্রায় পঞ্চাশজন মানুষ গাদাগাদি হইয়া শুইয়া ছিল।

উত্তর:...

৬। আটজনের মধ্যে দুইজন হাতিয়ার বন্ধ হইয়া, মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধিয়া ছাদের উপর বসিয়া ছিল।

উত্তর:...

৭। এই বলিয়া রঙ্গরাজ সেই প্রহরীর মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল।

উত্তর:...

৮। তিনি শ্বশুড় বাড়ি হইতে বাড়ি যাইতেছিল।

উত্তর:...

৪। নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো: (প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)

নদীর বুকের দিকে ব্রজেশ্বরের বজরা এগিয়ে চলেছে। রঙ্গরাজের সংকেত পাওয়ার পরেই ছিপের পঞ্চাশজন ডাকাত উঠে বসল। পূর্বে তারা নিজেদের অদৃশ্য রাখবার জন্য ছিপে শুয়েছিল। তাদের অস্ত্রগুলো নৌকার চেলাকাঠের উপর রেখে দিয়ে দাঁড় টানতে লাগল। ছিপটি নদীর বুকে ভাসমান বজরার দিকে এগিয়ে চলল।

ক) নদীর বুকের দিকে __________ বজরা এগিয়ে চলেছে। (তারকেশ্বরের / ব্রজেশ্বরের)

খ) __________ সংকেত পাওয়ার পরে ছিপের ডাকাতরা উঠে বসল। (রসরাজে / রঙ্গরাজের)

গ) পূর্বে তারা নিজেদের অদৃশ্য রাখবার জন্য __________ শুয়েছিল। (ছিপে / পুকুর পাড়ে)

ঘ) অস্ত্রগুলো ___________ চেলাকাঠের উপর রেখে দাঁড় টানতে লাগল। (জাহাজের / নৌকার)

ঙ) ছিপটি ___________ ভাসমান বজরার দিকে এগিয়ে চলল। (নদীর বুকে / সাগরের বুকে)

৪। নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো : **(প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)**

বাংলা উপন্যাস জগতের প্রথম সার্থক শিল্পী ও জনক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবনের পাশাপাশি তিনি সাহিত্য সাধনা করেন। তিনি ‘বঙ্গাদর্শন’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি — ‘দুর্গেশবন্দিনী’, ‘কপালকুন্ডলা’, ‘মৃণালিনী’, ‘চন্দ্রশেখর’, ‘রাজসিংহ’, ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরাণী’, ‘বিষবৃক্ষ’, ‘কৃন্তকান্ডের উইল’ প্রভৃতি। তিনি বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য সম্রাট নামে পরিচিত। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

ক। কত সালে, কোথায় বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

খ। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম লেখো?

উত্তর : ....

গ। বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

উত্তর : ....

ঘ। বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি উপন্যাসের নাম লেখো?

উত্তর : ....

ঙ। বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য সম্রাট নামে কে পরিচিত?

উত্তর : ....

ইতর প্রাণীদের দয়া

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭)

উৎসগ্রন্থ ঃ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা প্রবন্ধ 'কিশোর বিজ্ঞান সংকলন' থেকে গৃহীত।

সারাংশ:

অনেক সময় উ পেক্ষার দৃষ্টিতে ইতর প্রাণীদের দেখা হয়। অধিকাংশই মনে করেন যে, মানুষের মতো স্নেহ, দয়া, মাযা, -মমতা এইসব গুণ ইতর প্রাণীদের মধ্যে নেই। এই ভাবনাটা মোটেও ঠিক নয়। এইসব গুণাবলী কিন্তু ইতরপ্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়। অনেক পশুপাখিদের কাছ থেকে এ বিষয়ে মানষেরও কিছু শেখার আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোনও বানর শিশু মাতৃহীন হলে অন্য বানর জননী তাকে লালন পালন করে। বাউটন নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এক বন্য টিয়াপাখির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, বন্য টিয়াপাখিটি অন্য জাতীয় একা পঙ্গু এবং প্রচন্ডশীতে মৃতপ্রায় পাখির সেবা করে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে। ডারউইন মুরগিদের মধ্যেও এরকম সেবাযত্নের উদাহরণ দেখেছিলেন। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক আবিসিনিয়া ভ্রমণের সময় দেখেছিলেন যে, এক দুর্বল দলচ্যুত বেবুনকে অন্য এক সবল বেবুন এসে দলবদ্ধ কুকুরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল। পিপীলিকারা খুবই বন্ধুবৎসল। ভুলক্রমে যদি কাউকে আঘাত করে তাহলে অনুতপ্ত হয় এবং ক্ষমা চায়। ক্ষুধার্ত বন্ধুকে নিজের খাবার খেতে দিয়ে প্রাণরক্ষা করে।

শব্দার্থ লেখো :

১। স্নেহ — ভালোবাসা	২। একচেটিয়া	৩। ইতর
৪। পরস্পর	৫। অবজ্ঞা	৬। নিতান্ত
৭। উদাসীন	৮। ন্যয়	৯। অপত্য
১০। শোক	১১। দৃষ্টান্ত	১২। নিঃস্বার্থতা
১৩। পীড়িত	১৪। হৃষ্টপুষ্ট	১৫। অনুসন্ধান
১৬। স্বজাতীয়	১৭। বৃত্তান্ত	১৮। পাল
১৯। বিভক্ত	২০। বিস্মৃত	২১। বিরোধ
২২। প্রতিদ্বন্দ্বিতা	২৩। সংঘর্ষণ	২৪। টের
২৫। অনুনয়	২৬। কুক্ষিস্থ	২৭। উগরিয়া
২৮। সচরাচর	২৯। প্রাচীর	৩০। পুনরায়

৩১। নিতান্ত	৩২। নির্বিশেষে	৩৩। ঘিরিয়া
৩৪। বীরত্ব	৩৫। সাক্ষাৎ	৩৬। পিষিয়া
৩৭। সুস্থ	৩৮। ভুরিভুরি	৩৯। সুবিখ্যাত
৪০। ইতর	৪১। দয়া	৪২। বিনয়
৪৩। জগত	৪৪। পন্ডিত	৪৫। প্রমাণ

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : **(প্রশ্নের মান —১)**

ক) 'ইতর প্রাণীদের দয়া' গদ্যাংশটি কার লেখা?

উত্তর: 'ইতর প্রাণীদের দয়া' গদ্যাংশটি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা।

খ) জগদীশ চন্দ্র বসু কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: ....

গ) 'একচেটিয়া অধিকার' বলতে কী বোঝ?

উত্তর: ....

ঘ) 'অহংকারে অন্ধ'—লেখক কাদের সম্পর্কে একথা বলেছেন?

উত্তর: ....

ঙ) "প্রাণ দিতে সর্বদাই প্রস্তুত।"—কারা, কাদের জন্য সর্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত?

উত্তর: ....

চ) বাউটন কে?

উত্তর: ....

ছ) ডারউইন কে?

উত্তর: ....

জ) পাখিটি কী রকম ছিল?

উত্তর: ....

ঝ) আবিসিনিয়া কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: ....

ঞ) কে, কখন একপাল বেবুনের সম্মুখীন হন?

উত্তর: ....

ট) 'বেবুন' কী?

উত্তর: ....

ঠ) আবিসিনিয়া কী?

উত্তর: ....

ড) "ইহারা বন্ধুত্ব বিস্মৃত হয় না"—'ইহারা' কারা?

উত্তর: ....

ঢ) প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পন্ডিত' কোন্ দেশের লেখক ছিলেন?

উত্তর: ....

ণ) 'ক্ষুধার্ত' শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: ....

ত) পেলিকান কী?

উত্তর: ....

থ) কোন্ দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে বেবুনের দেখা পাওয়া গিয়েছিল?

উত্তর: ....

দ) কে, কখন একপাল বেবুনের সম্মুখীন হন?

উত্তর: ....

ধ) বাউটন কোন্ দেশের লোক?

উত্তর: ....

ন) মানুষ কাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে?

উত্তর: ....

২। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : **(মান — ৫)**

ক) "সেই ইংরাজের কুকুরগুলি তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।"

অ) উদ্ধৃত অংশটি কার লেখা, কোন্ গদ্যাংশের অন্তর্গত?

আ) 'কুকুরগুলি তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল' কেন? **২+৩=৫**

উত্তর: অ) উদ্ধৃত অংশটি জগদীশচন্দ্র বসু-র লেখা এবং 'ইতর প্রাণীদের দয়া' গদ্যাংশের অন্তর্গত।

আ) কুকুর তার স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে অপরিচিত কোন প্রাণী বা লোককে দেখে চিৎকার করতে থাকে এবং তাকে আক্রমণ করে। আবিসিনিয়া দেশে ভ্রমণরত ঐ ইংরেজের সঙ্গো তার একপাল কুকুর ছিল। একপাল বানরের মুখোমুখি হন এক ভদ্রলোক। ইংরেজ ভদ্রলোককে দেখে বানরের দল পালাল। একটি দুর্বল বানরকে আক্রমণের জন্য ও তাকে ভয় দেখানো জন্যে ইংরেজ ভদ্রলোকের কুকুরগুলি ঘিরে ফেলল।

খ) " বেবুনের মতন বীরত্ব আমাদের কয়জনের আছে?"

অ) অংশটি কার লেখা ও কোন্ পাঠ্যাংশের অন্তর্গত?

আ) বেবুনের বীরত্বের বর্ণনা দাও। ২+৩=৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) "মানুষ এই অহংকারে অন্ধ হইয়া পশু-পাখিদিগকে অবজ্ঞা করে"

অ) কোন্ রচনায়, কে একথা বলেছেন?

আ) আদৌ কী পশু-পাখি-অবজ্ঞার যোগ্য? ২+৩=৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) "তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে"

—ভ্রমণ বৃত্তান্তে কী লেখা আছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঙ) "আমাদের জননীর ন্যায় প্রাণ দিতে সর্বদাই প্রস্তুত।" **২+৩=৫**

অ) কারা, কাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত?

আ) আমাদের জননীর ন্যায় বলা হয়েছে কেন?

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

চ) " পশুপক্ষীর মধ্যে মাতৃস্নেহে ও ভালবাসার দৃষ্টান্তে তোমরা অনেক শুনিয়া থাকিবে।"

অ) উদ্ধৃতাংশটি কার, কোন্ রচনার অন্তর্গত?

আ) মূলগ্রন্থের নাম কী, 'মাতৃস্নেহ' ও 'ভালবাসা' কথা দুটির অর্থ কী? **২+৩=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ছ) "মানুষের অনেক শিখবার আছে।"

অ) উদ্ধৃতাংশটি কার, কোন্ রচনার অন্তর্গত?

আ) কাদের কাছ থেকে মানুষের কী শিখবার আছে? **২+৩=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

জ) "আজ জন্তুদের মধ্যে বন্ধুত্বের একটি দৃষ্টান্ত দিব।"

অ) বক্তব্যটি কার ও কোন্ রচনার অন্তর্গত?

আ) এই প্রসঙ্গ বন্যটিয়ার যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করো। **২+৩=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : **(মান — ১)**

ক) বাক্য রচনা করো :

১। চিৎকার — বেশি জোরে চিৎকার করো না, গলা ব্যথা করবে।

২। দুর্বল : ....

৩। অনেক : ....

৪। জন্তু : ....

৫। অনুনয় : ....

খ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

১। নির্জীব = নিঃ + জীব	২। সম্মুখে—	৩। ব্যবহার —
৪। সন্ধান—	৫। অহঙ্কার —	৬। প্রত্যয় —
৭। সন্তান —	৮। ব্যবহার —	৯। অপেক্ষা—
১০। নিষ্ঠুর —	১১। জয়োল্লাস —	১২। নিঃস্বার্থতা—

গ) পদ পরিবর্তন করো :

১। লালন — লালিত	২। পাথর —	৩। সবলতা —
৪। বিভেদ —	৫। পশু —	৬। প্রদর্শন —
৭। দুর্বল —	৮। আশ্চর্য —	৯। প্রমাণ—
১০। আনন্দ —	১১। বন্ধু —	১২। আহরণ —
১৩। প্রত্যহ —	১৪। জন্তু —	১৫। জগৎ—
১৬। ব্যবহার —	১৭। নিষ্ঠুর —	১৮। সুখ —
১৯। দুঃখ —	২০। ক্ষুধা —	২১। বীরত্ব —
২২। অপেক্ষা—	২৩। দয়া—	২৪। অবজ্ঞা—
২৫। মায়া—	২৬। পালন—	২৭। শোক—
২৮। ঘৃণা—	২৯। ভদ্র—	৩০। সাহায্য—
৩১। শিক্ষা—	৩২। বিস্মৃত—	৩৩। বিভক্ত—
৩৪। শীত—	৩৫। দল—	

ঘ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

১। ঘৃণা — ভালোবাসা	২। একজাতীয় —	৩। বীরত্ব —
৪। বিরোধ —	৫। বিনয় —	৬। সচরাচর—

৭। অপরিচিত —	৮। ক্ষুদ্রকায় —	৯। দল —
১০। স্বজাতীয় —	১১। আশ্রয়—	১২। নি:স্বার্থতা—
১৩। প্রস্তুত—	১৪। জীবন—	১৫। সুখাদ্য—
১৬। পূর্ণ—	১৭। দুঃখ—	১৮। ইতর—
১৯। অধিকার—	২০। দয়া—	২১। নিকট—
২২। গভীর—	২৩। বৃহৎ—	২৪। আনন্দ—
২৫। উপস্থিতি—	২৬। পরিষ্কার—	২৭। বন্য—
২৮। সুস্থ—	২৯। উল্লাস—	৩০। স্বার্থ—
৩১। পূর্বে—	৩২। জননী—	৩৩। শীত—
৩৪। আরম্ভ—	৩৫। ভুল—	৩৬। মৃত্যু—
৩৭। বিভক্ত—	৩৮। দেশ—	৩৯। বীরত্ব—
৪০। শোক —		

ঙ) শুদ্ধ রূপটি লেখো :

১। পীপিলিকা / পিপীলিকা / পিপিলিকা

২। পীড়িত / পিড়ীত / পিড়িত

৩। অপত্য / অপথ্য / অপাত্য

৪। দৃস্টান্ত / দৃষ্টান্ত / দৃস্‌টান্ত

৫। হৃশ্টপুশ্ট / হৃষ্টপুষ্ট / হৃস্টপুস্ট

৬। আবিসনিয়া / আবিসানিয়া / আবিসিনিয়া

৭। নির্বিশেষ / নির্বিশেষ / নির্বিসেশ

৮। জয়ল্লাস / জয়োল্লাস / জয়োল্লাস

৯। প্রদর্শন / প্রদর্সন / প্রর্দষন

১০। সঙ্ঘর্ষন / সংঘর্ষণ / সংঘর্ষন

১১। পরস্পর / পরষ্পর / পড়স্পর

১২। শুদার্থ / খুদার্ত / ক্ষুধার্ত

১৩। প্রতিদ্বন্দ্বিতা / প্রতীদ্বন্দিতা / প্রতিদ্বন্দ্বীতা

চ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো :

১। ছেলে — মেয়ে	২। পন্ডিত—	৩। ভদ্রলোক—
৪। পাঠক—	৫। কুকুর—	৬। মাতৃস্নেহ—
৭। বন্ধু—	৮। বেবুন—	৯। বানর—
১০। দুর্বল—	১১। সবল—	১২। পীড়িত—
১৩। বৃদ্ধ—	১৪। জননী—	১৫। মাতা—

ছ) সমার্থক শব্দ লেখো :

১। উদর — জঠর, পেট, কুক্ষি	২। জগত —
৩। কুকুর—	৪। পাখি—
৫। সন্তান—	৬। মাতা—
৭। বন্ধু —	৮। পন্ডিত—
৯। ক্ষুদ্র—	১০। পূর্বেই—
১১। আরম্ভ—	১২। বীরত্ব—

জ) এক কথায় প্রকাশ করো :

১। পেটের ভিতরকার — কুক্ষিস্থ।

২। প্রাণীদের বিষয়ে গবেষণা করেন যিনি —

৩। পরিচয় নেই যার সঙ্গো —

৪ অতি ক্ষুদ্র আকার —

৫। অন্যস্থান —

৬। নিজের জাতের —

৭। মৃত্যু আসন্ন যার —

৮। বনে বাস করে যে —

৯। স্বার্থ চিন্তা না করে —

ঝ) পদ নির্ণয় করো :

১। ক্ষমা — বিশেষ্য	২। পন্ডিত—	৩। বিনয়—
৪। সুবিখ্যাত—	৫। বন্ধু—	৬। ক্ষুদ্র—
৭। বীরত্ব—	৮। পশু—	৯। সন্তান
১০। সহৃদয়—	১১। পক্ষী—	১২। আশ্চর্য—

১৩। সংঘর্ষ—	১৪। বৃহৎ—	১৫। ভদ্রলোক—
১৬। দৃষ্টান্ত—	১৭। খাদ্য—	১৮। বন্য—
১৯। জন্তু—	২০। জননী—	২১। উদাসীন—
২২। প্রাণী—	২৩। নির্জীব—	২৪। পিপীলিকা—
২৫। ক্ষুদ্রকায়—	২৬। বিস্মৃত—	২৭। সাধারণ—
২৮। আহার—	২৯। হৃষ্টপুষ্ট—	৩০। ভ্রমণ—
৩১। ইতর—	৩২। অহঙ্কার—	৩৩। নিষ্ঠুর —

ঞ) কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :

১। অতিরিক্ত খাদ্য উগরিয়া তাহাকে আহার করিতে দিল।

উত্তর: কর্মকারকে, 'শূণ্য' বিভক্তি।

২। তিনি অবিসিনিয়া দেশে ভ্রমণ করছিলেন।

উত্তর:...

৩। বানরদের মধ্যে দেখা গেছে।

উত্তর:...

৪। ইতর প্রাণীদের মধ্যে।

উত্তর:...

ট) শূন্যস্থান পূরণ করো :

১। _________ প্রাণীদের মধ্যে বুঝি তাহা নাই। (ইতর/ক্ষুদ্র)

উত্তর: ইতর প্রাণীদের মধ্যে বুঝি তাহা নাই।

২। তাহারা বুঝি পরস্পরের মধ্যেই সর্বদাই _________ ব্যবহার করে। (নিষ্ঠুর/খারাপ)

৩। পশুপক্ষীদের মধ্যে _______ ও _______ দৃষ্টান্ত তোমরা অনেক শুনিয়া থাকবে। (মাতৃস্নেহ/ভালোবাসা)

৪। _________ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পশুপক্ষী-মাতাও আমাদের _________ন্যায় প্রাণ দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। (সন্তানদের/জননী)

৫। আর একজন ইংরাজ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে তিনি _________ দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা _________ মধ্যে পড়েন। (আবিসিনিয়া/বেবুনের)

৬। ক্ষুদ্র _________ মধ্যেও বন্ধুত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। (পিপীলিকার/বেবুন)

৭। যাহাকে দেখিবামাত্র কত _________ পা দিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলে। (ছেলে/মেয়ে)

৮। ঐ _______ মধ্যেও পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। (শামুকদের/পিপীলিকাদের)

৪। নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো : **(প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২)**

অনেক সময় উপেক্ষার দৃষ্টিতে ইতর প্রাণীদের দেখা হয়। অধিকাংশই মনে করেন যে, মানুষের মতো স্নেহ, দয়া, মায়া-মমতা এইসব গুণ ইতর প্রাণীদের মধ্যে নেই। এই ভাবনাটা মোটেও ঠিক নয় এই সব গুণাবলী কিন্তু ইতর প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়। অনেক পশুপাখিদের কাছ থেকে এ বিষয়ে মানুষেরও কিছু শেখার আছে।

ক) অনেক সময় _________ দৃষ্টিতে ইতর প্রাণীদের দেখা হয়। (ভালোবাসার / উপেক্ষার)

খ) মানুষের মতো স্নেহ, দয়া, মায়া-মমতা এই সব গুণাবলী _________ প্রাণীদের মধ্যে নেই। (ইতর / সবল)

গ) এই _________ মোটেও ঠিক নয়। (ভাবনাটা / স্বভাবটা)

ঘ) এই সব _________ কিন্তু ইতর প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। (দোষাবলী / গুণাবলী)

ঙ) অনেক পশুপাখিদের কাছ থেকে এ বিষয়ে মানুষেরও কিছু _________ আছে। (শেখার / জানার)

৪। নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২)**

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ভগবানচন্দ্র বসু এবং মাতা বামাসুন্দরী। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। বিজ্ঞান সাধনার পাশাপাশি সাহিত্য সাধনাও করতেন। 'পালাতক তুফান' নামে গল্পটির জন্য 'কুন্তলীন' পুরস্কার পান। তিনি অনেক ইংরেজী গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান।

ক। কত সালে, কোথায় জগদীশচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ....

খ। জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ও মাতার নাম লেখো?

উত্তর : ....

গ। তিনি কোন্ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন?

উত্তর : ....

ঘ। কোন্ গল্পটির জন্য তিনি 'কুন্তলীন' পুরস্কার লাভ করেন?

উত্তর : ....

ঙ। কত সালে জগদীশচন্দ্র বসু মারা যান?

উত্তর : ....

ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১)

উৎসগ্রন্থ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘ছেলেবেলা’ থেকে গৃহীত।

সারাংশ:

পুরানো দিনের কলকাতা শহরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলা কেটেছিল। তখন যানবাহনের মধ্যে ছিল পালকি আর ঘোড়ার গাড়ি। পুরুষ মানুষেরা সেইসব গাড়িতে চড়ে কাজকর্ম করতেন। তখন মেয়েরা অবশ্য বাড়ি থেকে খুব একটা বের হতেন না। আর বেরোলেও লোকচক্ষুর আড়ালে পর্দা ঢাকা গাড়িতে তাদের যাতায়াত করতে হত। লেখকের বাড়ির দরজায় বিরাট চেহারার দারোয়ান থাকত। মাস্টারমশায়ের কাছে পড়াশুনা করতে রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগত না। কেবল ঘুম পেত। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের খুব ভূতের ভয় ছিল। তখনো শহরে গ্যাস বা বিজলি বাতি আসেনি। তাই সন্ধ্যাবেলায় সেজের বাতি ছিল একমাত্র সম্বল।

শব্দার্থ লেখো: (মান — ১)

কষে — খুব করে।	কোচবাক্স—	পাগড়ি—
সহিস—	গোরস্থান—	আগলানো—
চোমরানে—	কুটুম—	সুদ্ধ—
মুনাফা—	গাড়োয়ান—	ঘটাটোপ—
নারাজ বিষম—	পালোয়ান—	বাঁও—
মুগুর —	ঘঁটতো—	ফন্দি—
তেজ—	ফরাস—	সেজ—
বিশ্রী—	চেতিয়ে আব্রু—	শিউরে—
বিস্তর—	বিদ্যে—	বেহারা—
স্যাঁৎসেতে—	কুটুরি—	তোলপাড়—
হাড় বের করা—	রয়ে বসে—	ভাগের গাড়ি—

হেলিয়া—	দারোয়ানজি—	পার্বণের—
ফেরিওয়ালা—	হাই—	আশ্চর্য—
সরু—	খড়খড়ির—	গল্পগুজবে—
জালায় এঁদো—	কুটুরিতে—	দেউড়ি—
সিদ্ধি ঘুঁটত—	সুড়সুড় —	

ক। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান — ১)**

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলেবেলা' গদ্যাংশটি কোন্ মূলগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলেবেলা' গদ্যাংশটি 'ছেলেবেলা' মূলগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

২) 'ছেলেবেলা' গদ্যাংশটি কার লেখা?

উত্তর: ....

৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যু সালটি লেখো।

উত্তর: ....

৪) 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি কার লেখা?

উত্তর: ....

৫) শ্যাকরা গাড়ি কীভাবে ছুটত?

উত্তর: ....

৬) "শহরে শ্যকরা গাড়ি ছুটছে"—কোন্ শহরের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: ....

৭) বাবুরা কীভাবে অফিসে যেতেন?

উত্তর: ....

৮) সেকালের কলকাতায় কোন্ যানবাহন ছিল না?

উত্তর: ....

৯) 'স্ত্রীরপত্র' ছোটগল্পটি কার লেখা?

উত্তর: ....

১০) পালকির পাশে পাশে কারা যেত?

উত্তর: ....

১১) কারা 'হেঁ ইয়ো শব্দে' কাদের চমক লাগিয়ে দিত?

উত্তর: ....

১২) সেকালের মেয়েরা গাড়ি চড়ত না কেন?

উত্তর: ....

১৩) গিন্নিরা কোন্ সময়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন?

উত্তর: ....

১৪) সোভারামের ইষ্ট দেবতা ছিল—শিব/বিষ্ণু/ রাধাকৃষ্ণ —কোনটি সঠিক?

উত্তর: ....

১৫) ‘ওদের কাজ ছিল’—ওদের বলতে কাদের বলা হয়েছে?

উত্তর: ....

১৬) “ঐ ছিল তার ফন্দি” — তার বলতে কার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: ....

১৭) সোভারামের কীসের নেশা ছিল?

উত্তর: ....

১৮) ফেরিওয়ালা বাড়িতে এলে ‘কার মুনাফা হত?

উত্তর: ....

১৯) সোভারামের কীসের নেশা ছিল?

উত্তর: ....

২০) সতিন কে?

উত্তর: ....

২১) “ঢুল ঢুল চোখে ছুটি পেতুম”—কে ছুটে পেতেন?

উত্তর: ....

২২) “দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে”—কে, কার ঘাড় মটকে দেবে?

উত্তর: ....

২৩) বেহারা কোন্ সময়ে গঙ্গার জল তুলে আনত?

উত্তর: ....

২৪) “তখন জলের কল বসেনি”— ‘তখন’ বলতে কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: ....

২৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম কি?

উত্তর: ....

২। রচনাধর্মী প্রশ্ন: (মান — ৫)

ক) "আমরা তার কানের কাছে চিৎকার করে উঠতুম 'রাধাকৃষ্ণ';"

অ) 'আমরা' কারা ?

আ) চিৎকারে কে কী করত? **২+৩=৫**

উত্তর: অ) 'আমরা' অর্থে 'ছেলেবেলা' গদ্যাংশের লেখক এবং তার সঙ্গীসাথিদের কথা বলা হয়েছে।

আ) বাড়ির পালোয়ান জমাদার সোভারামকে উত্তেজিত করার জন্য লেখক ও তাঁর সঙ্গীসাথিরা সোভারামের কানের কাছে 'রাধাকৃষ্ণ' বলে চিৎকার করতেন। সে চিৎকার শুনে হাঁ-হাঁ করে দুহাত তুলত। আসলে এটি ছিল তাঁর ইষ্টদেবতার নাম শোনার ফন্দি। এতে ছেলেদের জেদ বেড়ে গিয়ে বারবার ওই নাম করত।

খ) "ছেলেবেলা" গদ্যাংশটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। **৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) বাড়ির কোন্ ঘরের প্রতি শিশু রবির ভয় ছিল? **৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) "মাস্টার মশায় মিট্‌মিটে আলোয় পড়াতেন।"

অ) উদ্ধৃতাংশটি কোন্ রচনা থেকে গৃহীত?

আ) লেখকের নাম কি?

ই) মাস্টারমশায়ের কাছে লেখককে বারবার কী এবং কেন শুনতে হতো? ১+১+৩

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঙ) "বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না।"

অ) উদ্ধৃতাংশটি কার, কোন্ রচনা থেকে গৃহীত?

আ) আলোচ্য অংশের প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বিশ্রী ভাবনাটি কী তা লেখো। ২+৩

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

চ)　ভূত- প্রেতের গল্প তখনকার শিশুদের মনে কীভাবে প্রভাব ফেলতো?　৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ছ)　'ছিল মানুষের মনের আনাচে কানাচে'—ব্যাখ্যা করো।　৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

জ)　'ওদের কাজ ছিল'—ওদের কী কী কাজ ছিল তা আলোচনা করো।　৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

ঝ) সেকালের কলকাতার জীবনযাত্রার একটি বর্ণনা দাও। ৫

উত্তর: ....

ঞ) "যারা ছিলেন টাকাওয়ালা তাদের গাড়ি ছিল"

অ) উদ্ধৃতাংশটি কার, কোন্ গদ্যাংশ থেকে গৃহীত?

আ) তাদের গাড়ি কেমন ছিল? ২+৩

উত্তর: ....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : (মান — ১)

ক) বাক্য রচনা করো :

আতঙ্ক — সিপাহীজলার কৃষিজীবী মানুষেরা বন্য বানরের আতঙ্কে অতিষ্ঠ।

গোরস্থান : ....

গঙ্গার জল : ....

লন্ঠন : ....

ভুতুরে : ....

ফন্দি : ....

বাহিরমহল : ....

শিউরে গাড়োয়ান : ....

ইষ্টদেবতা : ....

সইস : ....

শহর : ....

খ) পদ পরিবর্তন করো :

ভূত — ভৌতিক	আরাম—	জল—
লজ্জা—	ছায়া—	সময়—
জ্ঞান—	ঘন—	মাছ—
বন্ধু—	পশ্চিম—	মূর্খ—
মন—	কথা—	না—
বদমেজাজি—	সোনা—	সুর—
চোখ—	ঘুম—	পথ—
তেজ—	গ্যাস—	ঝগড়া—
গঙ্গা—	প্রথম—	তেল—
আলো—	হাঁপ—	বিষম—
ভাগ—	কাজ—	ঘর—

গ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

মিটমিটে —জ্বলজ্বলে।	কাঁচা—	পরে—
মোটা—	একলা—	মূর্খ—

সেকেলে—	সুর—	আলো—
মানুষ—	পশ্চিম—	নারাজ—
বাহির মহল—	ফাস্ট—	সামনে—
আরাম—	স্যাঁৎসেতে—	জ্বলন্ত—
চাপা—	কাজ—	ভূত—
পথ—	ঝগড়া—	জল—
লোভ—	আবু—	উলটা—
মুনাফা—	বন্ধু—	মস্ত—
ঘন—	তেজ—	নিচের—
বন্ধ—	ঘুম—	লজ্জা—
চাকর—	নাম—	ভাড়াটে—
শহর—		

ঘ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো :

ঝি — চাকর	মেয়ে-ভূত—	জমাদার—
ফেরিওয়ালা—	মেয়ে—	বাবু—
ঘোড়া—	ভূত—	ইষ্টদেবতা—
দাসী—	গিন্নি—	বউ—
বাবুরা—	ছাত্র—	ছেলে—

ঙ) শুদ্ধ রূপটি লেখো :

১। দ্বারোয়ান / দারোয়ান / দারোআন

২। দেওড়ি / দেউরি / দেউড়ি

৩। গোড়স্থান / গোরস্তান / গোরস্থান

৪। খরখড়ি / খড়খড়ি / খড়্খরি

৫। কার্নিস / কার্নিশ / কার্নিষ

৬। ফেরীওয়ালা / ফেরিআলা / ফেরিওয়ালা

৭। শ্যাকরাগাড়ি / শ্যাকরাগাড়ি /শ্যাকড়াগাড়ি

৮। পালকী / পালকি / পাল্কি

৯। লণ্ঠন / লন্টন / লণ্ঠন

১০। বিযলি / বিজলী / বিজলি

১১। গারোয়ান / গাড়োয়ান / গাড়োয়ান

১২। হাঁসফাঁসানি / হাসফাঁসানি / হাঁশফাঁষানি

চ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

টাকাওয়ালা = টাকা + ওয়ালা	ধম্মজ্ঞান—
শিউনন্দন—	ঘটাটোপ—
জ্বলন্ত—	বিদ্যালয়—

ছ) পদ নির্ণয় করো :

স্যাঁতসেতে — বিশেষণ	আড্ডা—	কুঠুরি—
গল্প—	ফেরিওয়ালা—	বিশ্রী—
গঙ্গা—	মূর্খ—	দেউড়ি—
মিট্‌মিটে—	গোরস্থান—	বাতি—
পিতল—	বিজলি—	দরজা—
জেদ—	কোমর—	ঝগড়া—
চামড়া—	ভাড়াটে—	পালকি—
বখরা—	ঘোড়া—	গাড়োয়ান—
হাড়—	লজ্জা—	চাবুক —

জ) প্রতি শব্দ লেখো :

মাথা — মস্তক,	শর—	মুন্ড—
পা—	পথ—	জল—
হাত—	ছেলে—	গাছ—
বন্ধু—	দাসী—	বউ—
পান—	গা—	মেয়ে—
ঘর—	বিজলি—	চোখ—
রাত্রি—	গঙ্গা—	দাদা—
মাস্টারমশায়—	টাকাওয়ালা—	ঘোড়া—
কলসি—	পা—	আলো—
দরজা—		

ঝ) **কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :**

১। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন পাতাওয়ালা বাদাম গাছ।

উত্তর: অধিকরণ কারকে, ‘এ’ বিভক্তি।

২। বাড়ির মহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল।

উত্তর:..

৩। তখন শহরে না ছিল গ্যাস।

উত্তর:..

৪। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত।

উত্তর:..

৫। আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কোলকাতায়।

উত্তর:..

ঞ) **এক কথায় প্রকাশ করো :**

১। শক্তিমান লোক — পালোয়ান।

২। ঝুলে রয়েছে যা —

৩। বদ (খারাপ) মেজাজ যার —

৪। প্রচুর পাতা আছে যার —

৫। ভিজে ভিজে ভাব —

৬। গাড়ি চালায় যে —

৭। ফেরি করে যে —

৮। দোর আগলায় যে —

৯। গোর দেওয়া হয় সেখানে —

১০। টাকা আছে যার —

ট) **গদ্যাংশে লেখক যেসব ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলো লেখো**

কার্নিশ — Cornice	মাস্টার—	কোচমান—
ট্রাম—	বুক—	অপিস—
মোটর—	বাক্স—	ফাস্ট—
কোচবাক্স—	বাস—	ব্যাঙ্ক —

ঠ) শূন্যস্থান পূরণ করো :

১। তাকে __________ বলবার লোক __________ ছিল। (দেখেছে/বিস্তর)

উত্তর : তাকে দেখেছে বলবার লোক বিস্তর ছিল।

২। তখন__________ কল বসেনি (জলের/নলের)

৩। পড়বার ঘরে জ্বলত __________ একটি সেজ। (দুই সলতের/এক সলতের)

৪। উপর থেকে __________ মিটমিটে আলোর __________। (ঝুলন্ত/লণ্ঠন)

৫। তখন শহরে না ছিল __________, না ছিল__________ । (বিজলি/গ্যাস)

৬। __________ আলো পড়ে যখন এল তার__________দেখে আমরা অবাক। (কেরোসিনের/তেজ)

৭। __________ মাথায় __________উঠত না। (রোদবৃষ্টিতে/ছাতা)

৮। ঘরে যেমন তাদের দরজা __________ , তেমনি বাইরে বেরবাব__________। (বন্ধ/পালকিতে)

৯। আমি __________ নিয়েছিলুম __________কলকাতায়। (সেকেলে/জন্ম)

১০। শহরে __________ ছুটছে, তখন ছড়ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড় বের করা__________ পিঠে। (শ্যাকরা গাড়ি/ ঘোড়ার পিঠে)

ড) সঠিক উত্তর (√) চিহ্ন দাও :

১। বেহারা জল তুলে আনত (পদ্মা / কুয়ো / গঙ্গা) থেকে।

২। ভুতের গল্প শুনে হেসে উড়িয়ে দিতেন রবীন্দ্রনাথের (দাদার বন্ধু / বন্ধুর দাদা / দাদার দাদা)।

৩। প্যারী সরকারের ফাস্ট বুক পড়াতেন (রবির দাদা /মাস্টার মশায় / বাবা)।

৪। পালোয়ান জমাদারের নাম ছিল (শ্রীরাম / গঙ্গারাম / সোভারাম)।

৫। মেয়েরা বাইরে যেত (কিটন্ / পালকি / ট্রাম) চড়ে।

৬। প্রাচীনকালে কলকাতায় (বাস / ট্রাম / শ্যাকরা) গাড়ি চলতো।

ঢ) নীচের বাক্যগুলোর মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা লেখো :

১। তখন জলের কল বসেনি।

উত্তর: তখন জলের কল বসেনি — সত্য।

২। বেহারা বাঁকে করে কলসি ভরে চৈত্র-বৈশাখের গঙ্গার জল তুলে আনত।

উত্তর:...

৩। মাস্টার মশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন সুধীন্দ্র সরকারের ফাস্ট বুক।

উত্তর:...

৪। আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়।

উত্তর:..

৫। না ছিল ট্রাম, না ছিল অটো, না ছিল ট্যাক্সিগাড়ি।

উত্তর:..

ণ) নীচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো : (প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)

কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদাদেবী। ছোটবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি' কাব্য রচনা করে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ সালে কবির মৃত্যু হয়।

ক) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ___________ জন্মগ্রহণ করেন। (১৮৫১ -১৯৩১/১৮৬১)।

খ) রবীন্দ্রনাথের পিতা ___________, মাতা ___________। (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাদেবী / অনুকূল ঠাকুর, প্রভাবতী দেবী)

গ) ছোটবেলা থেকেই ___________ সাহিত্য সাধনা শুরু। (রবীন্দ্রনাথের / দেবেন্দ্রনাথের)

ঘ) রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল ___________। (একমুখী / বহুমুখী)

ঙ) ইংরেজিতে ___________ কাব্য রচনা করে তিনি সাহিত্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। (গীতালি / গীতাঞ্জলি)

ত) সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করো :

১। তাহাকে দেখিয়াছে বলিবার লোক বিস্তর ছিল।

উত্তর: তাকে দেখেছে বলবার লোক বিস্তর ছিল।

২। টেবিলের তলদেশে পা রাখিলে পা সুড়সুড় করিয়া উঠিত।

উত্তর:..

৩। বাহির মহল হইতে বাটীর ভিতর যাইবার সঙ্কীর্ণ পথ ছিল।

উত্তর:..

৪। যাঁহারা ছিলেন অর্থবান, তাঁহাদের গাড়ি ছিল তক্‌মাচিহ্নিত।

উত্তর:..

৫। রহিয়া বসিয়া দিল চলিত।

উত্তর:..

লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬ - ১৯৩৮)

উৎসগ্রন্থ ঃ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ‘ছেলেবেলার গল্প’ গ্রন্থের প্রথম গল্পটি ‘লালু’।

সারাংশ:

ছেলেবেলায় ‘লালু’ নামে লেখকের এক বন্ধু ছিল। দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন লালু সবসময় অন্যকে ভয় দেখিয়ে জব্দ করত। একবার সে তার মাকে রবারের সাপ দিয়ে এমন ভয় দেখিয়েছিল যে, তিনি পা মচকে সাত-আট দিন খুঁড়িয়ে হেঁটেছিলেন। লালুর বাবা তেতলা বাড়ি তৈরি করলে তার মা গুরুদেবকে সেই বাড়িতে আনার আয়োজন আসবাবপত্র সরিয়ে নতুন ফিতের খাট এনে নতুন শয্যা তৈরি করা হয়।

গভীর রাতে পেটের ওপর ঠান্ডা জল পড়াতে গুরুদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হল। তিনি ঘাট নিয়ে সারা ঘরে ঘুরলেন। কিন্তু তাতেও জল আটকানো গেল না। শেষ পর্যন্ত বাইরে এসে মশার কামড় খেয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে নন্দরানি লজ্জায়-দুঃখে কাতর হয়ে আবিস্কার করলেন, এর পিছনে লালুর দুষ্টুমি রয়েছে।

শব্দার্থ লেখো : **(মান — ১)**

কৌশল — চালাকি	উপদ্রব—	পরিত্রাণ—
চটে—	সিদ্ধ—	পবিত্র—
আহ্নিক—	অকস্মাৎ—	শশব্যস্ত—
জো নেই—	দোর—	শ্রান্তি—
অবশ—	তিক্ত—	অনভ্যস্ত—
অম্ল—	উদ্‌গার—	উদ্রেক—
বাহিনি—	সঞ্চালন—	বিরত—
হেতু—	উপচার—	দস্যি—
কোঠি—	স্মৃতিরত্ন—	ঘোর—

আমেজ—	খুঁট—	বালকোচিত—
সুপ্ত—	জলযোগ—	কোষাকুষি—
ক্যাম্বিসের—	আস্ত—	চাঙর—
অর্ধশতাব্দী—	ঘটা—	রাজি—
ভারাতুর—	ন্যাকড়া	ঠেস—
লাঘব—	ফুঁড়ে শর্ত—	ব্যস্ত—
অম্ল —	উদ্‌গার—	গুরুদেব—

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান — ১)**

১) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

২) লালু কে ছিলেন?

উত্তর: ....

৩) লালুর বয়স কত ছিল?

উত্তর: ....

৪) লালুর মায়ের নাম কি?

উত্তর: ....

৫) 'লালু' গল্পটি কোন্ মূলগ্রন্থ থেকে সংকলিত?

উত্তর: ....

৬) লালুর প্রকৃতি কী রূপ ছিল?

উত্তর: ....

৭) লালুর বাবা কী কাজ করতেন?

উত্তর: ....

৮) লালুদের বাড়িটি ক'তলা?

উত্তর: ....

৯) "কিন্তু তিনি বৃদ্ধ।" —'তিনি' কে?

উত্তর: ....

১০) " সে জানত"— কে কী জানত?

উত্তর: ....

১১) "ইচ্ছে ছিল" — কার কী ইচ্ছে ছিল?

উত্তর: ....

১২) গুরুদেব স্মৃতিরত্নের দেশ কোথায় ছিল?

উত্তর: ....

১৩) 'অগত্যা' শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: ....

১৪) 'নন্দরানির গুরুদেবের উপাধি কী ছিল?

উত্তর: ....

১৫) অম্ল উদ্‌গর কী?

উত্তর: ....

১৬) 'সংখ্যায় এরা অগণিত।'—'এরা' কারা?

উত্তর: ....

১৭) "হঠাৎ এমনি সময় অভাবনীয় নতুন উপদ্রব।"—এখানে কোন উপদ্রবের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: ....

১৮) 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি কার লেখা?

উত্তর: ....

১৯) শরৎচন্দ্রের ছদ্মনাম কি?

উত্তর: ....

২০) "দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।"—উক্তিটি কার?

উত্তর: ....

২। রচনাধর্মী প্রশ্ন : **(মান — ৫)**

ক) "ফিতের খাট ভারী নয়, মশারিশুদ্ধ সেটা ঘরের আরেক ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন।"

অ) কে খাট টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন?

আ) কেন ঘাট টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন?

ই) মশারি থেকে বেরিয়ে এসেও তিনি নিস্তার পাননি কেন?

ঈ) ফিতের ঘাট ভারী না হওয়ার কারণ কী? **১+১+১+২=৫**

উত্তর: অ) শিষ্যা নন্দরানি খাট টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আ) হঠাৎ ঠান্ডা জল ওপর থেকে গায়ের উপর পড়ায় তিনি ঘাট টেনে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

ই) মশারি থেকে বার হলেও মাত্র আধ মিনিটের মধ্যে আবার তাঁর গায়ে জল পড়ায় তিনি নিস্তার পাননি।

ঈ) ফিতের ঘাটে শুধু কাঠের খোপ থাকে, তাতে ফিতে দিয়ে শয্যা তৈরি হয়। তাই সেটি হালকা ছিল।

খ) 'যে গাড়ি প্রথমে পাব সে গাড়িতে দেশে পালাবো'—উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) 'গুরুদেব অগত্যা তাতেই বসলেন'—গুরুদেব কীসের উপর কেন বসলেন? ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) অ) লালুকে নিয়ে লেখক কতগুলি গল্প শিখেছিলেন?

আ) লালুর মাস্টার রাখার ব্যাপারে তার বাবার প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল? ১ +৪=৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঙ) "সেখান থেকে লিখে পাঠিয়েছেন।"

অ) কে, কোথা থেকে লিখে পাঠিয়েছেন?

আ) পত্র পেয়ে নন্দরানির মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

ই) গুরুদেবের জন্য তিনি কী করেছিলেন? **২+৩=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

চ) নন্দরানি গুরুদেবের সেবাযত্নে কী আয়োজন করেছিলেন? **৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : **(মান —১)**

ক) পদ পরিবর্তন করো :

পথ — পাথেয়	গঙ্গা—	কোন—
রক্ত—	অচেতন—	ইচ্ছা—
ঘুম—	মন—	ফল—
দেহ—	গৃহস্থ—	উদ্বেগ—
ধনী—	মুখ—	চেষ্টা—
অনভব—	অনভ্যস্ত—	উপেক্ষা—
পরিপাট্য—	ব্যস্ত—	বিপদ—
বালকোচিত—	রাগ—	কোমল—
শয্যা—	আহার—	ভোজন—
দিন—	আশঙ্কা—	দূর—
চোখ—	পাগল—	বাতাস—
কথা—	ক্ষোভ—	কাজ—
আভাস—	শ্রম—	ক্লান্ত—

খ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

আহার — অনাহার	দেশ—	হতবুদ্ধি—
বিপজ্জনক—	ধীরে—	ওধার—
উপায়—	বিরাম—	এলোমেলো—
সম্ভব—	সুপ্ত—	বাইরে—
জাগরণ—	ঠান্ডা—	চেষ্টা—

আনন্দ—	দক্ষিণ—	প্রসন্ন—
ঘন—	কেঁদে—	পুষ্ট—
দিন—	সমান—	মেলে—
অগণিত—	রাজী—	পবিত্র—
অর্ধ—	রাগ—	শর্ত —

গ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

অর্ধেক = অর্ধ + এক।	শশব্যস্ত—	বালকোচিত—
সঞ্চালন—	নিশ্চিত—	দুর্বিপাক—
দুর্যোগ—	আশীর্বাদ—	বিপজ্জনক—
নিরন্তর—	আহারাদি—	পরিচর্যা—
নিরন্ত—	উদ্বেগ—	নিঃশ্বাস—
মনস্কামনা—	উপলক্ষ—	নিশ্চিন্ত—
মিষ্টান্ন—	উপেক্ষা—	উদ্যোগ —

ঘ) শুদ্ধ রূপটি লেখো :

১। মনোস্কামনা / মনস্কামনা / মনঃস্কামনা

২। কেস্বিস / ক্যাম্বিষ / ক্যাম্বিস

৩। পারিপাটি / পরিপাটি / পরিপাটী

৪। হারামজাদা / হারামযাদা / হাড়ামজাদা

৫। পরিচর্য্যা / পরিচর্যা / পরীচর্যা

৬। নিঃচিন্ত / নিচ্চিন্ত / নিশ্চিন্ত

৭। যথেষ্ঠ / যথেষ্ট / যথেস্ট

৮। সয্যা / শজ্যা / শয্যা

৯। মশারি / মসারী / মষারি

১০। আশংখা / আসঙ্কা / আশঙ্কা

ঙ) বাক্য রচনা করো :

বীরপুরুষ = বীরপুরুষ বীরের মতো আত্মবলিদান করে থাকেন

আক্রমণ : ....

অনভ্যস্ত : ....

অগত্যা : ....

প্রসন্ন : ....

কৌশল : ....

উদ্যোগ : ....

শতাব্দী : ....

আশীর্বাদ : ....

উপদ্রব : ....

ক্লান্ত : ....

সুপ্ত : ....

জব্দ : ....

টিউটর : ....

তেতলা : ....

চ) পদ নির্ণয় করো :

আসবাবপত্র —বিশেষ্য	শয়তানি—	লজ্জা—
দক্ষিণ গৃহস্থ—	পাগল—	গাড়ি—
বাড়ি—	ঘর—	ঠান্ডা—
বারান্দা—	বৃষ্টি—	প্রাণ—
বজ্জাত —	দস্যি —	ছাদ —
ধনী —		

ছ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো :

চাকর — ঝি	গরুদেব —	বুড়ো—
মাসি—	বন্ধু—	পাগল —
পুলিশ—	উকিল—	গুরুদেব —
রানি —	মাস্টার—	স্ত্রী—
বৃদ্ধ —	মা —	

জ) কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :

১। কিন্তু সেখানেও তেমনি।

উত্তর: অধিকরণ কারকে, ‘এও’ বিভক্তি।

২। নানা কথাবার্তায় বাত হয়ে গেল।

উত্তর:..

৩। গুরুদেবের পায়ে ধুলো পড়বে।

উত্তর:..

৪। তিনি রাগ করে বললেন।

উত্তর:..

বাঙলা ইস্কুলের এক ক্লাসে পড়তাম।

উত্তর:..

ঝ) সমার্থক শব্দ লেখো :

ভোজন = খাওয়া, আহার।	পুজো—	মন—
মাথা—	হাত—	পথ—
বন্ধু —	মানুষ —	বাবা—
ছেলে —	মুখ—	আকাশ—
সূর্য—	বাতাস—	জল—
বাড়ি—	মা—	স্ত্রী —
সাপ—	রাত্রি—	পা—
দেহ—	চোখ—	

ঞ) এক কথায় প্রকাশ করো :

১। যা বলা যায় না— অব্যক্ত

২। স্মৃতি শাস্ত্রে যিনি রত্ন —

৩। হত হয়েছে বুদ্ধি যার —

৪। ইষ্টকে অতিক্রম না করে —

৫। সম্ভবকে অতিক্রম না করে —

৬। তিন সীমানার সমাহার —

৭। বুদ্ধি নষ্ট হয়েছে যার —

৮। চেতনা নেই যার —

৯। যা সব দুঃখ কষ্ট হরণ করে —

১০। গৃহে বাস করেন যিনি —

১১। তিন তলার সমাহার —

১২। শশকের ন্যায় ব্যস্ত যিনি —

১৩। উকিলের কাজ, অভ্যাস নেই যার —

ট) শূন্যস্থান পূরণ করো :

১। দিন কয়েক পরে ______________ এসে উপস্থিত হলেন। (গুরুদেব/লালু)

উত্তর: দিন কয়েক পরে গুরুদেব এসে উপস্থিত হলেন।

২। ____________ বাপ ____________ গৃহস্থ। (লালুর/ধনী)

৩। বছর কয়েক হলো ___________ ভেঙে ____________ বাড়ি করেছেন। (পুরোনো বাড়ি/তেতলা)

৪। সেই অবধি লালুর মায়ের আশা __________ এ বাড়িতে এনে তাঁর পায়ের________নেন। (গুরুদেবকে/ধুলো)

৫। গভীর __________অকস্মাৎ তাঁর __________ভেঙ্গে গেল। (রাতে / ঘুম)

৬। পশ্চিমের বড়ো বড়ো __________দুই কানের পাশে এসে __________জুড়ে দিল। (মশা / গান)

ঠ) সঠিক উত্তরে (√) চিহ্ন দাও :

১। লালুর বাবা ছিলেন (ডাক্তার / ইঞ্জিনিয়ার / উকিল)।

২। মশারির থেকে যে জল পড়েছিল, তা ছিল (বরফ / নুন / পাথর) গলা জল।

৩। লালুর কান্ড জেনে গুরুদেব (রেগে যান /হাসতে থাকেন /বকতে থাকেন)।

৪। লালু গল্পটির লেখক (বঙ্কিমচন্দ্র / শরৎচন্দ্র / তারাশঙ্কর)।

৫। গুরুদেব (ফরিদপুর / জব্বলপুর / মারহানপুর) অঞ্চলে বাস করতেন।

ড) সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করো :

১। মাসিমা তাহাকে আসিতে দিলেন না।

উত্তর: মাসিমা তাহাকে আসতে দিলেন না।

২। নন্দরানি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন।

উত্তর:...

৩। শীঘ্র নামাইয়া লইয়া দেখিতে পাইলেন।

উত্তর:...

৪। ইচ্ছা হইল ডাক ছাড়িয়া চিৎকার করেন।

উত্তর:...

৫। গরুদেব অগত্যা তাহাতেই বসিলেন।

উত্তর:...

৬। দিবস কয়েক পরে গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

উত্তর:..

৭। ফিরিবার পথে নন্দরানিকে আশীর্বাদ করিয়া যাইবেন।

উত্তর:..

৮। এই বাড়িতে আনিয়া তাহার পদধূলি ফেলিয়াছেন।

উত্তর:..

৯। সর্প দেখাইয়া একদা এমন বিপদে ফেলিয়াছিল।

উত্তর:..

১০। তোমরা ঠিকমত ধারণা করিতে পারিবে না।

উত্তর:..

ঢ) সত্য মিথ্যা বিচার করো :

১। শরৎচন্দ্র 'ছেলেবেলা গল্প' নাম দিয়ে কয়েকটি গল্প লিখেছেন—সত্য

২। 'লালু' নামে দুটি গল্প রয়েছে। —

৩। শরৎচন্দ্রের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবীপুর গ্রামে।—

৪। ছোটবেলায় 'লালু' নামে লেখকের এক বন্ধু ছিল।—

৫। শরৎচন্দ্রের ছদ্মনাম অনিলা দেবী।—

৪। নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো : (প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)

ছোটবেলায় 'লালু' নামে লেখকের এক বন্ধু ছিল। লেখক ও লালু একই ক্লাসে পড়তেন। লালুর মাথায় ছিল দুষ্টু বুদ্ধি সবাইকে ভয় দেখিয়ে জব্দ করত। একবার সে তার মাকে রবারের সাপ দিয়ে এমন ভয় দেখিয়েছিল যে পা মচকে তিনি সাত-আটদিন খুঁড়িয়ে হেঁটে ছিলেন। তিনি রাগ করে লালুর বাবাকে বললেন একজন মাস্টার রেখে দিতে।

ক) ছোট বেলায় লেখকের বন্ধু ছিল ________________ । (বলাই / লালু)

খ) লালুর একই ক্লাসে ________________ বন্ধুটি পড়তেন। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

গ) লালুর মাকে ________________ সাপ দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়। (রবারের / প্লাস্টিকের)

ঘ) লালু মাথায় ছিল ________________ । (দুষ্টু বুদ্ধি / কূট বুদ্ধি)

ঙ) লালু মা ________________ দিন খুঁড়িয়ে হেঁটেছিলেন। (পাঁচ-সাতদিন / সাত-আটদিন)

৫। নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো : (প্রতিটির মান — ২)

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। তাঁর শৈশব কেটেছে বিহারের জগলপুর তাঁর মামার বাড়িতে, তাই তাঁর লেখায় বারবার ভাগলপুরে প্রকৃতি ও জনপদ ঘুরে ফিরে এসেছে। শরৎচন্দ্র অসংখ্য গল্প,

উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন। 'মন্দির' গল্পটির জন্য 'কুন্তলীন' পুরস্কার লাভ করেন। 'শ্রীকান্ত' তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাসগুলি — 'বড়দিদি', 'পল্লিসমাজ', 'বিরাজবৌ', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দেবদাস' প্রভৃতি। এই মহান কথাশিল্পী ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

ক। কত সালে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর:..

খ। শরৎচন্দ্রের পিতা ও মাতার নাম লেখো?

উত্তর:..

গ। শরৎচন্দ্রের শৈশব কোথায় কেটেছে?

উত্তর:..

ঘ। কোন্ গল্পটির জন্য শরৎচন্দ্র 'কুন্তলীন' পুরস্কার লাভ করেন?

উত্তর:..

ঙ। শরৎচন্দ্রের দুটি উপন্যাসের নাম লেখো?

উত্তর:..

নিশাচর

সুকুমার রায় (১৮৮৭ - ১৯২৩)

উৎসগ্রন্থ ঃ 'নিশাচর' গল্পটি 'সুকুমার রায় সমগ্র রচনাবলি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

সারাংশ :

পৃথিবীতে অনেকরকম নিশাচর প্রাণী বাস করে। রাত্রে চরে যে এই অর্থে তাদের নাম নিশাচর হয়েছে। সারাদিন এরা সাধারণত আড়ালেই থাকে। রাতে তারা বের হয়। প্যাঁচা, বাঁদুর-এরা হল নিশাচর প্রাণী। এরা রাতের অন্ধকারে খাবারের খোঁজে বের হয়। রোদে এরা অসুবিধা বোধ করে। আবার যে সব জন্তুদের রক্ত ঠান্ডা, তারাও রোদকে এড়িয়ে চলে এবং দিনের বেলা ঠান্ডা কোন স্থানে আশ্রয় নেয়। মাংসাশী জন্তু বাঘ অথবা সিংহও তাদের খাবারের খোঁজে বের হয় মূলত রাতে, কারণ তখন শিকার পাওয়া সহজ বলে। লেমার নামক একপ্রকার জন্তুও রাতেই পোকামাকড় ধরে। এমনকি, গৃহস্থ বাড়ীর দেওয়ালে যে টিকটিকি দেখা যায়, তাদের প্রার্দুভাব ঘটে রাতেই। নিশাচর প্রাণীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এরা চলাফেরা করার সময় কোনরকম শব্দ করে না। টার্সীয়ের নামক একপ্রকার নিশাচর বাঁদর আছে। তাদের বিভৎস গড়ন দেখে লোকে ভূত বলে মনে করে। ভারতীয় পুরাণে রাক্ষসদেরও নিশাচর বলা হয়। চোর—ডাকাত তো অবশ্যই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, রাতেই তাদরে কাজকর্ম শুরু হয়। তবে বর্তমানে এমন অনেক কাজ আছে, যা রাতে জেগে থেকে করতে হয়। যেমন দুধের কারখানা, খবরের কাগজ, বিদ্যুৎ, রাতের গার্ড — এসবই নিশাচর হয়ে উঠছে।

শব্দার্থ লেখো :

ঠুকরিয়ে — ঠোঁট দিয়ে আঘাত করে।	সইতে—	ঝলসে যায়—
নেহাত—	ঝাপটে—	গোছের—
অনিষ্ট—	মিছামিছি—	সর্বনাশা—
গা ঢাকা দিয়ে—	অদ্ভূত—	তাকাতেই—
আকাশময়—	উৎসাহ—	অভ্যাস—
ক্ষুদে—	ধরণ—	পুরাণে—
রাক্ষসদের—	স্টিমার—	খাটতে—
চলাফেরা—	খোঁজে—	শরীর—

পছন্দ—	শিকার—	শক্ত—
আড়াল—	পোকামাকড়—	ঝোঁপ—
চালচলন—	নিশাচর—	

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান — ১)**

১) 'নিশাচর' গদ্যাংশটির মূলগ্রন্থের নাম কি?

উত্তর: 'নিশাচর' গ্যাদাংশটির মূলগ্রন্থের নাম 'সুকুমার রায় সমগ্র রচনাবলি'।

২) 'নিশাচর' গদ্যাংশটি কার লেখা?

উত্তর: ....

৩) যারা রাত জেগে চলাফেরা করে তাদের কী বলে?

উত্তর: ....

৪) কাকাপো কী?

উত্তর: ....

৫) প্যাঁচাটিয়া কী?

উত্তর: ....

৬) প্যাঁচার চোখ দেখতে কেমন?

উত্তর: ....

৭) 'অন্য পাখিরা ঠুকরিয়ে অস্থির করে তোলে।'—কাদের অস্থির করে তোলে?

উত্তর: ....

৮) একটি নিরীহ জন্তুর নাম লেখো।

উত্তর: ....

৯) ইদুঁর সারাদিন লুকিয়ে থাকে কেন?

উত্তর: ....

১০) 'ভূত বানর' কাকে বলা হয়?

উত্তর: ....

১১) সুকুমার রায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: ....

১২) দুটি পতঙ্গাভুক্ প্রাণীর নাম বলো।

উত্তর: ....

১৩) লেমার কী খায়?

উত্তর: ....

১৪) কার ভোজটা সন্ধ্যেবেলায় ভালো জমে?

উত্তর: ....

১৫) টার্সীয়েরকে মানুষের ভয় করার একটি কারণ উল্লেখ করো।

উত্তর: ....

১৬) এ যুগের সভ্য মানুষ রাতকে কী করে রাখে?

উত্তর: ....

১৭) ঘুমন্ত মানুষের সর্বনাশ করে কারা?

উত্তর: ....

১৮) নিশাচর জন্তুদের চোখ কীরকম হয়?

উত্তর: ....

১৯) টার্সীয়েকে লোকে কিসের মতো ভয় করে?

উত্তর: ....

২০) 'পাগলা দাশু' রচনাটি কার?

উত্তর: ....

২। রচনাধর্মী প্রশ্ন : **(মান — ৫)**

১) "টিকটিকির ভোজটাও সন্ধ্যার পরে তাই জমে ভালো।"

ক) উদ্ধৃতাংশটি কোন্ প্রসঙ্গে করা হয়েছে?

খ) সন্ধ্যার পরে টিকটিকির ভোজ ভালো জমে কেন? **২ + ৩ = ৫**

উত্তর: ক) টিকটিকির খাদ্যান্বেষণের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রসঙ্গক্রমে লেখক উদ্ধৃতাংশটি উল্লেখ করেছেন।

খ) সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে যখন আলো জ্বালানো হয়, তখন পোকামাকড় আলোর চারপাশে এসে বসে। তখন টিকটিকিও আলোর পাশে যেখানেই পোকা, সেখানে খাদ্যের লোভে বেশি করে আসা যাওয়া করে। তাই সন্ধ্যের পর তাদের খাদ্য বা ভোজটা বেশি ভালো করে জমে।

২) "কারও কোনো অনিষ্ট করে না, কেবল পোকামাকড় খেয়ে থাকে অথচ লোকে তাকে মিছিমিছি ভূতের মতো ভয় করে।"

ক) আলোচ্য অংশটি কার লেখা?

খ) কোন্ রচনার অন্তর্গত?

গ) এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে?

ঘ) এদের ভূতের মতো ভয় করার কারণ কী? **১+১+১+২ = ৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩) "উড়তে উড়তে পোকা ফড়িং খেয়ে বেড়ায়"— ব্যাখ্যা করো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৪) "নিশাচরেরা রাত্রে আহার করে কেন? তার নানা কারণ আছে।"

ক) উদ্ধৃতাংশটি কার, কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ) কোন্ কোন্ মানুষকে এরকম নিশাচর বলা হয়েছে?

গ) কেন নিশাচর বলা হয়েছে? **২+১+২ = ৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৫) 'নিশাচর' রচনাটির বিষয়বস্তু খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৬) 'নিশাচর' রচনাংশটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : **(মান — ১)**

ক) পদ পরিবর্তন করো:

রাক্ষস — রাক্ষুসে	আনন্দ—	রস—
দিন—	পুরাণ—	মুখ—
রক্ত—	ব্যস্ত—	সাহস—
অস্থির—	ভয়—	কাগজ—
শত্রু—	গঠন—	রোগা—
শিকার—	সর্বনাশ—	ডাকাত—

খ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

ক্ষুদে—বড়ো	সভ্য—	অভ্যাস—
উৎসাহ—	আশা—	ছায়া—
গরম—	শত্রু—	নিরীহ—
সুবিধা—জেগে—	রাত—	
নিশাচর—	রোদ—	শক—
ব্যস্ত—	পছন্দ—	ছোট—

গ) এক কথায় প্রকাশ করো :

১। রাতে চরে যে — নিশাচর

২। শব্দ না করে —

৩। মাংস খায় যে —

৪। ঘুমিয়ে আছে এমন —

৫। গাড়ি চালায় যে —

ঘ) বাক্য রচনা করো :

গোলগোল — প্যাঁচার চোখ গোলগোল।

পোকাখোর—

মাংসখোর—

ঝলসে —

ঙ) শুদ্ধ রূপটি লেখো :

১। সর্বনাস / সর্বনাশ / সর্বনাষ

২। শীকার / সীকার / শিকার

৩। পোকামাকর / পোকামাকড় / পোকামাকঢ়

৪। ব্যঙ / ব্যাঙ / ব্যাং

৫। রাক্ষষ / রাক্ষস / রাক্ষশ

৬। নিশব্দ / নীশব্দ / নিঃশব্দ

৭। নিচ্চয় / নিশ্চয় / নীশ্চয়

৮। নিশাচড় / নীশাচর / নিশাচর

৯। চামচিকা / চমচিক / চামচীকা

১০। স্টিমার / ষ্টিমার / ইসটিমার

চ) সমার্থক শব্দ লেখো :

পাখি — বিহঙ্গ,	পক্ষী—	খেচর—
বিহগ—	বানর—	সিংহ—
বাঘ—	সাপ—	শরীর —

ছ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো :

রাক্ষস — রাক্ষসী	সাপ—	সিংহ—
প্যাঁচা—	বাঘ—	বানর—
সভ্য—	ভদ্র—	

জ) পদ নির্ণয় করো :

ঘুমন্ত — বিশেষণ	রাক্ষস—	ক্ষুদে—
শিকার—	নিরীহ —	কাগজ—
ডাকাত—	শক্ত—	শরীর—
অস্থির—	মজুরি—	উৎসাহ—

ঝ) কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :

১। নিশাচরেরা রাত্রে আহার করে।

উত্তর: কর্তৃকারকে, 'এরা' বিভক্তি।

২। রাত্রে আলোর কাছে টিকটিকির পোকা শিকারের উৎসাহ তোমরা দেখেছ।

উত্তর:..

৩। এর সমস্ত কপালজোড়া বড়ো বড়ো চোখ।

উত্তর:..

৪। কারো কোনো অনিষ্ট করে না।

উত্তর:..

৫। আমাদের পুরাণে রাক্ষসদের নাম নিশাচর।

উত্তর:..

ঞ) শূন্যস্থান পূরণ করো :

১। __________ ভোজটাও সন্ধ্যার পরে জমে ভালো। (টিকটিকির / প্যাঁচা)

২। আর একদল ________________ আছে, যারা রাত্রে বেরোয় ভালরকম ________________ জোটে বলে। (নিশাচর / শিকার)

৩। ________________ রাত্রে ________________করে কেন? (নিশাচর / আহার)

৪। তার নানা ________________ আছে। (কারণ / ব্যাপার)

৫। দিনের ________________ বেরুতে সাহস পায় না, রাত্রে ________________ তাদের গা ঢাকা দিয়ে চলবার সুবিধা হয়। (আলোতে / অন্ধকারে)

ট) সঠিক উত্তরে (√) চিহ্ন দাও :

১। টার্সীয়েরকে বলা হয় (প্রেত / যম / ভূত) বানর।

২। এক ধরনের ক্ষুদে (পেঁচা / বানর / টিকটিকি) আছে যার নাম লেমার।

৩। চামচিকির অপর নাম (পাটকাটি / চাকাটি / নাকাটি)।

৪। নিশাচর প্রাণীরা (দিনে / দুপুরে / রাতে) জেগে থাকে।

৫। 'নিশাচর' শব্দের অর্থ (উড়ে যে / খায় যে / চরে যে)।

ঠ) সত্য মিথ্যা যাচাই করো :

১। 'কলেবর'-এর প্রতিশব্দ পাখি।

উত্তর:..

২। 'প্যাঁচা'-কে বলা হয় নিশাচর প্রাণী।

উত্তর:..

৩। 'খাইদাই' রচনাংশটি সুকুমার রায়ের লেখো।

উত্তর:..

৪। নিশাচর জন্তুদের প্রায় সকলের মধ্যেই একটি অভ্যাস দেখা যায়—সেটি হচ্ছে জোরে চলা।

উত্তর:...

৫। সুকুমার রায় 'সন্দেশ' হচ্ছে জোরে চলা।

উত্তর:...

ড) সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করো :

১। ইহাদের পক্ষ ক্ষুদ্র বলিয়া ভাল করিয়া উড়িতে পারে না।

উত্তর: এদের ডানা ছোট বলে ভাল করে উড়তে পারে না।

২। নিশাচর বলা হয় তাহাদের যাহারা রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া চলাফেরা করে, অর্থাৎ আহার অনুসন্ধান করে।

উত্তর: ....

৩। আর একদল নিশাচর রহিয়াছে, যাহারা রাত্রে বাহির হয় উত্তম রূপে শিকার প্রাপ্তি হয় বলিয়া।

উত্তর: ....

৪। রাত্রে অন্ধকারে দেখিতে হয় বলিয়া তাহাদের চক্ষু দুইটিও তেমন করিয়া তৈয়ার হইয়াছে।

উত্তর: ....

৫। বৃক্ষের অন্তরাল হইতে অকস্মাৎ উঁকি মারিয়াই রবারের ন্যায় নিঃশব্দে লম্ফ দিয়া পুনরায় দশ হস্ত দূর হইতে উঁকি মারে।

উত্তর: ....

৪। নীচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো : (প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)

নিশাচরেরা রাত্রে আহার করে কেন? তার নানা কারণ আছে। প্রথমত, যারা শত্রুর ভয়ে দিনের আলোতে বেরুতে সাহস পায় না, রাত্রে অন্ধকারে তাদের গা ঢাকা দিয়ে চলবার সুবিধা হয়। যেমন আফ্রিকার 'কাকাপো' অথবা 'প্যাচাটিয়া'। এদের ডানা ছোটো বলে ভালো করে উড়তে পারে না, দিনের বেলা বেরোলেই অন্য পাখিরা ঠুকরিয়ে অস্থির করে তোলে। ইঁদুর জাতীয় নানারকম নিরীহ জন্তু আছে, তারাও একরকম শত্রুর ভয়ে সারাদিন লুকিয়ে থাকে, রাত্রে শিকারের খোঁজে বেরোয়।

ক) নিশাচরেরা রাত্রে আহার করে কেন?

উত্তর: ....

খ) আফ্রিকার ——— অথবা ———। (শূণ্যস্থান পূরণ করো)

উত্তর: ....

গ) ইঁদুর কি জাতীয় জন্তু?

উত্তর: ....

ঘ) যারা শত্রুর ভয়ে দিনের আলোতে বেরোতে পারে না তাদের কি বলে?

উত্তর: ....

ঙ) রাত্রে শিকারের খোঁজে কারা বের হয়?

উত্তর: ....

চ) 'কাকাপো' কী?

উত্তর: ....

ছ) 'প্যাচাটিয়া' কী?

উত্তর: ....

৫। নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ **(প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)**

সুকুমার রায় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। শিশুকাল থেকে তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। তাঁর প্রায় সমস্ত লেখা শিশুদের জন্য। 'হযবরল', 'আবোলতাবোল', 'খাই খাই', 'পাগলাদাসু', ঝালাপালা ইত্যাদি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় মারা যান।

ক। কত সালে, কোথায় সুকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর:...

খ। সুকুমার রায়ের পিতার নাম লেখো?

উত্তর:...

গ। সুকুমার রায় কোন পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন?

উত্তর:...

ঘ। সুকুমার রায় কাদের জন্য সবচেয়ে বেশী লিখেছেন?

উত্তর:...

ঙ। সুকুমার রায়ের লেখা দুটি গ্রন্থের নাম লেখো?

উত্তর:...

আমের কুসি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

উৎসগ্রন্থ ঃ বিভূতিভূষণের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র দ্বিতীয় অংশ 'আম আঁটির ভেঁপু'র সপ্তম পরিচ্ছেদের নির্বাচিত অংশ 'আমের কুসি'।

সারাংশ:

অপু এবং দুর্গা হল বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' নামক উপন্যাসের দুটি বিখ্যাত চরিত্র। অপু যখন সকালবেলা রোয়াকে বসে খেলা করছিল, তখন তার দিদি দুর্গা আমের কুসি নিয়ে এসেছিল, নুন দিয়ে জারিয়ে রেখে দুজনে খাবে বলে। দুজনেরই মায়ের প্রতি খুব ভয় ছিল। তবুও অপু সাহস করে মায়ের তেল থেকে খানিকটা নিয়ে আসতে যায়। শেষে মাখা হয়ে গেলে অপুকে তার থেকে খানিকটা খেতেও দেয় দুর্গা। ইতিমধ্যে তাদের মা সর্বজয়া এসে উপস্থিত হন। দুর্গাকে ডাকলেও সে সাড়া দিতে পারে না, মুখ ভর্তি আমের কুসি থাকায়। শেষে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে দুই ভাই বোন না চিবিয়ে গিলে খেতে শুরু করলো। শেষে কোনক্রমে শেষ করে মা কেন ডাকছেন জানতে গেল। মা তো তাকে রীতিমতো শাসন করতে শুরু করে দেন। কারণ সে সংসারের কোনো কাজকর্ম করে না। মা ব্যস্ত, তখনি অপু এসে তাকে খিদে পাওয়ার কথা জানায়। অথচ সর্বজয়ার তখনো অনেক কাজকর্ম বাকি। চাল ভাজা খেতে খেতে শিশু অপু একসময় বলে ফেলে যে আম খেয়ে তার দাঁত টকে গেছে, সে কিছুই চিবুতে পারছে না। মা বুঝতে পারেন, নিশ্চয়ই দুর্গা কোথাও গিয়ে নিয়ে এসেছে। মা দুর্গাকে বিশ্বাস করতে পারেন না, তবে স্বর্ণ গোয়ালিনি এসে পড়ায় ব্যাপারটা আর বেশি দূর এগোল না। সর্বজয়া গোয়ালিনির দেরি করে আসার ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করলেন। দিদির সঙ্গো অপু যেই উঠানে নেমেছ দুধ দোয়া দেখতে, তখনি দুর্গা সুযোগ পেয়ে ভাইকে ভৎর্সনা করে এবং জানায় যে আর কখনো সে অপুকে আম দেবে না।

শব্দার্থ দিয়ে স্তম্ভ মিলাও :

ক)	'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
অ)	রোয়াক	১) অপরিষ্কার
আ)	চাপা	২) আমের বোল্
ই)	গুটি	৩) বারান্দা
ঈ)	লক্ষ্মীছড়া	৪) বারান্দায়
উ)	দাওয়ায়	৫) বাউন্ডুলে

খ)	<u>'ক' স্তম্ভ</u>	<u>'খ' স্তম্ভ</u>
	অ) নর্ঘাত	১) অধিকার
	আ) হাবা	২) বোধক
	ই) নাগাল	৩) বোকা
	ঈ) সূচক	৪) মোক্ষম
	উ) নির্ঘাত	৫) অব্যর্থ

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো : **(মান —১)**

১) 'আমের কুসি' গদ্যাংশের লেখক কে?

উত্তর: 'আমের কুসি' গদ্যাংশের লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২) 'আমের কুসি' গদ্যাংশের মূল উৎস কি?

উত্তর: ....

৩) হরিহরের মেয়ের নাম কি?

উত্তর: ....

৪) 'সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না'—'সে' কে?

উত্তর: ....

৫) দুর্গার বয়স কত?

উত্তর: ....

৬) সকাল বেলায় দুর্গা কোথায় ছিল?

উত্তর: ....

৭) "মা মারবে যে?"—মা কাকে, কেন মারবে?

উত্তর: ....

৮) দুর্গা দেখতে কেমন ছিল?

উত্তর: ....

৯) "শিগগির যা"—কে, কাকে কোথায় যেতে বলেছে?

উত্তর: ....

১০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: ....

১১) 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রকাশকাল কত?

উত্তর: ....

১২) ‘মৌরিফুল’ গল্পটি কার লেখা?

উত্তর: ....

১৩) দুর্গা কোথায় আম কুড়িয়ে পেয়েছিল?

উত্তর: ....

১৪) ‘সাবধানে নিবি’—নইলে কী হবে?

উত্তর: ....

১৫) “তুই তো একটা হাবা ছেলে।”—কে, কাকে একথা বলেছে?

উত্তর: ....

১৬) ‘হাবা’ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: ....

১৭) “নে হাত পাত।”—কে কাকে, কী নেবার জন্য হাত পাততে বলেছে?

উত্তর: ....

১৮) “আমি যে নাগাল পাইনে?”— কে কী নাগাল পায় না?

উত্তর: ....

১৯) গোয়ালিনির নাম কি ছিল?

উত্তর: ....

২০) দুর্গা মায়ের ডাক শুনে কি করেছিল?

উত্তর: ....

২১) ‘ইছামতী’ উপন্যাসের প্রকাশকাল কত?

উত্তর: ....

২। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : **(মান—৫)**

ক) “অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথায় পেলি রে দিদি?”

অ) অপু কে?

আ) তার দিদির নাম কি?

ই) অপুর আহ্লাদ কীসের? **১+১+৩=৫**

উত্তর: অ) অপু ‘আমের কুসি’ গল্পাংশের কথিত হরিহরের ছেলে।

আ) অপুর দিদির নাম দুর্গা।

ই) কচি কাটা আম খেতে অপুও ভালোবাসে। তার মনে দারুণ আনন্দ, কারণ সে জানে এই কচি কাটা আমের ভাগ সেও পাবে। তাই দিদি যখন পট্‌লিদের বাগান থেকে আম কুড়িয়ে এনেছিল, তখন অপু তা দেখে আহ্লাদিত হয়েছিল। এই কারণেই অপু আহ্লাদিত।

খ) "সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনাসূচক হাসি হাসিল।"

অ) 'সে' কে?

আ) সে কী দোষ করেছে?

ই) সে হাসল কেন? **১+১+৩=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গ) দুর্গা তার ভাই অপুর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করত? **৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঘ) "মা ঘাট থেকে আসে নি তো?"

অ) কে, কাকে একথাটি বলেছে?

আ) কেন সে মা'কে খুঁজছে? **২+৩=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঙ) "চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই।"

অ) কার চিবিয়ে খাওয়ার সময় নাই?

আ) সে কী খাচ্ছিল?

ই) চিবিয়ে খাওয়ার সময় নেই কেন? **১+১+৩=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

চ) “আমের কুসি”—গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ছ) দুর্গার মা বাড়ি ফিরে এসে মেয়েকে কেন এবং কী বলে শাসন করেছিল? ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

জ) “এত বেলা করে এলে কি বাঁচে?”

অ) বক্তা কে?

আ) এত বেলা করে কে এসেছিল?

ই) বেলা করে এলে বাছুর কেন বাঁচবে না? **১+১+৩=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঝ) "হাবা একটা কোথাকার"

অ) আলোচ্য অংশটি কোন্ রচনার অন্তর্গত?

আ) বক্তা কে?

ই) কখন, কেন সে একথা বলেছিল? **১+১+৩=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ঞ) 'আমের কুসি' গল্পাংশের সারাংশ নিজের ভাষায় লেখো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : (প্রতিটি প্রশ্নের মান —১)

ক) পদ পরিবর্তন করো :

সত্য — সত্যতা	সচেতন—	সময়—
রুক্ষ—	সংকুচিত—	সাবধান—
দোষ—	রং—	ভাগ—
পাতলা—	জঞ্জাল—	মিশ্রিত—
দুধ—	মিষ্টি—	দিন—
সুর—	ঘর—	সম্বন্ধ—
হাত—	তেল—	মুখ—
বৎসর—	মন—	প্রকাশ—
চোখ—		

খ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

সচেতনতা — অসচেতনতা	পিছনে—	বিপন্ন—
সত্য—	সংকুচিত—	বুদ্ধি—
দোষ—	সময়—	অংশ—
ভর্তি—	শব্দ—	বাহির—
সাবধান—	নিম্নস্বরে—	তলায়—
আহ্লাদ—	ময়লা—	রং—
নামিয়া—	পাতলা—	সকাল—
দোষ—	বাঁচে—	বড়ো—
ফর্সা—	এখন—	রাত—
শিগগির—	বেশি—	হাবা—

গ) বাক্য রচনা করো :

সত্য — সূর্য পূর্বে দিকে উঠে, এটি একটি চিরন্তন সত্য কথা।

রাতদিন : ....

বাঁদর : ....

হাসি : ....

হাঁপ : ....

চাল : ....

সুর : ....

সতর্কতা : ....

সকাল : ....

ফর্সা : ....

ঘ) শুদ্ধ রূপটি লেখো :

১। গোয়ালিনি / গোয়ালিনী / গোয়ালীনি

২। প্রকাশ / প্রকাস / প্রকাষ

৩। বাতসরিক / বাৎসরিক / বাৎসড়িক

৪। বিভূতিভূষণ / বিভূতিভূষণ / বিভূতিভুষণ

৫। দূর্গা / দুর্গা / দুরগা

ঙ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

রান্না = রাঁধ্ + না	গোগ্রাস—	প্রাণপণে—
সংসার—	দৃষ্টি—	স্বর্ণ—

চ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো :

গাই = গুরু	গোয়ালিনী—	বাছুর—
বাঁদর—	ছেলে—	মার—
মা পুত্র—	ভাই—	লক্ষ্মীছাড়া—

ছ) পদ নির্ণয় করো :

সাহসী — বিশেষণ	গোয়ালিনী—	বুদ্ধি—
সংকুচিত—	সংসার—	বিপন্ন—
বড্ড—	বেড়া—	চাল—
মিষ্টি—	মালা—	দাঁত—
হাবা—	খালি—	বুক্ষ—
উঠান—	তক্তা—	দাওয়া—
গাই—	বাঁদর—	বাছুর—
ময়লা—	ফর্সা—	পাতলা—
বাগান—		

জ) সমার্থক শব্দ লেখো :

বাড়ি — ভবন, গৃহ, আলয়	উঠান—
বাঁদর—	স্বর্ণ—

রোয়াক—

গাই—

দাঁত—

দুর্গা—

মাথা—

হাত—

নুন—

স্বর—

ময়লা—

কাপড়—

চুল—

হাবা—

মন্দ—

চোখ—

মা—

পুত্র—

গড়ন—

ঝ) কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :

১। দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে।

উত্তর: অধিকরণ কারকে, 'য়' বিভক্তি।

২। আর কোনোদিন আম দেব খাও।

উত্তর:...

৩। দুর্গার হাতে একটি নারিকেল মালা।

উত্তর:...

৪। রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে।

উত্তর:...

ঞ) এক কথায় প্রকাশ করো :

১। যে কাজে সতর্কতা মিশে থাকে — সর্তকতামিশ্রিত।

২। বিপদগ্রস্ত হয়েছে সে —

৩। নুন তেল ইত্যাদি সহযোগে মাখা —

৪। লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে যাকে —

ট) সঠিক উত্তরে (√) চিহ্ন দাও :

দিদির পিছনে পিছনে (অপু / দুর্গা / শ্যামা) দুধ দোয়া দেখতে পেল।

দুর্গা এবং অপু তাদের (বাবা / কাকা / মা)-কে লুকিয়ে খাচ্ছিল।

মালায় (কচি শাঁস / কচি আদা / কাঁচা আম) ছিল।

দুর্গার হাতে ছিল (ফুল / ডাবের / নারকেল) মালা।

'আমের কুসি' অংশটির মূল রচনা হল (অপরাজিত / আম আঁটির ভেপু / আরণ্যক)।

ঠ) শূন্যস্থান পূরণ করো :

১। ———— বয়স ———— বৎসর হইল। (দুর্গার / দশ-এগারো)

উত্তর: দুর্গার বয়স দশ-এগারো বৎসর হইল।

২। দুর্গার ——— মিশ্রিত চোখ টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা ——— বন্ধ হইয়া গেল। (ভ্রুকুটি/অর্ধপথেই)

৩। সে তাড়াতাড়ি ——— খাইতে লাগিল। (আম / জাম)

৪। দুর্গার হাতে একটি ———— মালা। (নারিকেলের / ফুলের)

৫। ———— পিছনে পিছনে ———— দেখিতে গেল। (দিদির / অপুও)

৬। সে বাহির উঠানে পা দিতেই ———— তাহার পিঠে দুম করিয়া নির্ঘাত এক ———— বসাইয়া দিল। (দুর্গা/কিল)

ন) সত্য মিথ্যা যাচাই করো :

১। আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে — সত্য।

২। রান্নাঘরের দাওয়া সর্বজয়া বঁটি পাতিয়া আলু কাটিতে বসিল।—

৩। ‘আর্দশ হিন্দু হোটেল’—এটি একটি নাটক।—

৪। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে।—

৫। দুর্গার হাতে একটি পদ্মফুলের মালা।—

৪। নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ **(প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২)**

অপু ও দুর্গা ভাইবোন। ওদের মা-বাবার নাম যথাক্রমে সর্বজয়া ও হরিহর। একদিন সকালে বাড়ির রোয়াকে বসে খেলছিল, এমন সময় দুর্গা কাঁঠালতলা থেকে অপুকে ডাকল। দুর্গা এতক্ষণ বাড়ি ছিল না।

ক) হরিহর কে? (অপু ও দুর্গার বাবা / রামের বাবা)

উত্তর: ....

....

....

....

....

খ) অপুর দিদির নাম কী? (দুর্গা / রিমি)

উত্তর: ....

....

....

....

....

গ) অপু বাড়ির কোথায় বসে খেলছিল? (ঘরে / রোয়াকে)

উত্তর: ....

....

....

....

....

ঘ) দুর্গার ভাই-এর নাম কি? (অপু / অপূর্ব)

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

ঙ) দুর্গা অপুকে কোথা থেকে ডেকেছিল? (কাঁঠালতলা / শ্যামতলা)

উত্তর: ....

....

....

....

....

৫। নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ **(প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)**

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার কাঁচড়াপাড়ার কাছে বিখ্যাত মুরাতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে সুসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা মৃণালিনী দেবী। রিপন কলেজ থেকে বি এ পাশ করে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। শেষ জীবনে অধিকাংশ সময় তিনি ঘাটশিলায় থাকতেন। তাঁর রচিত ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’, ‘আরণ্যক’, ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’, ‘দেবযান’, বিখ্যাত উপন্যাস। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

ক। কত সালে, কোথায় বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: ....

খ। বিভূতিভূষণের পিতা ও মাতার নাম লেখো?

উত্তর: ....

গ। শেষ জীবনে বিভূতিভূষণ কোথায় থাকতেন?

উত্তর: ....

ঘ। বিভূতিভূষণ কোন্ কলেজে পড়াশুনা করতেন?

উত্তর: ....

ঙ। বিভূতিভূষণের লেখা দুটি উপন্যাসের নাম লেখো?

উত্তর: ....

পরিবেশ দূষণ ও পরিণাম

সারাংশ :

আমাদের চারপাশে গাছপালা, কীটপতঙ্গা, পশুপাখি, নদীনালা, পুকুর দিঘি, পাহাড় পর্বত, জীবজগৎ যা আছে তাকে নিয়েই পরিবেশ মন্ডল গড়ে ওঠে। সুস্থভাবে বাঁচার জন্য পরিবেশের ভূমিকা অপরিহার্য। কলকারখানা থেকে নিঃসৃত গ্যাস ও বর্জ্য পদার্থ বায়ু ও জলে মিশে বায়ু ও জল দূষণ করছে। যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া এবং উৎকট হর্ণের আওয়াজ, শব্দ বাজির কর্ণবিদারী বিকট শব্দ পরিবেশকে দূষণ করছে। পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ গ্রিন হাউসের প্রভাব। মেরু প্রদেশের বরফ গলে যাচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে অদূর ভবিষ্যতে বহু জনপদ জলের তলায় ডুবে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে অক্সিজেন কমে যাওয়ার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। মাটির ক্ষয় হচ্ছে এবং বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে যাচ্ছে। পরিবেশ দূষণের ফলে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আমাদের অবিলম্বে সর্তক হওয়া প্রয়োজন। পরিবেশকে নির্মল ও সুন্দর রাখার জন্য বনসৃজন করা, বাড়িঘর-রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা এবং সর্বোপরি কলকারখানা ও যানবাহনকে নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন।

শব্দার্থ লেখো :

হিমবাহ— তুষার স্রোত	মেরু	অকারণ—
আওয়াজ—	পরিচ্ছন্ন—	প্রতিবেশী—
সজাগ—	গবেষক—	কীটপতঙ্গা—
যানবাহন—	ক্ষয়—	নিয়ন্ত্রিত—
দূষিত—	উষ্ণায়ন—	বিশ্ব—
হিম—	নির্গত—	ভারসাম্য—
ধ্বংস—		

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর : **(মান — ১)**

১) গ্রিন হাউস এফেক্টের ফলে পৃথিবীতে কী বৃদ্ধি পাচ্ছে?

উত্তর: গ্রিন হাউস এফেক্টের ফলে পৃথিবীতে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২) বিশ্ব উষ্ণায়ন কাকে বলে?

উত্তর: ....

৩) কীসের ফলে মেরুপ্রদেশের বরফ গলছে?

উত্তর: ....

৪) কোন্ দেশগুলোতে শাকসব্জি ও তরি-তরকারি চাষের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়?

উত্তর: ....

৫) নানা ধরনের অস্ত্র পরীক্ষার জন্য পরিবেশে কী ঘটছে?

উত্তর: ....

৬) সামাজিক পরিবেশ কীভাবে রক্ষা করা যায়?

উত্তর: ....

৭) "বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন"—কী আশঙ্কা করছেন?

উত্তর: ....

৮) বন ধ্বংসের ফলে কী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

উত্তর: ....

৯) গাছপালার সাথে কীসের সরাসরি যোগ আছে?

উত্তর: ....

১০) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে কেন?

উত্তর: ....

১১) কীসের জন্য বন ধ্বংস হচ্ছে?

উত্তর: ....

১২) মানুষ বাসস্থান বাড়াবার জন্য কী করছে?

উত্তর: ....

১৩) পরিবেশ বলতে কি বোঝ?

উত্তর: ....

২। রচনাধর্মী প্রশ্ন : **(মান — ৫)**

ক) "বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই নানা গবেষণা শুরু করেছেন।"

অ) আলোচ্য অংশটি কোন্ গদ্যাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে?

আ) এখানে কোন্ বিজ্ঞানীদের কথা বলা হয়েছে?

ই) বিজ্ঞানীরা কী বিষয়ে, কেন গবেষণা শুরু করেছেন? **১+১+৩**

উত্তর: অ) আলোচ্য অংশটি 'পরিবেশ দূষণ ও পরিণাম' নামক গদ্যাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আ) এখানে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কথা বলা হয়েছে।

ই) বিশ্বজুরে জনসংখ্যা যত বাড়ছে ততই বেড়ে চলেছে যানবাহন এবং কলকারখানা। আর যানবাহন এবং কলকারখানা

যত বাড়ছে ততই পরিবেশ হারাচ্ছে তার ভারসাম্য। কলকারখানা এবং জনবসতি গড়ে তুলতে গিয়ে যথেচ্ছাভাবে শুরু হয়েছে বৃক্ষ নিধন যজ্ঞ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যে গাছের কোনো বিকল্প নেই সেই বনভূমির আয়তন দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশে উষ্ণতা বাড়ছে, বৃষ্টিপাত কম হচ্ছে নানা রকমের রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে। এক কথায় মানব সভ্যতা পরিবেশ দূষণের ফলে আজ এক বিরাট হুমকির সম্মুখীন। এই অবস্থা থেকে কি করে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা যায় এ নিয়ে দিনরাত পরিবেশ বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। গবেষণার সঠিক সুফল এখন পর্যন্ত তেমন একটা আসেনি। বিজ্ঞানীদের গবেষণার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি হলে রক্ষা হবে সভ্যতা, থাকবে পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন।

২। 'পরিবেশ দূষণ ও পরিণাম' গদ্যাংশটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। 'পরিবেশ দূষণ ও পরিণাম' গদ্যাংশটির সারাংশ নিজের ভাষায় লেখো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৪। আমাদের শ্বাসকষ্ট বাড়া ও দৃষ্টিশক্তি কমার দুটি করে কারণ লেখো। **৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৫। ভূমিক্ষয়ের পাঁচটি কারণ লেখো। **৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৬। পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা কাকে বলে? পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার তিনটি কারণ লেখো। **২+৩=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৭। গ্রিণ হাউস গ্যাসের ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৮। বন সংরক্ষণের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন? ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৯। বন্যপ্রাণী বলতে কি বোঝ? বন্যপ্রাণী অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার তিনটি কারণ লেখো। **২+৩=৫**

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

১০। শব্দদূষণ কাকে বলে? শব্দদূষণ কীভাবে হয়? ২+৩=৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

১১। 'পরিবেশ দূষণ ও পরিণাম' গদ্যাংশে পরিবেশ দূষণের যে-কারণগুলি উল্লেখ রয়েছে তা সংক্ষেপে লেখো। ৫

উত্তর: ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণগত প্রশ্ন : (মান — ১)

ক) বাক্য রচনা করো :

প্রতিবেশী — কোনো বাড়িতে আগুন লাগলে প্রথমে প্রতিবেশীই সেই খবর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরকে খবর দেয়।

দূষণ : ....

নদী-নালা : ....

জীবনযাত্রা : ....

উন্নয়ন : ....

প্রতিনিয়ত : ....

ধ্বংস : ....

বাসস্থান : ....

বিষাক্ত : ....

পরিবেশ : ....

অনুকূল : ....

খ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো :

পরিচ্ছন্ন = পরি + ছন্ন	ব্যবহার—	পরীক্ষা—
অন্যান্য—	উন্নায়ন—	নির্মল—
নির্গত—	সৃষ্টি—	বৃষ্টি—
উন্নয়ন—	পদ্ধতি—	প্রত্যেক—
বিদ্যালয়—		

গ) পদ পরিবর্তন করো :

প্রদেশ — প্রাদেশিক	তাপ—	চেষ্টা—
পরীক্ষা—	জল—	শরীর—
হিম—	দূষণ—	বন—
পরিচ্ছন্ন—	মন—	সামাজিক—
গাছ—	তীব্র—	আবিষ্কার—
নিয়ন্ত্রিত—	বিজ্ঞান—	পৃথিবী—

ঘ) পদান্তর করো :

শরীর — শারীরিক	দরকার—	আবিষ্কার—
চেষ্টা—	পরীক্ষা—	সমুদ্র—
তাপ—	প্রাকৃতিক—	দেশ—

মন— বিপদ— প্রদেশ—

পৃথিবী— বন— বিকল—

সামাজিক— জল— গাছ—

ঙ) সত্য-মিথ্যা যাচাই করো:

১। আমাদের দশদিকে যা আছে তা-ই পরিবেশ। — মিথ্যা

২। মোটর, বাস, ট্রেন, বিমান ইত্যাদি বাষ্প পুড়িয়ে চালানো হয়। —

৩। পরিবেশ দূষণের ফলে মানুষের শ্বাসকষ্ট বাড়ছে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ছে। —

৪। পরিবেশকে সুস্থ ও নির্মল রাখতে মানুষকেই চেষ্টা করতে হবে। —

৫। পরিবেশ নষ্ট হলে আমাদের মন এবং শরীর দুই-ই বিকল হয়ে পড়বে। —

চ) শুদ্ধ রুপটি লেখো :

সমূহ / সমুহ —

ধ্বংস / ধংস —

শরির / শরীর —

পরিচ্ছন্ন / পরিছন্ন—

স্বাস্থ্য / স্বাস্থ—

পরিক্ষা / পরীক্ষা—

বিষাক্ত / বিসাক্ত —

বর্জ / বর্জ্য—

বিজ্ঞানি / বিজ্ঞানী —

আবিষ্কার / আবিস্কার—

জ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো :

সুন্দর — সুন্দরী প্রতিবেশী—

নদ— বিজ্ঞান—

ঝ) সমার্থক শব্দ লেখো :

বায়ু — বাতাস, হাওয়া, পবন জল—

সূর্য— পৃথিবী—

শরীর— সমুদ্র—

বন— পাহাড়—

নদী—

ঞ) **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

১। সবাইকে সুস্থভাবে জীবন কাটাতে হলে পরিবেশকে ———— রাখতে হবে। (নির্মল/সুন্দর)

উত্তর: সবাইকে সুস্থভাবে জীবন কাটাতে হলে পরিবেশকে নির্মল রাখতে হবে।

২। ———— শ্বাসকষ্ট বাড়ছে, দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। (মানুষের/নাগরিকের)

৩। মানুষ ———— বাড়াবার জন্য গাছ কেটে ফেলেছে। (বাসস্থান/বাড়িঘর)

৪। ———— তৈরি করার জন্য বন ধ্বংস হচ্ছে। (কলকারখানা/মেশিন)

৫। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই নানা ———— শুরু করেছেন। (গবেষণা/পরীক্ষা)

ট) সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :

১। নির্মল শব্দের অর্থ — (অচল / বিকল / স্বচ্ছ)

উত্তর: নির্মল শব্দের অর্থ স্বচ্ছ।

২। গাছ না কেটে ———— করে গাছ লাগাতে হবে (পুরানো / নতুন / আধুনিক)

উত্তর: ....

৩। পরিবেশ নষ্ট হলে আমাদের ———— এবং শরীর দুই-ই বিকল হয়ে পড়বে। (দেহ / পা / মন)।

৪। একটি গাছ ————প্রাণ। (দুটি / তিনটি / একটি)

৫। বৃদ্ধি পেলে বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রিত হবে। (বন / গাছপালা)

উত্তর: ....

৪। নীচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সঙ্গে দেওয়া প্রশ্নগুলো উত্তর লেখো : (প্রতিটি প্রশ্নের মান — ২)

পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আজ সচেতন হবার সময় এসেছে। পরিবেশ দূষণের মূল কারণ মানুষ ও তার সীমাহীন অজ্ঞতা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আজ পরিবেশের উপর চাপ পড়ছে। পরিবেশ সচেতন করার জন্য শুধু সরকার চেষ্টা করলেই হবে না। জনসাধারণকেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

ক) পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আজ কি হবার সময় এসেছে?

(অচেতন / অবচেতন / সচেতন)

উত্তর: ....

....

খ) পরিবেশ দূষণের মূল কারণ কী?

উত্তর: ....

....

....

....

গ) কি বৃদ্ধির ফলে আজ পরিবেশের উপর চাপ পড়ছে?

উত্তর: ....

....

....

....

ঘ) কাকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে?

উত্তর: ....

....

....

....

ঙ) জনসাধারণ ছাড়া আর কাকে পরিবেশ সচেতন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে?

উত্তর: ....

....

....

....

....

পত্র রচনা

ব্যক্তিগত পত্র

১। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের সংবাদ জানিয়ে বাবার কাছে পত্র লেখো।

বিশ্রামগঞ্জ

সিপাহীজলা

১৫ই জুন ২০২১

শ্রীচরণেষু বাবা,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হলাম এবং আপনি পত্রে আমার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল জানতে চেয়েছেন। গতকাল আমার বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে।

আপনি শুনে খুশি হবেন যে, এ বছর আমি প্রথম স্থান অধিকার করে সপ্তম শ্রেণিতে উঠেছি। সব বিষয়ে ভালো নম্বর পেয়েছি তবে আমি অঙ্কে ১০০ নম্বর পেয়েছি। সপ্তম শ্রেণির ক্লাস কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে এবং স্কুল থেকে নতুন ক্লাসের সমস্ত বই দিয়ে দিয়েছে।

আপনি ও মা আমার প্রণাম নেবেন এবং ছোটবোনকে আমার স্নেহ দেবেন। আমি ভালো আছি। আজ এখানেই শেষ করছি।

ইতি

আপনার স্নেহের

অশোক

ডাক টিকিট

প্রযত্নে

বাবার নাম ঃ

ঠিকানা ঃ অমরপুর দক্ষিণ ত্রিপুরা

২। আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে মার কাছে পত্র লেখো।

উত্তর ঃ ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ছোটভাইকে চিটি লেখো।

উত্তর ঃ ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৪। চিড়িয়াখানা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে তোমার বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লেখো।

উত্তর ঃ ....

৫। সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে ছোটবোনের কাছে পত্র লেখো।

উত্তর ঃ ....

১। বিদ্যালয়ে আসার পর আকস্মিকভাবে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ছুটির আবেদনপত্র লেখো।

মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয় সমীপেষু,

বিশ্রামগঞ্জ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল,

সিপাহীজলা।

বিষয় ঃ অসুস্থতার কারণে দ্বিতীয় ঘণ্টার পর ছুটির আবেদনপত্র।

মহাশয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠরত একজন ছাত্র। আজ স্কুলে আসার পর হঠাৎ গায়ে জ্বর এসে যাওয়ায় শারীরিক অসুস্থতাবোধ করছি। এই অবস্থায় ক্লাসে বসে পড়াশুনার কাজ করতে পারছি না। তাই আমি দ্বিতীয় ঘণ্টার পর চিকিৎসার জন্য বাড়ি যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছি

অতএব, আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক অসুস্থতার জন্য আমাকে দ্বিতীয় ঘণ্টার পর ছুটি মঞ্জুর করে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বাধিত করবেন।

আপনার অনুগত ছাত্র
সাগর সেন
ষষ্ঠ শ্রেণি, বিভাগ - ক
রোল নং - ২

১৫-৬-২০২১
সিপাহীজলা

২। সরস্বতী পুজার আমন্ত্রণপত্র লেখো।

উত্তর ঃ ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ছুটি মঞ্জুরের জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে পত্র লেখো।

উত্তর ঃ ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৪। বিদ্যালয়ে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদনপত্র লেখো।

উত্তর ঃ ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৫। বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে একটি আমন্ত্রণপত্র লেখো।

উত্তর ঃ ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

অনুচ্ছেদ

১। **বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির চিরন্তরগর্ব। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী। তিন স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ না করে বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করেছেন। বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সংগীত ও অঙ্কনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শৈশবকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা শুরু করেন। কবিতা ছাড়াও গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ , সংগীত ইত্যাদি রচনা করেন। তাঁর রচিত সংগীত 'রবীন্দ্রসংগীত' নামে পরিচিত। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯০১ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৮ই আগস্ট এই মহাকবির মহাপ্রয়াণ ঘটে।

২। ত্রিপুরার দর্শনীয় স্থান

উত্তর ঃ ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৩। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

উত্তর ঃ ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৪। স্বামী বিবেকানন্দ

উত্তর ঃ ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৫। পরিবেশ দূষণ

উত্তর ঃ ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

আদর্শ প্রশ্ন : ১

বিষয় : বাংলা

শ্রেণি: ষষ্ঠ

সময়: ৩ ঘন্টা **মোট নম্বর: ১০০**

ক — বিভাগ

নীচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: ২ × ১০ = ২০

১। আলতাই-গিরিমালার পথ ধরে হেডিন সাহেব চললেন। পথ অতি সংকীর্ণ এবং বিপদজনক। পাখির উপত্যকার তুষার ঝটিকা তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে লাগল। কিন্তু এরই ভিতর দিয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে হেডিনকে এগোতে হয়েছিল। এমনি করে একদা তিনি ভয়ংকর এক বিভীষিকার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

২ × ৫ = ১০

ক) কে আলতাই গিরিমালার পথ ধরে চললেন?

খ) পথটি কেমন ছিল?

গ) ——— উপত্যকার তুষার ঝটিকা তাঁকে উদভ্রান্ত করতে লাগল। (শূন্যস্থান পূরণ করো)

ঘ) অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ——— এগোতে হয়েছিল। (শূন্যস্থান পূরণ করো)

ঙ) ভয়ংকর এক বিভীষিকার সামনে এসে কে দাঁড়ালেন ?

২। আট বছরের মা-হারা রোগা ছেলেটি জমির আল ধরে একাকী চলেছে। মনে মনে সে ভাবছে, এখন সে কোথায় যাবে? বাবা এবং দাদা দুজনেই মাঠে গিয়েছে। তবে সে কোথায় যাবে? তবুও চলেছে আপন মনে কী ভাবতে ভাবতে, সেই জানে। ২ × ৫ = ১০

ক) আট বছরের ——— রোগা ছেলেটি জমির আল ধরে একাকী চলছে। (বাবা-হারা / মা-হারা)

খ) মনে মনে সে——— , এখন সে কোথায় যাবে? (কাঁদছে / ভাবছে)

গ) কোথায় ফিরে যাবে? (বাড়ি / মাঠে)

ঘ) বাবা এবং দাদা দুজনেই কোথায় গিয়েছে? (ঘরে / মাঠে)

ঙ) তবু চলেছে ———কোন্ মনে? (আপন / নিজ)

খ — বিভাগ (৪০ নম্বর)

৩। **নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো :** **১ × ৫ = ৫**

অনেক সময় উপেক্ষার দৃষ্টিতে ইতর প্রাণীদের দেখা হয়। অধিকাংশ মনে করেন যে, মানুষের মতো স্নেহ, দয়া, মায়া-মমতা এইসব গুণ ইতর প্রাণীদের মধ্যে নেই। এই ভাবনাটা মোটেও ঠিক নয়। এই সব গুণাবলী কিন্তু ইতর প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়। অনেক পশুপাখিদের কাছ থেকে এ বিষয়ে মানুষেরও কিছু শেখার আছে।

ক) অনেক সময় কোন্ দৃষ্টিতে ইতর প্রাণীদের দেখা হয়। (ভালবাসার / উপেক্ষার)

খ) মানুষের মতো স্নেহ, দয়া, মায়া-মমতা এই সব গুণাবলী কোন্ প্রাণীদের মধ্যে নেই? (ইতর / সবল)

গ) কোন্টা মোটেও ঠিক নয়? (ভাবনাটা / স্বভাবটা)

ঘ) ইতর প্রাণীদের মধ্যে কী দেখা যায়? (এই সব গুণাবলী / এই সব দোষাবলী)

ঙ) কাদের কাছ থেকে মানুষের কিছু শেখার আছে? (পশুপাখিদের / উটপাখীদের)

৪। **শূন্যস্থান পূরণ করো :** **১ × ৫ = ৫**

ক) সংসার মোহিত করে ———গীতে। (মহাভারত / রামায়ণ)

খ) উঁকি মারে ———। (আকাশে / বাতাসে)

গ) ——— হয়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার। (পূর্ণ / নিঃস্ব)

ঘ) বজরার ছাদের উপরে ———হিন্দুস্থানি রক্ষক ছিল। (আটজন / দশজন)

ঙ) দিন কয়েক পরে——— এসে উপস্থিত হলেন। (সহদেব / গুরুদেব)

৫। **শুদ্ধরূপটি লেখো :** **১ × ৫ = ৫**

ক) মনোস্কামনা / মনস্কামনা / মনঃস্কামনা

খ) মশারি / মসারী / মষারি

গ) কৃত্তিবাশ / কৃত্তিবাস /কৃত্তিবাষ

ঘ) মেদুর / মেদূর / মেদূড়

ঙ) প্রাঁচীল / পাঁচিল / পাচিল

৬। **নীচের বাক্যগুলোর মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা লেখো:** **১ × ৫ = ৫**

ক) তখন জলের কল বসেনি। (গদ্য-ছেলেবেলা)

খ) ‘লালু’ নামে দুটি গল্প আছে। (গদ্য—লালু)

গ) সাগরের কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে। (পদ্য—সবার আমি ছাত্র)

ঘ) নিজের খাবার বিলিয়ে দেব অনাহারীর মুখে। (পদ্য—খোকার আকাঙ্খা)

ঙ) সুকুমার রায়ের জন্ম ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে। (গদ্য —নিশাচর)

৭। পদ পরিবর্তন করো : **১ × ২ = ২**

চাঁদ, রং

৮। লিঙ্গ পরিবর্তন করো : **১ × ৩ = ৩**

নদী, পাষাণ, বাছুর

৯। বিপরীত শব্দ লেখো : **১ × ৫ = ৫**

পাঠ্য, মহান, আহ্লাদ, সংকুচিত, সাবধান

১০। নীচের প্রশ্নগুলোর একটি বাক্যে উত্তর দাও : **১ ×১ ০ = ১০**

ক) 'সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না'—সে কে? (গদ্য — আমের কুশি)

খ) বিশ্ব উয়্নায়ন বলতে কি বোঝ? (সদ্য - পরিবেশ দূষণ ও পরিনাম)

গ) 'ভালো লাগে আরবার'—কার, কী ভালো লাগে? (পদ্য — তালগাছ)

ঘ) 'তীর্থসলিল' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা? (পদ্য — সাগর তর্পন)

ঙ) খোলা মাঠ কী উপদেশ দেয়? (পদ্য — সবার আমি ছাত্র)

চ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (গদ্য — আমের কুশি)

ছ) 'ছানাবড়া' গ্রন্থটি কার লেখা? (পদ্য —সবার আমি ছাত্র)

জ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে, কোথায় জন্মগ্রহুণ করেন? (পদ্য — তালগাছ)

ঝ) 'ছন্দের জাদুকর' কাকে বলা হয়? (পদ্য—সাগর তর্পন)

ঞ) কীসের জন্য বন ধ্বংস হচ্ছে? (গদ্য — পরিবেশ দূষণ ও পরিণাম)

১১) সন্ধি বিচ্ছেদ করো : **১ × ৪ = ৪**

বীরসিংহ, নিঃস্ব, আর্শীবাদ, উদ্বেলিত

১২) বাক্য রচনা করো : **১ × ৩ = ৩**

ভিক্ষা, রত্ন, উদার

১৩) পদ পরিবর্তন করো : **১ × ৩ = ৩**

কঠোর, কর্মী, সূর্য

১৪) শব্দার্থ লেখো: **১ × ৫ = ৫**

সরসতা, পাষাণ, বনানী, থত্থর, ফুঁড়ে

১৫) নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: (যে কোন তিনটি) **৫ × ৩ = ১৫**

ক) "তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর।"

অ) অংশটির উৎস কী?

আ) কাদের অশ্রুধারা ঝরে?

ই) তাদের অশ্রুধারা ঝরার কারণ কী? (পদ্য — সাগর তর্পন) **১ + ১ + ৩ = ৫**

খ) "সারা দিন ঝর্‌ঝর্‌ থত্থর
কাঁপে পাতা পত্তর"

অ) কোন্ কবিতার লাইন?

আ) কবির নাম কি?

ই) এখানে তালগাছ কোন্ দিনের কথা ভাবছে? (পদ্য — তালগাছ) ১ + ১ + ৩ = ৫

গ) "মা'র বড়ো কেউ নাই
কেউ নাই, কেউ নাই!"

অ) আলোচ্য অংশটির রচয়িতা কে?

আ) কোন্ কবিতার অংশ?

ই) প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (পদ্য — মা) ১ + ১ + ৩ = ৫

ঘ) "টিকটিকির ভোজটাও সন্ধ্যার পরে তাই জমে ভালো।"

অ) উদ্ধৃতাংশটি কোন্ প্রসঙ্গে করা হয়েছে?

আ) সন্ধ্যার পরে টিকটিকির ভোজ ভালো জমে কেন? (গদ্য — নিশাচর) ২ + ৩ = ৫

ঙ) 'সবার আমি ছাত্র' কবিতা-তে কবি কার কাছে থেকে কী শিক্ষা লাভ করেন। (পদ্য — সবার আমি ছাত্র) ৫

১৬) **পত্র রচনা :** ৫

বিদ্যালয়ে আসার পর অসুস্থতাবোধ করায় ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদনপত্র লেখো।

১৭) অনুচ্ছেদ রচনা লেখো (যে কোন একটি): ১ × ৫ = ৫

পরিবেশ দূষণ

অথবা

বইমেলার একদিন

অথবা

আমাদের বিদ্যালয়

আদর্শ প্রশ্ন : ২

শ্রেণি : ষষ্ঠ

বিষয় : বাংলা

সময়: ৩ ঘন্টা **মোট নম্বর : ১০০**

বিভাগ — ক (২০ নম্বর)

নীচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সঙ্গে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: ২×১০=২০

১। আমাদের সাধারণের ধারণা এই যে স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, প্রভৃতি বুঝি মানুষেরই একচেটিয়া অধিকার। ইতর প্রাণীদের মধ্যে বুঝি তাহা নাই, তাহারা বুঝি পরস্পরের মধ্যে সর্বদাই নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। মানুষ এই অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া পশুদিগকে অবজ্ঞা করে এবং এ সঙ্গে এক জগতে বাস করিয়াও তাহাদের সুখ দুঃখের প্রতি নিতান্ত উদাসীন থাকে। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি, পশুপক্ষীদের জীবন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে তাহাদের জীবনও ঠিক মানুষের মতন সুখ ও দুঃখে পূর্ণ। তাহাদের মধ্যেও স্নেহ দয়া আছে এমনকি পশুপক্ষীদের জীবন হইতে মানুষের অনেক শিখিবার আছে। ২ × ৫ = ১০

ক) আমাদের সাধারণের ধারণা কী?

খ) মানুষ কিসে অন্ধ হয়ে পশুকে অবজ্ঞা করে?

গ) ———মধ্যে বুঝি তাহা নাই। (শূন্যস্থান পূরণ করো)

ঘ) কারা পশুপক্ষীদের জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন?

ঙ) মানুষ কাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে?

২। দুই বন্ধু বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারা দেখতে পেল যে একটি ভল্লুক তাদের দিকে আসছে। প্রথম বন্ধু তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়ল। সে তার বন্ধুর কথা একবারও ভাবল না। দ্বিতীয় বন্ধু গাছে উঠতে জানত না। ২ × ৫ = ১০

ক) দুই বন্ধু যাচ্ছিল —

অ) বনের মধ্য দিয়ে আ) রাস্তার মধ্য দিয়ে ই) গুহার মধ্য দিয়ে

খ) হঠাৎ তারা দেখতে পেল —

অ) দুইটি ভল্লুক আ) একটি ভল্লুক ই) একটি বানর

গ) ভল্লুকটিকে দেখে প্রথম বন্ধু ভয়ে —

অ) চিৎকার করে উঠল আ) ছুটে পালাবার চেষ্টা করল ই) গাছে উঠে পড়ল

ঘ) সে একবারও ভাবল না —

অ) তার বন্ধুর কথা আ) তার প্রাণের কথা ই) তার মনের কথা

ঙ) গাছে উঠতে জানত না —

অ) প্রথম বন্ধু আ) দ্বিতীয় বন্ধু ই) ভল্লুক

বিভাগ — খ (৪০ নম্বর)

অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: **১ × ৫ = ৫**

৩। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ — ১৯৭৬) বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফকির আহমেদ ও মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। নজরুলের বাল্যনাম দুখু মিঞা। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম 'মুক্তি'। তিনি 'নবযুগ', 'ধুমকেতু' ও 'লাঙল' নামে তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

ক) কাজী নজরুল ইসলাম কোন্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?

খ) নজরুলের পিতার নাম কি?

গ) তাঁর মাতার নাম কি?

ঘ) নজরুলের বাল্যনাম কি ছিল?

ঙ) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম কি?

৪। **শূন্যস্থান পূরণ করো :** **১ × ৫ = ৫**

ক) শত দোষী দোষী তবু ——— তো ত্যজে না। (মা / বাবা / ভাই)

খ) 'আমার ছড়া' গ্রন্থের লেখক ———। (নজরুল / সুনির্মল বসু / রবীন্দ্রনাথ)

গ) ———কর্মী হবার মন্ত্র দেয়। (আকাশ / পাহাড় / বায়ু)

ঘ) 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের লেখক ———। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় / নজরুল ইসলাম / জসীমউদ্দিন)

ঙ) 'গার্ড' শব্দের অর্থ ———। (দারোয়ান / প্রহরী / গ্রন্থ)

৫। **শুদ্ধ রুপটি লেখো:** **১ × ৫ = ৫**

পেচা / পেঁচা / প্যাঁচা

স্টিমার / ষ্টিমার / ইসটিমার

ক্লেশ / ক্লেস / ক্লেষ

ত্যজ / ত্যেজ / ত্যাজ

দিক্ষা / দীক্ষা / দীখ্‌খা

৬। **নীচের বাক্যগুলোর সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করো:** **১ × ৫ = ৫**

ক) গমন করিল শুনিতে রামায়ণ। (পদ্য — লব-কুশের রামায়ণ গান)

খ) 'তালগাছ' কবিতাটি 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। (পদ্য—তালগাছ)

গ) লেখাপড়া শিখব মাগো, কিনব না কো বাড়ি। (পদ্য — তালগাছ)

ঘ) আমাদের পুরাণে মানুষের নামও নিশাচর। (গদ্য — নিশাচর)

ঙ) শরৎচন্দ্র ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। (গদ্য — লালু)

৭। **বিপরীত শব্দ লেখো:** **১ × ৫ = ৫**

অদৃষ্ট, বিশাল, শোক, নিশাচর, পছন্দ

৮। লিঙ্গ পরিবর্তন করো: **১ × ৩ = ৩**

রাক্ষস, প্যাঁচা, বানর

৯। পদ পরিবর্তন করো: **১ × ২ = ২**

নিরীহ, উৎসাহ

১০। নিচের প্রশ্নগুলো এক বাক্যে উত্তর দাও: **১ × ১০ = ১০**

ক) ‘নিশাচর’ গদ্যাংশটির মূলগ্রন্থের নাম কি? (গদ্য — নিশাচর)

খ) সুনির্মল বসু, কবে জন্মগ্রহণ করেন? (পদ্য—সবার আমি ছাত্র)

গ) ‘তালগাছ’ উড়তে পারে না কেন? (পদ্য — তালগাছ)

ঘ) কাকে ‘বীরসিংহের সিংহ শিশু’ বলা হয়? (পদ্য — সাগর তর্পণ)

ঙ) একটি পতঙ্গভুক্ প্রাণীর নাম লেখো? (গদ্য — নিশাচর)

চ) সাগর ইঙ্গিতে কী শেখায়? (পদ্য — সবার আমি ছাত্র)

ছ) পরিবেশ বলতে কি বোঝ? (গদ্য — পরিবেশ দূষণ ও পরিণাম)

ঝ) ‘ছন্দ-বিজ্ঞান’ কার লেখা? (পদ্য — সাগর তর্পণ)

ঞ) ‘পাষাণ’ শব্দের অর্থ কি? (পদ্য — সবার আমি ছাত্র)

বিভাগ — গ (৪০ নম্বর)

১১। অর্থ লেখো: **১ × ৫ = ৫**

গবেষক, হিম, আওয়াজ, পুঞ্জ, ভিরমি

১২। বাক্য রচনা কর: **১ × ৩ = ৩**

প্রতিবেশী, নদীনালা, সচেতন

১৩। দুটি করে সমার্থক শব্দ লেখো: **১ × ৩ = ৩**

বায়ু, শরীর, বন

১৪। সন্ধি বিচ্ছেদ করো: ১ × ৪ = ৪

পরিচ্ছন্ন, পদ্ধতি, রান্না, সংসার

১৫। নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও: (যে কোন তিনটি) ৫ × ৩ = ১৫

ক) “ এত বেলা করে এলে কি বাঁচে?”

অ) বক্তা কে?

আ) এত বেলা করে কে এসেছিল?

ই) বেলা করে এলে বাছুর কেন বাঁচবে না? (গদ্য—আমের কুশি) **১ + ১ + ৩ = ৫**

খ) “ দেখ না কেমন এঁকে বেঁকে যায় সে ঝড়ের বেগে।”

অ) কে, কাকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করেছে?

আ) এরুপ উক্তি করার কারণ কী বুঝিয়ে দাও? (গদ্য — পথের গল্প) ২ + ৩ = ৫

গ) শব্দ দূষণ কাকে বলে? শব্দ দূষণ কীভাবে হয় তার তিনটি কারণ লেখো। ২ + ৩ = ৫

(গদ্য — পরিবেশ দূষণ ও পরিণাম)

ঘ) "সেখান থেকে লিখে পাঠিয়েছেন।"

অ) কে, কোথা থেকে লিখে পাঠিয়েছেন?

আ) পত্র পেয়ে নন্দরানির মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

ই) গরুদেবের জন্য তিনি কী করেছিলেন? (গদ্য — লালু) ২ + ১ + ২ = ৫

ঙ) 'বিয়েবাড়ির মজা' কবিতাটির মূলভাব নিজের ভাষায় লেখো। (পদ্য —বিয়ে বাড়ির মজা) ৫

১৬। পত্র রচনা: ৫

বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা করো।

১৭। অনুচ্ছেদ রচনা লেখো: ৫

ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

অথবা

খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা

অথবা

স্বামী বিবেকানন্দ

আদর্শ প্রশ্ন : ৩

শ্রেণি : ষষ্ঠ

বিষয় : বাংলা

সময়: ৩ ঘন্টা **মোট নম্বর: ১০০**

ক—বিভাগ (২০ নম্বর)

নীচের অনুচ্ছেদগুলো পড়ে সাথে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: ২ × ১০ = ২০

১। একদা একটি লোভী কুকুর এক খণ্ড মাংস পেল। সে মাংস খণ্ডটিকে নিয়ে নদীর পারের নির্জন স্থানের দিকে ছুটল। নদীর পুল পার হওয়ার সময় হঠাৎ তার দৃষ্টি নদীর পরিষ্কার জলের দিকে নিবদ্ধ হল। সে দেখতে পেল জলের ভিতর দিয়ে তারই মতো আর একটি কুকুর এক খণ্ড মাংস নিয়ে পুল পার হচ্ছে। সেটি দেখে ওই মাংস খণ্ডটি পাওয়ার জন্য তার বাসনা হল। সে তখন রাগে জলের কুকুরটির দিকে ঘেউ ঘেউ করতে করতে তেড়ে গেল। ২ × ৫ = ১০

ক) একদা একটি লোভী ——— এক খণ্ড মাংস পেল। (শূন্যস্থান পূরণ করো)

খ) মাংস খণ্ডটি কুকুরটির —

অ) পাশে রাখা ছিল আ) মুখে ছিল

ই) পাথেয় খাবার ধরা ছিল ঈ) এদের মধ্যে কোনটিই নয়

গ) কুকুরটি মাংস খণ্ডটিকে নিয়ে কোথায় ছুটল?

ঘ) কুকুরটি জলের ভিতর কী দেখল?

ঙ) মাংস খণ্ডটি পাওয়ার জন্য কুকুরটির ——— হল। (শূন্যস্থান পূরণ করো)

২। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ — ১৯৪১) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদা দেবী। ছোটবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি' কাব্য রচনা করে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ২ × ৫ = ১০

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

খ) রবীন্দ্রনাথ পিতা ও মাতার নাম কি?

গ) ছোটবেলা থেকেই ——— সাহিত্য সাধনা শুরু। (দেবেন্দ্রনাথের / রবীন্দ্রনাথের)

ঘ) রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল ———। (একমুখী / বহুমুখী)

ঙ) ইংরেজিতে ———— কাব্য রচনা করে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। (গীতালি / গীতাঞ্জলি)

খ — বিভাগ (৪০ নম্বর)

৩। **নীচের পদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:** ১ × ৫ = ৫

হঠাৎ পাওয়া গেল পথের মোড়ে গাড়ির শব্দ;
হুলুধ্বনি উঠল মেতে, শাঁখ বাজল জোরে,
বরকে সবাই এগিয়ে নিতে গেল পথের মোড়ে,
কোথায় বরের সাজসজ্জা? কোথায় ফুলের মালা?

সবাই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, পালা, পালা, পালা।
বর নয়কো, লাল পাগড়ি পুলিশ আসছে নেমে!
বিয়ে বাড়ির লোকগুলো সব হঠাৎ উঠল ঘেমে,
বললে পুলিশঃ এই কি কর্তা, ক্ষুদ্র আয়োজন?
পঞ্চাশ জন কোথায়? এ যে দেখছি হাজার জন।
এমনি করে চাল নষ্ট দুর্ভিক্ষের কালে?

ক) বিয়ে বাড়ির লোকগুলো সব হঠাৎ উঠল —

অ) ঘেমে আ) চিৎকার করে ই) কেঁদে ঈ) হেসে

খ) বরকে সবাই এগিয়ে নিতে গেল—

অ) ঘরের দরজার সামনে আ) বাড়ির ফটকে ই) পথের মোড়ে ঈ) রাস্তায়

গ) হঠাৎ পাওয়া গেল পথের মোড়ে —

অ) চিৎকার আ) গাড়ির শব্দ ই) ছেলের কান্না ঈ) মেয়ের কান্না

ঘ) পুলিশের পাগড়ি ছিল —

অ) কালো আ) লাল ই) নীল ঈ) হলুদ

ঙ) পঞ্চাশ জনের বদলে দেখা যায় —

অ) একশো জন আ) পাঁচশো জন ই) সাতশো জন ঈ) হাজার জন।

৪। **সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দাও:** **১ × ৫ = ৫**

ক) বিদ্যাসাগর (দুঃখকে / আনন্দকে / অদৃষ্টকে) ব্যর্থ করেছিলেন।
খ) টার্সীয়েরকে বলা হয় (প্রেত / যম / ভূত) বানর।
গ) আনন্দে সকলের (বুক / মন / প্রাণ) নাচছিল।
ঘ) দিদির পিছনে পিছনে (অপু / দুর্গা / শ্যামা) দুধ ধোয়া দেখতে পেল।
ঙ) বিয়ে বাড়িতে (কাঁসর / ঢাক / সানাই) বাজছিল।

৫। **এক কথায় প্রকাশ করো:** **১ × ৫ = ৫**

ক) যে কাজে সর্তকতা মিশে থাকে।
খ) গাড়ি চালায় যে।
গ) উকিলের কাজ।
ঘ) যা বলা যায় না।
ঙ) যে বেশি কথা বলে।

৬। **কারক বিভক্তি নির্ণয় করো:** **১ × ৫ = ৫**

ক) <u>সাগরে</u> যে অগ্নি থাকে।
খ) বাংলা ইস্কুলের এক <u>ক্লাসে</u> পড়তাম।
গ) <u>নিশাচরেরা</u> রাত্রে আহার করে।
ঘ) নিঃস্ব হয়ে <u>বিশ্বে</u> এলে।
ঙ) <u>গুরুদেবের</u> পায়ে ধুলো পড়বে।

৭। **পদ নির্ণয় করো:** **১ × ২ = ২**

আসবাবপত্র, পাগল

৮। **পদান্তর করো:** ১ × ৩ = ৩

ঘন, বীর্য, প্রত্যয়

৯। **পদ্যরূপে লেখো :** ১ × ৫ = ৫

এগিয়ে নিতে, হলাম, গোলমাল, কেমন করে, সাজছে

১০। **নীচের প্রশ্নগুলোর একটি বাক্যে উত্তর দাও:** ১ × ১০ = ১০

ক) লেমার কি খায়? (গদ্য —নিশাচর)

খ) অম্ল উদ্‌গার কী? (গদ্য — লালু)

গ) দুর্গার বয়স কত? (গদ্য — আমের কুশি)

ঘ) 'তাই সকলে ব্যস্ত'—সকলে ব্যস্ত কেন? (পদ্য—বিয়েবাড়ির মজা)

ঙ) কাকাপো কী?(গদ্য— নিশাচর)

চ) জগদীশ চন্দ্র বসু কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (গদ্য — ইতর প্রাণীদের দয়া)

ছ) নন্দরানির গুরুদেবের উপাধি কি ছিল? (গদ্য — লালু)

জ) 'সাগর তর্পন' কবিতায় কয়টি স্তবক রয়েছে? (পদ্য — সাগর তর্পন)

ঝ) ডারউইন কে? (গদ্য — ইতর প্রাণীদের দয়া)

ঞ) 'সোজন বেদিয়ার ঘাট' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা? (পদ্য — খোকার আকাঙ্ক্ষা)

বিভাগ — গ (৪০ নম্বর)

১১। **সন্ধি বিচ্ছেদ করো:** ১ × ৪ = ৪

নিরন্তন, বীরসিংহ, রামায়ণ, নির্জীব

১২। **পদ পরিবর্তন করো:** ১ × ৩ = ৩

গাড়ি, আকাঙ্ক্ষা, প্রদীপ

১৩। **বাক্য রচনা করো:** ১ × ৩ = ৩

মস্ত, অবতার, ইচ্ছা

১৪। **শব্দার্থ দিয়ে স্তম্ভ মেলাও:** ১ × ৫ = ৫

<u>ক - স্তম্ভ</u>	<u>খ-স্তম্ভ</u>
অ) রোয়াক	ক) অপরিষ্কার
আ) চাপা	খ) আমের বোল্
ই) গুটি	গ) বারান্দা
ঈ) লক্ষ্মীছড়া	ঘ) বারান্দায়
উ) দাওয়ায়	ঙ) বাউন্ডুলে

১৫। **নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (যে কোন তিনটি)** ৩ × ৫ = ১৫

ক) "সবার সাথে মিশব বলে থাকব সবার সনে।"

অ) কোন্ কবির, কোন্ কবিতার পঙ্ক্তি?

আ) কার, কেন এই বাসনা, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। (পদ্য — খোকার আকাঙ্ক্ষা) ২ + ৩ = ৫

খ) " তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর।"

অ) অংশটির উৎস কী?

আ) কাদের অশ্রুধারা ঝরে?

ই) তাদের অশ্রুধারা ঝরার কারণ কী? (পদ্য — সাগর তর্পন) ১ + ১ + ৩ = ৫

গ) "তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে"

—ভ্রমণ বৃত্তান্তে কী লেখা আছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করো। (গদ্য—ইতর প্রানীদের দয়া) ৫

ঘ) "মাস্টার মশায় মিট্‌মিটে আলোয় পড়াতেন।"

অ) উদ্ধৃতাংশটি কোন্ রচনা থেকে গৃহীত?

আ) লেখকের নাম কি?

ই) মাস্টার মশায়ের কাছে লেখককে বারবার কী এবং কেন শুনতে হতো? (গদ্য — ছেলেবেলা) ১ + ১ + ৩ = ৫

ঙ) "শুনতে না পায় মোদের মতো দুখীর বেদন-ধারা।"

অ) কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করা হয়েছে?

আ) কারা কেন দুখীর বেদন-ধারা শুনতে পায় না? (পদ্য — খোকার আকাঙ্ক্ষা) ২ + ৩ = ৫

১৬। **পত্র রচনা করো:** ১ × ৫ = ৫

গ্রীষ্মের ছুটি কীভাবে কাটাচ্ছো তা জানিয়ে বন্ধুর নিকট পত্র লেখো।

১৭। **অনুচ্ছেদ রচনা লেখো (যে কোন একটি):** ১ × ৫ = ৫

ত্রিপুরার দর্শনীয় স্থান

অথবা

শিক্ষক দিবস

অথবা

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার